আরব্য উপন্যাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাঙ্গলা ভাষায়।

শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার আমড়াতলার ১২ নং সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১২৫৭ সাল।

সূচীপত্র।

বাটীর মধ্যে ফেলিয়া দেই। বৈদ্য কহিল এপরামর্শ ভাল বটে। অনন্তর তাহারা স্ত্রী পুরুষে শবটা লইয়া ছাদের উপর গিয়া শবের দুই কক্ষে এক গাছা রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া আস্তে২ ভাণ্ডারির ভবনে নামাইয়া দিল পরে শবের পৃষ্ঠ প্রাচীরাবলম্বনে খাড়া হইয়া থাকিলে বৈদ্য দম্পতী রজ্জু গাছা উপরে তুলিয়া লইয়া আপনাদের শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

মুসলমান সে দিবস এক বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, কতক রাত্রিতে বাটীতে আসিয়া হাতলণ্ঠনের আলোকে দেখিল যে একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তস্কর বোধ করিয়া একটা বৃহৎ যষ্টি লইয়া যৎপরো নাস্তি প্রহার করিতে লাগিল, সুতরাং শব ভূমিতে পড়িয়া গেল কিন্তু তখনও তাহার প্রহারে ক্ষান্ত হইল না পরে যখন দেখিল যে তস্কর নিষ্পন্দ হইয়াছে তখন প্রহারে ক্ষান্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিল যে মরিয়া গিয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল হায় প্রহার করিয়া মনুষ্যটাকে হত্যা করিলাম, এখন উপায় কি। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শবটাকে স্কন্ধে লইয়া গলির প্রান্তভাগে এক দোকানে ঠেসাইয়া রাখিয়া আসিল।

তদনন্তর এক খ্রীষ্টিয়ান সাধু নিশাবসানে স্নান করিতে যাই-তেছিল হঠাৎ ঐ দোকান ধরিয়া দাঁড়াইবাতে শবটা তাহার উপর পড়িয়া গেল তাহাতে সে চোর বলিয়া তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিতে২ চোর ধরিয়াছি২ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল তাহার চীৎকার শ্রবণে এক জন চৌকিদার দৌড়িয়া আসিল কিন্তু যখন সে দেখিল যে এক জন খ্রীষ্টিয়ান এক মুসলমানকে প্রহা-র করিতেছে তখন সাধুকে ধরিয়া, এবং শেষে কুঁজাকে মৃত দেখিয়া বিচার কর্ত্তার নিকট লইয়া গেল। বিচার কর্ত্তা চৌ-কিদারের প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিশ্চয় করিলেন যে সাধু ব্যক্তি হত্যাকারী এবং সে যদ্যপিও নির্দ্দোষ তথাপি অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যেহেতু নিশাপালের সাক্ষ্যে বিচারকর্ত্তার অস[illegible] তাহার দ্বারাই হত্যা হইয়াছে।
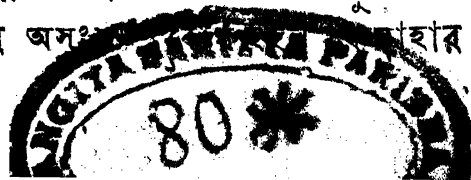
অনন্তর বিচারকর্ত্তা রাজ সমীপে গিয়া তাবৎ বিষয় নিবেদন করিলে রাজা কহিলেন যাহারা আমার দিগের স্বজাতীয় মুসলমান্‌কে বধ করে তাহারদের প্রতি কোন প্রকারে দয়া করা কর্ত্তব্য নহে অতএব ইহার উপযুক্ত দণ্ড এই দণ্ডে প্রদান কর বিচারক রাজাজ্ঞা পাইয়া একটা ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া নগরে ঘোষণা দিলেন যে এক জন খ্রীষ্টিয়ান এক মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। ইহাতে নগরস্থ তাবৎ লোক ফাঁশী দেখিতে আইল কিন্তু তৎকালীন সাধুর গল দেশে রজ্জু দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে উত্তোলন করে তখন মুসলমান ভাণ্ডারী জনতা ঠেলিয়া বিচারকের নিকটে আসিয়া কহিল এই ব্যক্তিকে ফাঁসি দিওনা ইনি নিরপরাধী আমি ঐ কুঁজাকে নষ্ট করিয়াছি আমাকে ফাঁসি দেও। বিচার কর্ত্তা ভাণ্ডারীকে অনেক প্রশ্ন করিলেন তদ্বিষয়ে ভাণ্ডারী আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ কহিল তাহাতে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে বিচারক সাধুকে ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভাণ্ডারিকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহার গল দেশে রজ্জু প্রদান সময়ে সেই ইহুদী বৈদ্য আসিয়া কহিল এ ব্যক্তি নির্দ্দোষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ কিছুই করেনাই আমি কুঁজাকে বধ করিয়াছি, আমার দণ্ড কর। ইহা কহিয়া যে প্রকারে কুঁজাকে হত্যা করিয়া ভাণ্ডারির গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল বিস্তার করিয়া বলিল। বিচার কর্ত্তা বিবেচনা পূর্ব্বক শুনিয়া মুসলমানকে মুক্তি দিয়া ইহুদীর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন. কিন্তু যখন তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট লইয়া যায় তখন দরজি আসিয়া কহিল আমি এই কুব্জের মৃত্যুর মূল, আমাকে ফাঁসি দেও, বৈদ্যের প্রাণ দণ্ড করিও না, ইনি নিরপরাধী ইহাতে বিচারক প্রমাণ গ্রহণানন্তর দরজিকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তৎকালে দরজিকে ফাঁসি দেওনের উদ্যোগ হইতে লাগিল তৎকালে রাজসভাতে রাজসভাসৎ কুব্জের অনুসন্ধান হওয়াতে রাজা শুনিলেন যে কুব্জ মরিয়াছে এবং উপরোক্ত বৃত্তান্তও রাজা-

র কর্ণগোচর হইল, তাহাতে ভূপতি ক্রোধান্বিত হইয়া কুঁজার মৃতকায় এবং হত্যাকারি দিগকে অবিলম্বে স্বসমীপে আনয়নার্থ দূত পাঠাইয়া দিলেন। বার্ত্তাবহ বধ্য ভূমিতে আসিয়া রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিলে বিচারক তৎক্ষণাৎ দরজির বন্ধন খুলিয়া দিলেন পরে রাজাজ্ঞানুসারে দরজি ও খ্রীটিয়ান সাধু এবং কুঁজার মৃতদেহ লইয়া রাজ সভায় গমন করিলেন। রাজা বিচারকর্ত্তার প্রমুখাৎ সমস্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং রাজকীয় উপন্যাস বেত্তাগণকে এই বিবরণ লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন পরে সভাস্থ দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কখন এমত চমৎকার কাহিনী শুনিয়াছ কি না সভাসদেরা উত্তর না করাতে এক সদাগর কহিল হে ধরণীনাথ আমি এক ইতিহাস জানি তাহা এ বিবরণ অপেক্ষাও অধিক চমৎকার ইহা বলিয়া উপন্যাস কহিল, কিন্তু সভাস্থ লোকের তাহা বিস্ময়োপাদক হওয়া দূরে থাকুক কুঁজার বিবরণের তুল্যও বোধ হইল না, তাহাতে নৃপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন যদ্যপি তোমরা কেহ উত্তম গল্প বলিতে না পার তবে তোমারদিগের তাবতের প্রাণ দণ্ড করিব। ইহা শুনিয়া মুসলমান ভাণ্ডারী স্বীয় বিবরণ কহিল কিন্তু তাহাতেও রাজার মনোরঞ্জন হইল না। তৎপরে ইহুদী বৈদ্য স্বীয় কাহিনী কহিল তাহা ভাল লাগিল বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মনোরম্য হইল না অনন্তর দরজি বলিল মহারাজ যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আমি এক ইতিহাস বলি। রাজা সম্মতি প্রদান করিলে দরজি বলিতে আরম্ভ করিল।

দরজির কথিত ইতিহাস।

এতদ্দেশস্থ এক ভদ্র লোক গত কল্য কতক গুলিন বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে বিংশতি জন ভদ্র মনুষ্য তথায় বসিয়া আছেন কিন্তু বাটীর কর্ত্তা অনুপস্থিত; শুনিলাম কোন কর্ম্মানুরোধে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। কিয়ৎ কাল পরে বাটীর কর্ত্তা প্রত্যাগত হইলেন এবং তৎ সমভিব্যাহারে পরম সুন্দর এক নবীন পুরুষ আসিল। সে

উত্তম বস্ত্রাদিতে সজ্জিত কিন্তু তাহার একটী পদ খঞ্জ। গৃহের কর্ত্তা সভায় প্রবিষ্ট হইলে আমরা সকলে উঠিয়া তাঁহার সম্মান করিলাম, এবং যুবা পুরুষকে বসিতে কহিলাম। সে ব্যক্তি বসিতে যায় এই সময় এক জন নাপিতকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিল, ইহাতে গৃহী ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কোথা যাও২ বলিয়া তাহাকে ধরিলেন। যুবা কহিল দোহাই পরমেশ্বরের আমাকে সভায় লইয়া যাইবেন না, তথায় গেলে ঐ পাপিষ্ঠ নাপিতের মুখাবলোকন করিতে হইবেক তাহা আমি পারিব না। তাঁহার এই কথাতে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং বিবেচনা করিলাম যে নাপিত মন্দ লোক হইবে। পরে গৃহী জিজ্ঞাসা করিলেন নাপিতের প্রতি দ্বেষের কারণ কি। যুবক উত্তর করিল এই হতভাগা নাপিতের জন্য আমি খোঁড়া হইয়াছি এবং আমার যে২ বিপদ গিয়াছে তাহা বক্তব্য নয় এই জন্য শপথ করিয়াছি এই নাপিত যে দেশে বাস করিবে আমি সে দেশে থাকিব না, আর এই নাপিতের ভয়ে আমি স্বদেশ বোগদাদ পরিত্যাগ করিয়া এই দূর দেশ মহা তাতার রাজ্যে আসিয়া রহিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম আর ইহার মুখাবলোকন করিতে হইবে না; কিন্তু অকস্মাৎ এখানে দেখিতে হইল, এজন্য আপনাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলাইতেছি। যুবা এই কথা বলিয়াই যায়। গৃহী ব্যস্ত হইয়া বহু বিনতি করিয়া রাখিলেন এবং নরসুন্দর যে তাহার কথায় নতশিরা হইয়াছিল তাহার প্রতি দ্বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা সকলেই ঐ প্রশ্নের পোষকতা করিলাম ইহাতে সেই যুবা সকলের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া সভা মধ্যে নাপিতের দিগে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া এই প্রকারে তদ্বিবরণ কহিতে লাগিলেন।

যুবা বলিলেন, বোগদাদ নগরের মধ্যে আমার পিতা অতি গুণজ্ঞ ও কর্ম্ম দক্ষ ছিলেন এবং অতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে গৌরব জ্ঞান না করিয়া স্বচ্ছন্দতা-

বস্থায় কাল যাপন করিতেন। আমি তাঁহার এক মাত্র সন্তান একারণ বাল্যকালাবধি পিতা আমার বিদ্যাভ্যাসের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে আমি পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অপকর্মে রত না হইয়া জ্ঞান পথে চলিলাম। ঐ সময়ে আমার অনঙ্গ প্রসঙ্গ ছিল না বরঞ্চ স্ত্রী জাতির প্রতি এমত দ্বেষ ছিল যে তাহারদিগের সহিত কখন বাক্যালাপ করিতাম না। এক দিন নগর ভ্রমণ করিতেছি, হঠাৎ দেখিলাম কতক গুলা অবলা আসিতেছে তাহাতে তাহারদিগের সহিত চাক্ষুষ না হয় এজন্য এক গলির মধ্যে যাইয়া এক বাটীর দ্বারে একখান কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিলাম, কিন্তু কি পরমেশ্বরের ইচ্ছা উপর তালায় এক গবাক্ষে একটা টবে কএকটা উত্তম পুষ্পবৃক্ষ ছিল তাহা অবলোকন করিতেছি ইতিমধ্যে এক মনোহারিণী কামিনী ঐ পুষ্প বৃক্ষে জল দিতে আসিল এবং আমার প্রতি দৃষ্টি করত আমার হৃদয়ে কটাক্ষ শর নিক্ষেপ করিয়া মৃদুহাস্যে গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করত তথা হইতে অন্তর হইল। আমি ঐ যুবতীর রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া গবাক্ষ লক্ষ্যে বসিয়া রহিলাম কিন্তু রমণী আর আসিল না, কতকক্ষণ পরে দেখিলাম যে নগরের প্রধান কাজি এক অশ্বতরীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাঁচ ছয় জন দাস সমভিব্যাহারে ঐ বাটীর দ্বারে আসিয়া খচ্চর হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বটীতে প্রবেশ করিলেন তাহাতে অনুমান করিলাম যে কামিনী লক্ষ্যে আমার বক্ষে শল্যপাত হইয়াছে. তিনি ঐ কাজির কুমারী হইবেন, ফলত তাহাই যথার্থ। আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া বাটী গেলাম কিন্তু আমার চিত্ত কামিনীর নিকটেই রহিল আর কামাগ্নি এমন প্রবল হইল যে তাহাতে বিষম জ্বর উপস্থিত হইল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া বাটীর সকলে শঙ্কিত হইলেন এবং আমার রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবাতে আমার জীবনের আশাতে সংশয় জন্মিল। এক প্রাচীনা প্রতিবাসিনী এই পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়া গৃহ হইতে আরং সকলকে

বিদায় দিয়া আমাকে নির্জনে বলিল বাপু তুমি রোগ গোপন করিয়া কেন আপনাকে ক্লেশ দিতেছ, আমি ঐ রোগের কারণ বুঝিয়াছি এবং আমি তোমাকে আরোগ্য করিব কিন্তু বল দেখি কোন ভাগ্যবতী কামিনী তোমাকে কাম পীড়াতে পীড়িত করিয়াছে কি না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি কি উত্তর দেই তদপেক্ষা বদন লক্ষ্যে মৌন ভাবে রহিল; কিন্তু আমি তাহাকে একেবারে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলি আমার এমন অন্তঃকরণ হইল না তাহার কথা শুনিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধা কহিল হে নন্দন তোমার মৌনাবলম্বনে কি অনুমান করিব, আমাকে সে কথা বলিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে কিম্বা আমাকে প্রত্যয় করিবে কি না তাহা মনে২ বিবেচনা করিতেছ, যাহা হউক আমি যে কথা কহিলাম তাহাতে সন্দেহ করিও না আমি তোমার পীড়ার শান্তি করিব। বৃদ্ধা এই প্রকার আর২ অনেক কথা বলিল, আমি শেষে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া কাজির কুমারীকে দেখিয়া যে কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতে ছিলাম তাহা প্রকাশ করিয়া কহিলাম। আর বলিলাম যদি ঐ যুবতীর সঙ্গে আমার অভিলাষ সিদ্ধির কোন উপায় করিয়া দিতে পার তবে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা কহিল বাছা আমি ঐ যুবতীকে জানি সে প্রধান কাজির দহিতা বটে এবং বোগদাদে তাহার তুল্য সুন্দরী আর নাই। কিন্তু সে অতিশয় গর্ব্বিণী এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অতিদষ্কর যদ্যপি অন্য কোন নারী হইত তবে বশীভূত করিয়া এই মুহূর্ত্তে আনিয়া দিতাম, এ নারীকে বশীভূত করা কিছু কঠিন হইবে, তথাপি আমি সাধ্যানুসারে যত্ন করিব। তুমি নিশ্চন্ত থাক। বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া বিদায় হইল। আমি নিশ্চিন্ত থাকিব কি তাহার মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে আরো চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলাম এবং রোগ আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল পর দিন বৃদ্ধা আসিল কিন্তু আমি তাহার অপ্রসন্ন মুখ দর্শনে বুঝিলাম কর্ম্ম সিদ্ধি হয় নাই। বুড়ী কহিল যে ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখেন ইহাতে তা-

হার নিকট গতি বিধি অতি কঠিন, অপর সেই নারী অতি নিষ্ঠুরা এবং তাহার এমন ক্রূর স্বভাব যদি শুনিতে পায় কোন ব্যক্তি তাহার প্রেমে বদ্ধ হইয়াছে তবে আনন্দিতা হয়, সুতরাং তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিতা হইল, পরে অনুগ্রহের কথা যখন উত্থাপন করিলাম তখন আমার প্রতি বিজাতীয় রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল তোমার অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা, আমাকে এমন কথা কহ, এমত আলাপের জন্যে তুমি পুনর্ব্বার নিকটে আসিও না। কিন্তু বুড়ী আমাকে কহিল হতাশ হইও না, যদ্যপি কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পার তবে সকল আশা সফল হইবে, ইহা বলিয়া সে দিবস বিদায় হইল। অপর কয়েক দিন যাতায়াতের পর ঐ প্রাচীনা এক দিবস আসিয়া আমাকে নির্জ্জনে কহিল তোমার কর্ম্ম সিদ্ধি হইয়াছে এখন কি পুরস্কার দিবে বল। আমি কহিলাম অবশ্যই পুরস্কার করিব, কিন্তু কি সম্বাদ আনিয়াছ বল দেখি। বৃদ্ধা কহিল আমি গত কল্য ঐ যুবতীর নিকট গিয়াছিলাম তাহাতে তাহাকে হর্ষান্বিত দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া কপট ক্রন্দন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলাম। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল ওমা তোমাকে কেন বিমর্ষ দেখি। আমি উত্তর করিলাম সুন্দরি সে কথা আর কি বলিব সে দিবস, যে পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম সে তোমার প্রেমে কাল রোগ প্রাপ্ত হইয়া এখন তখন যায়২ হইয়াছে, তোমারই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল, সে দিবস তুমি আমাকে কর্কশ বাক্যে দূর করিয়া দিলে আমি যাইয়া তাহাকে কহিয়াছিলাম তাহাতেই তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়, আহা! তাহার এমন অবস্থায় এখনও যদি তুমি তাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি কর তথাপি তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। এতৎ শ্রবণে যুবতী বিস্মিতমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কি যথার্থ আমারি জন্য ঈদৃশ যন্ত্রণা পাইতেছে। আমি কহিলাম ইহাতে সন্দেহ কি। কামিনী কহিল আমার দৃষ্টি লাভেই কি তাহার সে রোগ

উপশম হইতে পারিবে? আমি উত্তর করিলাম সম্ভব বটে যদি তুমি অনুমতি কর তবে উপায় করাযায়। কাজী তনয়া কহিল তবে তুমি তাহাকে এখানে আনিও, কিন্তু তাহাকে বলিও যে সাক্ষাৎ মাত্র হইবে তদ্ভিন্ন অন্যালাপ হইবেক না পরে যদি আমার পিতার অনুমতি লইয়া আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারিবে। আমি কহিলাম হে গুণবতি তোমার গুণের কথা কি কহিব আমি এই সম্বাদ এখনি গিয়া কহিতেছি। যুবতী কহিল আগামি শুক্রবারে সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিবস নমাজের সময়ে যখন পিতা বাটী হইতে বাহিরে যাইবেন তখন তাহাকে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কহিও, তাহা হইলে আমি দ্বার খোলাইয়া তাহাকে উপরে আনাইব. তৎপরে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু পিতার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিতে হইবেক। কাজি নন্দিনী আরো বলিলেন যে অদ্য মঙ্গলবার শুক্রবারের আর তিন দিবস বিলম্ব আছে ইহার মধ্যে যাহাতে তাহার শরীরের সুস্থতা হয় তাহা কর গিয়া। বৃদ্ধা তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আমার সাক্ষাতে আগমন পূর্ব্বক যখন কহিতে লাগিল তখন তাহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিতেং আমার শরীরে অনেক স্ফূর্ত্তি জন্মিল এবং কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই আমার সকল রোগের উপশম হইল। আমার আত্মীয় বর্গ আমার বিষম পীড়ার হঠাৎ শান্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সে যাহা হউক। শুক্রবার প্রত্যূষে যখন আমি কাজির কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সজ্জা করিতেছি. তখন সেই প্রাচীনা আসিয়া কহিল যে তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি বহু দিবস স্নান হয় নাই অবগাহন করিলে ভাল হয় না। আমি কহিলাম স্নান করিতে অনেক বিলম্ব হইবে তাহাতে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় ক্ষৌর কর্ম্ম করি,. ইহা বলিয়া এক জন নরসুন্দরকে ডাকিতে পাঠাইলাম। তাহাতে ভৃত্যেরা এই হত ভাগাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। এই নাপিতটা আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে নমস্কার করিল পরে জিজ্ঞাসা করিল মহা-

শয় পীড়িত হইয়াছিলেন বটে। আমি উত্তর করিলাম হাঁ রুগ্ন হইয়াছিলাম। ইহাতে বলিল পরমেশ্বর আপনাকে নীরোগ করিয়া রাখুন, সতত যেন তাঁহার অনুগ্রহ আপনার প্রতি থাকে। আমি বলিলাম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা জন্য যথেষ্ট বাধিত হইলাম। নাপিত পুনর্ব্বার কহিল পরমেশ্বর আপনার বাঞ্ছা সিদ্ধি করুন আপনার রোগ মুক্ত হইয়াছে আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা হউক, ক্ষুর বেলকাষ্ঠ প্রভৃতি সকল অস্ত্র আনিয়াছি আপনি কি ক্ষৌরী হইবেন, না, ফস্ত খুলিবেন। আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম এই ক্ষণে শুনিলে যে আমার পীড়ার শেষ হইয়াছে অতএব ক্ষৌর করণ বিনা তোমাকে ডাকাইবার অন্য হেতু কেন অনুমান কর, লও, বিলম্ব করিও না, শীঘ্র কামাইয়া দেও, ঠিক দুই প্রহরের সময় আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। এই কথাতে নাপিত ক্ষুর বাহির করিয়া তীক্ষ্ণ করিতে লাগিল ইহাতে অনেক বিলম্ব হইল। তৎপরে ঝুলি হইতে এক খান উত্তম সূর্য্য দর্পণ লইয়া গম্ভীর ভাবে প্রাঙ্গনের মধ্য স্থলে গিয়া সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল, কতক ক্ষণ পরে ঐ ভাবে আমার নিকট আসিয়া কহিল অদ্য শুক্রবার সফর মাসের অষ্টাদশাহ, মহম্মদের মক্কা যাত্রার ৬৫৩ সাল ও সেকন্দরের ৭৩২০ শন, আর অদ্য মঙ্গল ও বুধ এই দুই গ্রহের সংযোগ আছে অতএব অদ্য ক্ষৌরী হইবার উত্তম দিন বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে মঙ্গল দায়ক নহে, কেননা দেখিলাম যদিও ইহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা নাই তথাপি এমন কোন বিপদ ঘটনার আশঙ্কা আছে যাহাতে যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইতে পারেন অতএব আমি আপনাকে অদ্য ক্ষৌরী হইতে নিষেধ করি, যেহেতু আমার এমত বাসনা নহে যে কোন মতে আপনার অমঙ্গল হয়। নাপিতের এই রূপ কথাতে আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল আমি বলিলাম যে তোমাকে ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য ডাকাইয়াছি, তুমি যদি পার ক্ষৌর আরম্ভ কর, নতুবা চলিয়া যাও, আমি

অন্য নরসুন্দর আনিয়া ক্ষৌরী হইতেছি। নাপিত কহিল মহাশয় কেন ক্রোধ করিতেছেন, অন্য কোন্ নাপিতকে আমার ন্যায় বুদ্ধিমান পাইবেন আপনি জ্ঞাত নহেন আ-মার তুল্য নাপিত বোগদাদ নগরে নাই আপনি নাপিত মাত্র ডাকাইয়াছিলেন কিন্তু আমি কেবল নাপিত নহি, আমি বৈদ্য শাস্ত্র জানি, ও ধাতু পরীক্ষা করিতে পারি আর যে সকল জ্যোতিষ গণনা করি তাহা অব্যর্থ, তদ্ভিন্ন ব্যাকরণাদি বিদ্যায় আমার ব্যুৎপত্তি আছে, ও উত্তম বক্তৃতা শক্তি রাখি এবং ন্যায় দর্শনাদিতে দর্শন আছে, অপর ইতিহাস ও পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের বিবরণ আমার কণ্ঠস্থ, এতদ্ভিন্ন আমার জ্ঞান শাস্ত্রে জ্ঞান আছে আর আমাকে শিল্পাদি স-কল কর্ম্মই আইসে, আহা আপনকার পিতা কি গুণের মনু-ষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম স্মরণে আমার অশ্রু পাত হয় তিনি আমার গুণ জানিয়া ছিলেন এজন্য আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং সকল লোকের নিকট আমার প্রতিষ্ঠা করিতেন, এই কারণে আপনকার যাহাতে মঙ্গল হয় তা-হার তৎপরামর্শ দিতে চাহি, আপনি আমার প্রতি কেন ক্রোধ করেন। নাপিতের এই সকল কথা শুনিয়া যদিও আমার রাগ বৃদ্ধি হইল তথাপি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পরে কহিলাম ওহে নরসুন্দর তুমি অকারণ বাক্য ব্যয় কেন করিতেছ কামাইতে আসিয়াছ কামাইবা কি না বল। নাপিত কহিল আমি অকারণ বাক্য ব্যয় করি ঈদৃশ অসম্মানের কথা বলিলেন! আমি কখন ব্যর্থ বাক্য কহি নে এবং এপ্রকার পরিমিত কথা কহা আমার অভ্যাস যে পৃথিবী শুদ্ধ তাবতে আমাকে মৌনী বলিয়া খ্যাতি দিয়াছেন। আমার আর যে ছয় সহোদর ছিলেন তাহারদিগকে অন-র্থক বক্তা বলিলেও সম্ভব পাইত, আমার ভ্রাতৃ গণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাহার নাম বাকবোক, দ্বিতীয়ের নাম বাক বারা, তৃতীয়ের নাম বাকবাক, চতুর্থের নাম আল কৌজ, পঞ্চমের নাম আলল সকর, ষষ্ঠের নাম স্কাবাক, ইহারা

সকলেই অনর্থক কথা কহিতেন কিন্তু আমি সকলের কনিষ্ঠ আমার কথা বার্ত্তা অতি সংক্ষেপ।

নাপিতের এইপ্রকার অনর্থক বাক্ চাতুরীতে আমার এমত রাগ হইল যে তাহাকে প্রহার করি নাই ইহাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক, যাহা হউক। সংক্ষেপে বলি নাপিত ঐ প্রকার প্রায় এক প্রহর কাল অনর্থক বকিতে থাকিল ইহার মধ্যে কখন২ গান কখন বা নৃত্য করিল আর নৃত্য গীতে নিপুণতা প্রকাশ নিমিত্ত এমনি কিম্ভূত মূর্ত্তি ও বিকট শব্দ করিল যে আমার হাস্য সম্বরণ হইল না। আমি এক২ বার ধমকাইলাম কিন্তু কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। পরে বিনতি করিয়া বলিলাম আমাকে কোন ভদ্র লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন সেখানে যাইতে হইবেক, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দেও, বিলম্ব করিও না। নাপিত কহিল আমি অদ্য কএক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি কিন্তু তাহারদের আহারের কোন আয়োজন করা হয় নাই। আমি কহিলাম তোমার বন্ধুগণের আহারার্থে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য এবং মদিরা দিব তুমি শীঘ্র কামাইয়া দিয়া যাও। নাপিত এই কথায় কৃতজ্ঞতা জানাইতে আরম্ভ করিয়া কতই ভ্রূকুটী করিতে লাগিল তাহাতে বড়ই হেয় জ্ঞান হইল। সে যাহাহউক। নিমন্ত্রণের কথা বলিয়া আর এক বিপদে পড়িলাম। নাপিত কহিল তুমি যথায় যাইবে আমিও তোমার সমভিব্যাহারে যাইব, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে এমন তুষ্ট করিব যে অন্য কাহার দ্বারা তদ্রূপ হইবেক না। আমি মনে২ করিলাম কি রূপে এ পাপটার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন নমাজের কাল আগত প্রায়, এবং গমনের কাল প্রায় উত্তীর্ণ হয়, কি করি, তাহার কথার কোন উত্তর না করিয়া ভাবে জানাইলাম যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। পরে ক্ষৌর সমাপন হইলে আমি তাহাকে বলিলাম যে তোমার বন্ধুগণের নিমিত্তে আহারীয় দ্রব্য দিতেছি ভৃত্যগণকে সঙ্গে করিয়া তাহা অগ্রে বাটীতে রাখিয়া আইস, পরে উভয়ে একত্র নিমন্ত্রণে গমন করিব। এই কথাতে নাপিত

বিদায় হইয়া গেল। আমি ত্বরায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বাহির হইলাম এবং মনে২ কহিলাম এই বার তাহাকে ফাকি দিয়াছি কিন্তু হিংসুক নাপিতবেটা বাটী না যাইয়া পথ হইতে ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল আমি কখন গমন করি অতএব আমি যেমন বাহির হইয়াছি অমনি আমার পশ্চাৎ২ চলিল। আমি কাজির দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎ দিগে চাহিয়া দেখি যে নাপিত পাছে২ গিয়াছে, ইহাতে অন্তঃকরণে কি রূপ উদ্বেগ জন্মিল তাহা আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন।

কাজির বাটীর দ্বার ভেজান মাত্র ছিল, আমি বাটী প্রবেশ করিলেই এক প্রাচীনা দাসী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাকে কাজির কন্যার গৃহে লইয়া গেল, কিন্তু তাহার সঙ্গে সন্দর্শন মাত্র হইয়াছে এমন সময় পথি মধ্যে একটা কলরব উঠিল। কাজি কন্যা গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা নমাজ করিয়া বাটী আসিতেছে আর আমিও ঐ সময়ে দেখিলাম যে নচ্ছার নাপিতবেটা দ্বারে বসিয়া আছে, তখন আমার মনে দুই ভয় জন্মিল প্রথমত এই যে কাজি আসিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ কাল নাপিত রহিয়াছে কি বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের ভয় নারীর কথা দ্বারা দূর হইল, তিনি বলিলেন যে পিতা আমার মন্দিরে প্রায় আইসেন না তবে যদ্যপি আইসেন তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি, তোমাকে এক গোপন পথ দিয়া বাহির করিয়া দিব। কিন্তু নাপিতের জন্য আমি বড়ই শঙ্কিত থাকিলাম। দৈবাৎ সে দিবস কাজির ভৃত্য কোন কুকর্ম্ম করিয়াছিল সে জন্য কাজি বাটী আসিয়া তাহাকে অতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন তাহাতে ভৃত্য অতিশয় চীৎকার শব্দে রোদন করাতে নাপিত এই মনে করিল কাজি আমাকেই প্রহার করিতেছে এই বোধে আপন বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করত ধূলি ধূষরিতাঙ্গ হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক দোহাই পাড়িতে ও প্রতিবাসি সকলকে ডাকিতে লাগিল। প্রতিবাসিগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি

হইয়াছে, তুমি কি জন্যে আমারদিগকে ডাকিতেছিলে। নাপিত কহিল সর্ব্ব নাশ, ইহারা আমার প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া হত্যা করিতেছে, এই কথা উচ্চস্বরে বলিতেং আমার বাটীতে যাইয়া আমার ভৃত্যগণকে লইয়া আসিল, তাহারা বাঁটুল হস্তে উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া কাজির দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যোগ করিল। কাজি কলরব শুনিয়া এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন যে দেখিয়া আইস কিসের গোল উঠিয়াছে। ভৃত্য দ্বারের নিকট আসিয়া গোল দৃষ্টে ভীত হইয়া কাজির সমীপে গিয়া কহিল প্রায় দুই সহস্র লোক একত্র হইয়া কপাট ভাঙ্গিয়া বাটী প্রবেশ করিতে উদ্যত। ইহাতে কাজি স্বয়ং দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বাপু তোমরা কি চাহ। কিন্তু উন্মত্ত ভৃত্যগণ কাজির কোন সম্মান না করিয়া অসম্মান বাক্যে তাহাকে উত্তর করিল ওরে পাপিষ্ঠ কাজি তুই আমাদের প্রভুকে বাটীতে পুরিয়া কি জন্য হত্যা করিতেছিস, আমাদের প্রভু তোর কি করিয়াছেন। কাজি বলিলেন হে বাপু সকল তোমারদের প্রভুকে আমি কি জন্য হত্যা করিব, তিনি কখন আমার মন্দ করেন নাই এবং তাঁহার সঙ্গে আমার কখন পরিচয় নাই। নাপিত বলিল তুই এখনি তাঁহাকে প্রহার করিতেছিলি আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কাজি কহিলেন চক্ষুঃ সত্ত্বে কর্ণের প্রয়োজন কি, গোল কেন করিতেছ, যদি মনে সন্দেহ হয় দ্বার মুক্ত আছে প্রবেশ করিয়া দেখ। ইহাতে নাপিত ও তৎসঙ্গিগণ ব্যস্ত হইয়া বাটীর ভিতরে যাইয়া আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি যখন উপর হইতে তাহাদিগকে বাটী প্রবেশ করিতে দেখিলাম তখন চেষ্টা করিলাম কোন স্থানে গোপন ভাবে থাকি, কিন্তু তাহার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া একটা খালি সিন্দুক ছিল তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকিলাম। নাপিত বেটা সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে আসিয়া সিন্দুকের ডালা খুলিয়া আমাকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইয়া সিন্দুক সহিত আমাকে মস্তকোপরি লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রাঙ্গন পার হই- য়া একেবারে গলির মধ্যে গিয়া দৌড়িতে লাগিল, এই প্রকারে

ধাবমান হইলে অকস্মাৎ সিন্দুকের ডাঙ্গা খান খুলিয়া যাও-য়াতে আমি লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলাম, তাহাতে একটি পদ ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তখন সে আঘাতে কে মনোযোগ করে, পলাইতে পারিলে লজ্জা নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া আমি ত্বরায় উঠিয়া পলাইলাম, ইহাতে সর্ব্বল লোক হাসিতে লাগিল, কিন্তু পাপিষ্ঠ নাপিত অমনি সিন্দুক ফেলিয়া আমার পাছে২ দৌড়িল আর এ কথা বলিতে লাগিল দাঁড়াও২ মহাশয় দাঁড়াও এত শীঘ্র যাইবেন না আমি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম কি না যে আমার সঙ্গে ব্যতীত কোথাও যাইওনা, এখন দেখিলে কি হইল। এই প্রকার চীৎকার করিতে২ আমি যেখানে যাই নাপিত বেটা আমার পাছে২ সেই খানে চলিল কোন প্রকারে ক্ষান্ত হয় না, ইহাতে আমি এক সরাইতে প্রবেশ করিলাম এবং সরাই অধ্যক্ষের সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় থাকাতে তাহাকে বলিলাম ঐ পাগল বেটা যে আসিতেছে তাহাকে বাটীর মধ্যে আসিতে দিও না। সরাইর কর্ত্তা আমার কথা শুনিয়া নাপিতকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিলেন না তাহাতে সে দ্বারে থাকিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে ইহাই পথিক দিগকে আড়-ম্বর করিয়া বলিতে লাগিল। সে যাহা হউক। আমি তা-হার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সরাই অধ্যক্ষকে বলিলাম আমার পায়ে চোট লাগিয়াছে যে পর্য্যন্ত আরাম না হই সেই পর্য্যন্ত সরাইতে থাকিবার জন্যে আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দেও, তাহাতে তিনি একটা ঘর ছাড়িয়া দিলেন। তথায় আরোগ্য হইয়া ইহার ভয়ে বোগদাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিলাম, এবং মনে করিয়াছিলাম এই দূর দেশে ঐ নাপিত বেটার মুখ আর অবলোকন করিতে হইবে না, কিন্তু এখানেও দেখি যে সেই নরা-ধম বসিয়া আছে এজন্যে এখান হইতে যাইতেছি ইহাতে আপ-নারা আশ্চর্য্য হইবেন না, ফলত যে ব্যক্তির জন্যে আমি খঞ্জ হইয়াছি, ও যাহার ভয়ে ধন সম্পত্তি আত্মীয় বন্ধু ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এত দূরে পলাইয়া আসিয়াছি তাহাকে দেখিলে মনে কেমন সন্তাপ হয় আপনারাই বিবেচনা

করিতে পারেন, অতএব আমি তাহাকে দেখিতে চাহি না, এই কথা বলিয়া যুবা তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দরজি বলিল ঐ যুবা গমন করিলে আমরা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নাপিতকে বলিলাম যাহা শ্রুত হইলাম যদ্যপি সত্য হয় তবে তুমি নিন্দার ভাজন বট। নাপিত কহিল আমার সম্পূর্ণ মানস ছিল যে ঐ ব্যক্তির উপকার করি, কিন্তু কৃতঘ্ন লোকের উপকার করিলে শেষে এই ফল হয়। ঐ যুবা কহিয়া গেল যে আমি অনর্থক বাদী, ইহা অতি আরোপিত কথা, আমরা সাত সহোদর ছিলাম তন্মধ্যে আমিই বুদ্ধিজীবী, ইহার প্রমাণার্থ আত্ম ও আত্ম ভ্রাতৃবর্গের বৃত্তান্ত বলিতেছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

নরসুন্দরের বিবরণ।

মানুষ্টনসরবিনা নামক রাজার রাজ্য শাসন কালে বোগদাদ নগরী মধ্যে দশ জন দস্যু অতিশয় উপদ্রব করিত, তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইয়াছিল, এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা সৈন্যাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন যে দস্যুগণকে ত্বরায় ধৃত করিয়া আনয়ন কর নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড করিব। সেনাপতি রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত দস্যু ধরিবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিগে চর প্রেরণ করিলেন, তাহারা অনেক কৌশলে দস্যু ধৃত করিল। বইরামের ভোজের দিবস যখন তাহারা দস্যুদিগকে লইয়া টিগ্রিস নদীতে নৌকারোহণ করে তখন আমি ঐ স্রোতস্বতী তীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দস্যু রক্ষক পদাতিকগণকে দেখিলেই ঐ দশ ব্যক্তিকে দস্যু বোধ হইত, কিন্তু আমি বিবেচনা না করিয়া তাহারদিগের উত্তম পরিচ্ছদ দৃষ্টে মনে করিলাম ইহারা ভদ্র লোক হইবেন, পর্ব্বের দিবস নৌকারোহণ করিয়া আমোদ করিতে যাইতেছেন আমি ইহা দৃঢ় বুঝিয়া কোন কথা না বলিয়া তাহারদিগের সঙ্গে নৌকারোহণ করিলাম, আমার অভিপ্রায় হইল যে তাহারদের সঙ্গে সে দিবস সুখে যাপন হইবে। কিন্তু নৌকা খুলিয়া নদী দিয়া রাজবাটীর

সম্মুখে আসিলে পদাতিকেরা পূর্ব্বোক্ত দশ জনকে ও আমাকে বন্ধন করিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। বন্ধন কালে আমি কোন কথা বলিলাম না, কেননা চোরের সঙ্গে আছি সাধু বলিলে কে বিশ্বাস করিবে। অনন্তর রাজার সভাতে আমারদিগকে উপস্থিত করিলে রাজা আজ্ঞা করিলেন এইক্ষণে দস্যুগণের মুণ্ড চ্ছেদন কর। তদনুসারে ঘাতুক পুরুষ আমারদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইল, দৈবাৎ আমি শ্রেণির শেষে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহাতে দশ জনের শিরশ্ছেদ হইলে ঘাতুক পুরুষ আমার নিকট আসিয়া শ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল; রাজা তদ্দৃষ্টে ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন ওরে জাল্লাদ তোকে দশ জনের মুণ্ড চ্ছেদ করিতে বলিলাম, তুই নয় জনের মাথা কাটিয়া কেন দাঁড়াইলি। জাল্লাদ কহিল ধর্ম্মাবতার আমি দশ জনের মুণ্ড চ্ছেদন করিয়াছি, আপনি গণিয়া দেখুন, দশটা শব হস্ত পদ সহ ভূমিতে পড়িয়া আছে; রাজা দেখিলেন যে যথার্থ দশটা মনুষ্য পড়িয়া আছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে বৃদ্ধ তোমাকে ভদ্রের ন্যায় দেখিতেছি, তুমি চোরের মধ্যে কি প্রকারে গিয়াছিলে? আমি উত্তর করিলাম ধরণীপতি আমি ইহারদিগকে দস্যু বলিয়া পূর্ব্বে জানিতাম না, অদ্য প্রাতে উহারা তরি আরোহণ করাতে বিবেচনা করিলাম যে মহা পর্ব্বের দিন আমোদ করিতে নৌকারোহী হইতেছে এই বিবেচনায় তাহারদের নৌকাতে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহাতে সঙ্গ দোষে বদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবং আমি যে সে-পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া মৌনী ছিলাম তাহাতে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। আমি কহিলাম মহারাজ বিস্তর কথা কহা আমার অভ্যাস নহে, আমার যে ছয় সহোদর আছেন তাঁহারদের মধ্যে আমি এই গুণে অধিক বিখ্যাত, এই জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সকলে আমাকে মৌনী খ্যাতি দিয়াছেন। রাজা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিলেন তুমি এই খ্যাতির উপযুক্ত পাত্র বট, কিন্তু

তোমার সহোদরেরা কি প্রকার মনুষ্য বল দেখি, তাহারা কি সকলে তোমার ন্যায় পরিমিত ভাষী নহে। আমি কহিলাম মহারাজ তাঁহারা আমার ন্যায় স্বল্প ভাষী নহেন, তাঁহারা অনেক অনর্থক বকিয়া থাকেন এবং আমার শরীরে ও তাহার-দের শরীরে অনেক প্রভেদ আছে। আমার অগ্রজ সহোদর কুব্জ, দ্বিতীয় সোদর অদন্ত, তৃতীয় এক চক্ষু অন্ধ, চতুর্থ জন্মান্ধ, পঞ্চমের কর্ণ কাটা, এবং ষষ্ঠের খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠাধর, মহারাজের নিকটে যদি তাহারদের এক এক জনের কাহিনী বলি তবে তাহারদিগের চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ হয়। ঐ সকল কাহিনী শুনিতে রাজার অনিচ্ছা ছিল না আমি ইহা বুঝিয়া সহোদরগণের কাহিনী এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নাপিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ।

আমি বলিলাম মহারাজ আমার অগ্রজ সহোদর কুব্জ, তাঁ-হার নাম বাক বৌক, তিনি দরজির ব্যবসায় করিতেন। প্রথম কর্ম্ম শিক্ষার পর তিনি একখানি দোকান করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্ম কার্য্য এমত অধিক ছিল না যে তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হয়। অগ্রজের কর্ম্মালয়ের সম্মুখে ময়দা প্রস্তুত করিবার এক কল ছিল তদধ্যক্ষ অতিশয় ধনবান এবং তাহার পরম সুন্দরী এক স্ত্রী ছিল। এক দিবস ভ্রাতা দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছেন ইতিমধ্যে যন্ত্রাধ্যক্ষের ভার্য্যা গবাক্ষদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, ভায়া হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একেবারে চঞ্চল চিত্ত হইলেন কিন্তু যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা তাহাকে না দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল আর তথায় আসিল না। অভাগা দরজি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস সেই গবাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রহিল. পরদিনও পুনর্দর্শন হইল না তৃতীয় দিবস যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা গবাক্ষের নিকট আসিয়া ভায়ার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিল। ভায়া বারম্বার তাহার প্রতি দৃষ্টি করাতে নারী তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিল, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাহাকে লইয়া কৌতুক করে এই অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিল, ভায়াও কামভাবে হাস্য করিতে লাগি-

লেন। পরে কলাধ্যক্ষের ভার্য্যা তথা হইতে যাইয়া আপনার এক প্রস্থ পোশাক ও এক থান সুন্দর বস্ত্র জরির বুটাদার এক রুমালে জড়াইয়া এক নবীনা পরিচারিণীর দ্বারা দরজির নিকটে পাঠাইয়া দিল। দাসী তদ্বস্ত্র ও পোষাকের নমুনা দরজিকে দিয়া বলিল যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এই আদর্শের ন্যায় এক প্রস্থ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণের প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি যদি এই পোশাক সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পার তবে তিনি সর্ব্বদা তোমাকে কর্ম্ম কার্য্য দিবেন, তাহাতে তোমার অনেক লভ্য হইবেক। এই কথাতে ভায়া বিবেচনা করিলেন যে তাহার প্রতি কলাধ্যক্ষের বনিতার অনুরাগ হইয়া থাকিবেক, ইহা ভাবিয়া দাসীকে বলিলেন আমি সকল কর্ম্ম রাখিয়া এই কর্ম্মে লাগিলাম, কল্য প্রাতে পোশাক প্রস্তুত হইবে তুমি আসিয়া লইয়া যাইও। পরে ভ্রাতা সমস্ত রাত্রি শ্রম করিয়া পোশাক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। প্রত্যুষে দাসী আসিলে ঐ বস্ত্র উত্তম রূপে ভাঁজ করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। দাসী তাহা লইয়া গেল, কিন্তু যাইতেং পুনর্ব্বার আসিয়া দরজিকে বলিল যে একটা কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গত রাত্রিতে তুমি কেমন ছিলে, তিনি সমস্ত নিশি নিদ্রা যান নাই। দরজি কহিল তোমার ঠাকুরাণী কেবল কল্য রাত্রি নিদ্রা যান নাই আমি গত চারি রাত্রির মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করি নাই, এ কথা তাঁহাকে অবশ্যং গিয়া বলিও। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ দাসী আর এক থান সাটীন বস্ত্র আনিয়া দরজির হস্তে দিয়া বলিল তুমি যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ তাহা ঠাকুরাণীর অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে কিন্তু ঐ পোশাকের ভিতরে পরিবার কামিজ নাই তজ্জন্য এই সাটিন পাঠাইয়া দিলেন আর বলিলেন যে শীঘ্র একটা কামিজ প্রস্তুত করিয়া দেও। ভায়া কহিলেন আমি ইহা এখনি বানাইতে আরম্ভ করিতেছি এবং দোকান বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিব তুমি আসিয়া লইয়া যাইও। অনন্তর অনেক শ্রম করিয়া ঐ কামিজ প্রস্তুত করিলে দিবাবসানে দাসী তাহা লইতে আসিল,

কিন্তু তাহার পরিশ্রমের পারিতোষিক অথবা পোশাকের ও মগজি কাপড়ের জন্য ভায়া যে ঋণ গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহার কড়ি পাতি কিছুই আনিল না। ভায়া বেগার খাটিয়া রাত্রে পুনর্ব্বার কর্জ্জ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলেন। পর দিবস দরজি দোকানে আসিলে ঐ দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল তুমি যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলে ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে তাহা দেখাইয়া তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে কর্ত্তা মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ডাকিতে বলিলেন, তাঁহার কর্ম্ম ও তোমাকে করিতে হইবে। এই কথায় ভ্রাতা ভ্রান্তি প্রযুক্ত কলাধ্যক্ষের নিকটে গেলেন। কলাধ্যক্ষ ভায়ার সহিত শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে এক থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন ইহাতে কুড়িটা কামিজ প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহা করিয়া যে বস্ত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা ফিরাইয়া দিও। এই কামিজ প্রস্তুত করণে ভায়ার পাঁচ ছয় দিবস পরিশ্রম হইল তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলে কলাধ্যক্ষ আর এক থান বস্ত্র দিয়া বলিলেন যে ইহাতে কুড়িটা পায়জামা চাহি তাহা প্রস্তুত হইলে পর কলাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার শ্রমের পারিতোষিক কি দিব। ভায়া বলিলেন কুড়িটী মুদ্রা পাইলে আমি সন্তুষ্ট হই। কলাধ্যক্ষ তখনি দাসীকে ডাকিয়া টাকা তৌল করিবার নিক্তি আনয়ন করিতে বলিলেন, কিন্তু দাসী পূর্ব্বে শিক্ষিতা হইয়াছিল সে দর্জির প্রতি ক্রোধ দৃষ্টে বলিল যে একেবারে এত টাকাতে তোমার কি প্রয়োজন আছে, সকল টাকা একবারে লইয়া উড়াইয়া দিবে, টাকা এখানে থাকিলে কি জলে পড়িবে, কর্ত্তার স্থানে জমা থাকুক। ভায়া এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি টাকাও লইলেন না অথচ টাকার এমন প্রয়োজন যে সেলাই করিবার সূতার জন্য অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হয়। এই রূপে রুক্ষ হস্তে কলাধ্যক্ষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া ভ্রাতা জঠর জ্বালা নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া আমার সমীপে আসিলেন। আমি কয়েকটী পয়শা দিলাম তাহাতে কয়েক দিবস আহারাদি চলিল।

কিন্তু কলাধ্যক্ষের বনিতা ভ্রাতাকে এই প্রকার বঞ্চনা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না ভ্রাতা তাহার সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এই অপরাধের জন্য সে আপন স্বামিকে বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রতি ফল দিল, তদ্বিবরণ এই।

কলাধ্যক্ষ এক দিবস ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যদৃচ্ছিক রূপে আহারাদি করাইয়া তাহাকে বলিলেন ওহে ভাই রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন কোথায় যাইবে, অদ্য এই খানে থাক। ইহা বলিয়া কল ঘরে একটা সামান্য শয্যাতে শয়ন করিতে দিয়া আপনি স্বীয় শয়নাগারে পরম রঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করিলেন। কতক রাত্রি গতে উঠিয়া ভায়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন ওহে ভাই তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ, অদ্য আমার বলদটা পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু কল্য অনেক ময়দা চাই, অদ্য রাত্রে তাহা প্রস্তুত না করিলে নয়, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যদি কলটা ঘুরাও তবে বড়ই বাধ্য হই। ভ্রাতা বলিলেন তাহার বাধা কি, কিন্তু কি রূপে কল ফিরাইতে হয় আমি তাহা জানি না, আমাকে দেখাইয়া দেউন, ঘুরাইতেছি। পরে কলাধ্যক্ষ বলদকে যে প্রকারে বন্ধন করিতেন সেই প্রকারে তাহার কটি দেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠে দুই চারি বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন টান ভাই, টান২। দরজি কহিলেন মহাশয় প্রহার কেন করিতেছেন। কলাধ্যক্ষ উত্তর করিল বলদের পৃষ্ঠে বাড়ি না পড়িলে শীঘ্র চলে না এজন্য মারিতেছি। ইহাতে দরজি অত্যন্ত চমৎকৃত হইল কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, পরে পাঁচ ছয় পাক ঘুরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল আর টানিবার শক্তি নাই। তাহাতে কলাধ্যক্ষ আর দশ বারো ঘা চাবুক মারিলেন ও বলিলেন সাবাশ ভাই সাবাশ, বল করিয়া টান, থামিও না, থামিলে কল নষ্ট হইবে। এই প্রকারে কলাধ্যক্ষ সমস্ত রাত্রি ভ্রাতাকে কল টানাইলেন, প্রভাতে সেই প্রকার কলে বদ্ধ রাখিয়া আপন বনিতার নিকটে গেলেন। ভ্রাতা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তদবস্থায় রহিলেন। পরে সেই দাসী আসিয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া

বলিল হায়২ কর্ত্তা মহাশয় কি নিষ্ঠুর, তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী কি পর্য্যন্ত বিলাপ করিতেছেন তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, ফলতঃ তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। দুর্ভাগা দরজি সমস্ত রাত্রি শ্রমে ও প্রহারে কাতর হইয়াছিল কোন উত্তর না করিয়া ধীরে২ আপন বাটীতে গেল আর শপথ করিল যে কখন কলাধ্যক্ষের বনিতার নামটীও করিব না।

নর সুন্দর কহিল এই গল্প শুনিয়া রাজা সহাস্য বদনে আমাকে বলিলেন ভাল ভদ্রে তুমি এইক্ষণে বিদায় হও, তোমার পুরস্কারের আজ্ঞা করিয়াছি। আমি বলিলাম হে নরেন্দ্র আমার অন্য সহোদর দিগের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণাজ্ঞা হউক তৎপরে বিদায় হইব। রাজা ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া মৌন থাকিলেন তাহাতে সম্মতি বোধ করিয়া আমি কহিতে লাগিলাম।

নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভ্রাতার বিবরণ।

আমার দ্বিতীয় সহোদর দন্তহীন ছিলেন। এক দিবস তিনি একটা গলি দিয়া যাইতে ছিলেন হঠাৎ এক প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাকে বলিল ওহে পথিক তুমি এক বার দাঁড়াও আমি তোমাকে কোন বিশেষ কথা বলিব। ভ্রাতা দাঁড়াইয়া কহিলেন কি কথা বলিবে বল। বৃদ্ধা বলিল তুমি আমার সঙ্গে আইস আমি তোমাকে এক দিব্য অট্টালিকাতে লইয়া যাইতেছি তথায় এক রমণী আছেন, তাঁহার রূপ লাবণ্যের কথা কি কহিব। রূপের আভা প্রভাকরের প্রভাপেক্ষা দেদীপ্যমান, তিনি তোমাকে পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, এবং নিশ্চয় কহিতে পারি তুমিও তাঁহার সহিত আহার পানে ও আলাপে পরিতুষ্ট হইবে। মধ্যম সোদর বলিলেন তুমি যাহা বলিলে তাহা কি সত্য। প্রাচীনা উত্তর করিল, মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি, কিন্তু তোমাকে অগ্রে বলিয়া রাখিতেছি ঠাকুরাণীর সম্মুখে বিস্তর কথা কহিও না, এবং তিনি যাহা বলেন তাহা তৎক্ষণাৎ করিও, ইহাতে যেন অন্যথা না হয়। মধ্যম তদনুরূপ আচরণে অঙ্গীকৃত হইয়া

প্রাচীনার পশ্চাৎ২ চলিলেন। কতক দূর যাইয়া এক সুন্দর অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন । ঐ দ্বারে অনেক দৌবারিক প্রহরী ছিল তাহারা অগ্রে আটক করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বৃদ্ধার কথাতে দ্বার ছাড়িয়া দিল। প্রাচীনা বাটীর ভিতর যাইতে২ ভায়াকে কহিল. দেখিও, তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা যেন স্মরণে থাকে, ঠাকুরাণী সুশীলতা ও নম্র স্বভাবের অতিশয় বশীভূতা যদি এই গুণে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পার তবে যাহা বাঞ্ছা করিবে তাহা সিদ্ধ হইবে অতএব পুনর্ব্বার সাবধান করিয়া দিলাম। ভায়া বড়ীর পরামর্শ শুনিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন আর বলিলেন অন্যথা হইবেক না।

অনন্তর বৃদ্ধা বাটীর ভিতর একটা সুন্দর গৃহে ভ্রাতাকে বসাইয়া আপন ঠাকুরাণীকে সম্বাদ কহিতে গেল। ভ্রাতার জন্মাবধি কখন তদ্রূপ সুন্দর অট্টালিকাতে পদার্পণ হয় নাই, ঘরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া এক দৃষ্টে২ দৃষ্টি করত মনে২ সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া থাকিলেন। ক্ষণেককাল পরে কয়েক বন্দিনী পরম লাবণ্যবতী এক কামিনীকে বেষ্টন করিয়া অতিশয় হাস্য করিতে২ তথায় আনিল। ভ্রাতা আশা করিয়াছিলেন যে যুবতীর সঙ্গে নির্জ্জনে বাক্যালাপ হইবেক কিন্তু তৎকালে এই জনতা দেখিয়া বিপরীত বোধ করিতে লাগিলেন। বন্দিনীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া হাস্য সম্বরণ করিল। যুবতী বিচিত্রাসনে উপবিষ্টা হইলে ভ্রাতা উঠিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। যুবতী আপন আসনের এক পার্শ্বে ভ্রাতাকে বসাইয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিল যে, তোমাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, আমার এই বাসনা যে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। ভ্রাতা বলিলেন আমার বাসনা এই যে আপনার সংসর্গে বাস করি, ইহার অধিক আর কোন আশা করি না। নারী কহিল তুমি রসিক পুরুষ বট, এবং তোমার বাক্যের আভাসে বোধ হইতেছে যে তোমার সঙ্গে আমরা সুখে কাল হরণ করিতে পারিব। ইহা বলিয়া তখনি আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী আনাইয়া ভ্রাতাকে উত্তমরূপে ভোজন

পান করাইল। তদনন্তর বাদ্য যন্ত্রাদি আনাইয়া সখীগণকে সঙ্গীত করিতে ইঙ্গিত করিল। সখীগণ উত্তমরূপে গান বাদ্য করিল। তৎপরে নৃত্যারম্ভ হইল এবং যুবতীও কৌতুক পূর্ব্বক তাহারদিগের সঙ্গে নৃত্য করিল। নৃত্য সমাপনানন্তর যুবতী ভ্রাতাকে সেইরূপ পার্শ্বে বসাইয়া তাহার সঙ্গে পরিহাস আরম্ভ করিল। পরে ক্রমেং চিমটি চড় চাপড় হইতেং রমণী হঠাৎ ভ্রাতার কর্ণ মূলে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল তাহাতে ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যুবতী একবার আলিঙ্গন করাতেই ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর গোলাব ও চন্দনের দ্বারা ভ্রাতার অঙ্গ সৌরভ করিতে সকলে নিযুক্ত হইল, তাহাতে ভায়া আনন্দে অজ্ঞান প্রায় হইলেন। পরে ঐরূপবতী এক জন বন্দিনীকে ডাকিয়া সঙ্কেত করিল যে ইহাকে লইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া শীঘ্র আইস। ঐ বন্দিনীর সহিত বৃদ্ধাও আসিল তাহাতে ভ্রাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গো আমাকে লইয়া গিয়া কি করিবে। বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল তোমাকে স্ত্রী বেশে কেমন দেখায় ঠাকুরাণী তাহা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন অতএব এই দাসীর প্রতি আদেশ হইয়াছে যে তোমার গোঁপ কামাইয়া ভ্রূতে রঙ্গ দিয়া স্ত্রী বেশধারী করিয়া এই খানে আনিবে। ভায়া কহিলেন আমার ভ্রূতে রঙ্গ দিতে চাহে দেউক, ক্ষতি নাই, তাহা ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে কিন্তু গোঁপ কামান হইবেক না। প্রাচীনা কহিল ইহাতে কোন আপত্তি করিও না, ঠাকুরাণী তোমার প্রতি তুষ্টা হইয়াছেন এবং তোমার কামনা সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই, একটা তুচ্ছ গোঁপের নিমিত্ত কেন তাবৎ সুখ নষ্ট করিবে, গোঁপ কাটাতে সুখের কি হানি হইবেক। ভ্রাতা একথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। বন্দিনী তাঁহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া ভ্রূতে নীল রঙ্গ দিয়া গোঁপ কামাইয়া দিল, এবং দাড়িও কাটিতে উদ্যত হইল। তখন ভায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন ইহা কদাচ হইবেক না। বন্দিনী বলিল দাড়ি না ফেলিলে গোঁপ কাটা ব্যর্থ, কেননা দাড়ি থাকিতে স্ত্রী

মূর্ত্তি হইবেক না। বড়ীও এ সময়ে বলিল ইহা না করিলে কামিনীর কামনায় বঞ্চিত হইবে। সুতরাং ভায়া দাড়ি কাটিতে দিলেন। পরে রমণীবেশে ভায়াকে সভায় আনিলে কামিনী তাহাকে দেখিয়া হাসিতেং ধরাবলুণ্ঠিতা হইল এবং সখীরাও হাসিতে হাসিতে কে কাহার গায়ে পড়িতে লাগিল। ইহাতে ভায়া অভব্য হইয়া রহিলেন। পরে কামিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাসিতেং তাহাকে বলিল যে তুমি আমাকে সর্ব্বমতে তুষ্ট করিয়াছ ইহাতে যদি তোমাকে ভাল না বাসি তবে আমি অতি অধমের মধ্যে গণনীয়া হইব, কিন্তু আর একটা কর্ম্ম আছে তাহাও তোমাকে করিতে হইবেক, অর্থাৎ আমারদের সঙ্গে তুমি নৃত্য কর। ভায়া তাহা শুনিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। নারীগণ তাহার নৃত্য দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া হাসিতে লাগিল এবং কৌতুকাভাসে কেহ চড় কেহ চাপড় মারিয়া ভ্রাতাকে একেবারে অস্থান করিল। বৃদ্ধা সেই সময়ে আসিয়া ভায়াকে কাণেং বলিল তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে, তুমি এ সব যন্ত্রণার পুরস্কার শীঘ্র পাইবে, কিন্তু আর একটি কর্ম্ম আছে তাহা তোমাকে করিতে হইবে, ঐ কর্ম্ম অতি সামান্য অর্থাৎ ঠাকুরাণীর নিয়ম আছে যাহারদিগের সহিত প্রেমালাপ করেন পানাদির পর তাহারা বিবস্ত্র হইয়া কেবল এক কামিজ মাত্র অঙ্গে রাখিয়া তাঁহার নিকটে যায় ঠাকুরাণী কৌতুকভাবে তাহারদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ঘর বারান্দায় দৌড়িয়া বেড়ান, যে পর্য্যন্ত তাহারা ধরিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ধরা দেন না, ধরিলেই কামনা সিদ্ধি হয়, অতএব তুমি আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র বস্ত্র ত্যাগ কর। নির্ব্বোধ ভ্রাতা যখন গোঁপ দাড়ি মুণ্ডন করিতে পারিলেন তখন এ কর্ম্ম করিবেন আশ্চর্য্য কি, তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র হইয়া কেবল কামিজটা অঙ্গে রাখিলেন। যুবতীও তাবৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করি-য়া কেবল পাজামা ও কাঁচুলি মাত্র অঙ্গে রাখিল। তৎপরে বিং-শতি হস্ত অগ্রে হইতে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ভায়া সাধ্যানুসা-রে তাহার পশ্চাৎ যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ধরিতে পারি-

লেন না এই রূপে ক্রমে তিনবার বারান্দার মধ্যে ঘুরাইয়া রমণী একটা অন্ধকার শুঁড়ি পথ দিয়া আর এক ঘরে গেল। ভায়া অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া ধীরে২ চলিতে লাগিলেন কিয়দ্দূরে গিয়া একটা আলো দেখিয়া যেমন বাহির হইয়া পড়িলেন তেমনি পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ হইল। পরে দেখিলেন যে চর্ম্মকারেরা যে গলিতে বাস করে সেই গলিতে আসিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে কি পর্য্যন্ত ভগ্নাশ হইলেন তাহা কথ্য নহে। চর্ম্মকারেরাও ভায়ার ঐ বেশ অর্থাৎ কেবল কামিজ পরিধান ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত ও ভ্রূ চিত্রিত দেখিয়া উন্মত্ত বোধে কর তালি দিতে২ হো২ করিয়া তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িল এবং কেহ২ চর্ম্মাঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু ঐ স্থানে একটা গর্দ্দভ চরিতেছিল তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরের প্রত্যেক বর্ম্মে ভ্রমণ করাইয়া যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিল। অনন্তর তাহার দুর্দ্দশার শেষ কি হইল তাহা শ্রবণ করুন। চর্ম্মকারেরা ঐ প্রকারে কোলাহল করিয়া শহর কোতোয়ালের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছে, ইত্যবসরে সে কলরব শুনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চর্ম্মকারেরা বলিল যে প্রধান মন্ত্রির অন্তঃপুরের খিড়কির পশ্চাৎ যে গলি আছে তথায় ইহাকে এতদবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহাতে শহর কোতোয়াল আজ্ঞা দিলেন যে তাহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দেও আর যেন নগরে কদাচ পদার্পণ না করে।

নাপিত কহিল হে মেদিনীপতি, আমারদিগের নগরে ভাগ্যবন্ত দিগের স্ত্রীগণ যুবা পুরুষদিগকে বাটীতে আনিয়া এই প্রকার দুর্দ্দশা করেন ইহা না জানাতে আমার দ্বিতীয় সহোদর ঐ রূপ ক্লেশ পাইয়াছিলেন।

নরসুন্দরের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ।

মহারাজ আমার তৃতীয় সহোদরের নাম বাকবৌক, তিনি জন্মান্ধ এবং তাহার এমন দুরবস্থা ছিল যে দ্বারে২ ভিক্ষা করিয়া উদরান্ন করিতেন। অপর তাঁহার এই স্বভাব ছিল যে ভিক্ষার্থ

যাইয়া দাস্তাগণের দ্বারাঘাত করিতেন কিন্তু দ্বার মুক্ত না করিয়া বাটীর ভিতর হইতে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন না। এক দিবস এক ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারাঘাত করিতেছেন ইহাতে গৃহী বাটীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিল কে দ্বার ঠেলিতেছে। ভ্রাতা উত্তর না করিয়া অবিশ্রান্ত দ্বারাঘাত করিতে থাকিলেন। গৃহস্থ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, কে দ্বারাঘাত করে। তাহাতেও ভ্রাতা উত্তর দিলেন না। পরে বাটীর কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া উপর হইতে নীচে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ। বাকবৌক ভ্রাতা বলিলেন আমি ভিক্ষুক, ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আসিয়াছি। গৃহাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল ওহে ভিক্ষুক, তুমি কি অন্ধ। বাকবৌক উত্তর করিল হাঁ মহাশয় আমার দুঃখের কথা কি কহিব পরমেশ্বর আমাকে জন্মান্ধ করিয়াছেন। গৃহস্থ বলিল তবে তুমি আমার হস্ত ধরিয়া আইস ইহা বলিয়া কর প্রসারণ করিল, তাহাতে বাকবৌক তাহাঁর করধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ২ চলিল, এবং মনে২ ভাবিল অবশ্য কিছু পাইব, কিন্তু গৃহী তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া তথায় হস্ত ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাহ। অন্ধ বলিল মহাশয়কে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে আমি ভিক্ষুক কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি। গৃহপতি বলিল হে অন্ধ আমার দ্বারা তোমার আর কি হইবে, আমি পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তোমার দিব্য চক্ষু হউক। বাকবৌক বলিল এই কথা দ্বার হইতে বলিয়া বিদায় করিলে ভাল ছিল, উপরে আনিয়া আমাকে কেন অনর্থক ক্লেশ দিলেন। গৃহাধ্যক্ষ সকোপে কহিল ওরে পাপিষ্ঠ আমি উপর হইতে নীচে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম তাহাতে আমার ক্লেশ হইল না তোর উপরে আসাতে ব্যামোহ বোধ হইল। ভ্রাতা কহিল যদি কিছু দিবেন না তবে উপরে আনিয়া কি ফল। বাটীর কর্ত্তা বলিল আর অধিক কথা বলিস না এখান হইতে প্রস্থান কর। অন্ধ বলিল আমার যেমন কর্ম্ম তেমন প্রতি ফল হইল, এখন আমাকে উপর হইতে নীচে নামাইয়া দেউন আমি যাইতেছি। গৃহের

কর্ত্তা বলিল নীচে নামিবার সোপান রহিয়াছে আপনি নামিয়া যাও। ভ্রাতা কি করেন সিঁড়ি ধরিয়া নামিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু হঠাৎ এক সোপান ত্যাগ করিয়া অন্য সোপানে পদ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে২ নীচে আসিয়া পড়িলেন তাহাতে মস্তক ও পৃষ্ঠ দেশে অতিশয় আঘাত লাগিল। গৃহপতি তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। পরে ভ্রাতা ক্রমে২ উঠিয়া মন্দ্য করিতে২ বাটীর বাহিরে আসিলেন ঐ সময়ে তাহার আর দুইজন অন্ধ সঙ্গী ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিল তাহারা তাহার স্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি হইয়াছে ইহাতে যাহা২ ঘটিয়াছিল ভায়া তাহা সকল সঙ্গি দিগকে বলিলেন যে ভাই অদ্য আমার কিছু মাত্র আহার হয় নাই, অতএব আমাকে বাটীতে লইয়া চল। আমারদিগের একত্রীকৃত যে মুদ্রা আছে তাহাতেই আমরা আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করি গিয়া, এই কথা বলিতে২ গমন করিল। পরন্তু যে ব্যক্তির বাটীতে ভায়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন সে দস্যু এবং স্বভাবত শঠ ও খল, আমার ভ্রাতা ও অন্য দুই জন অন্ধেতে যে সকল কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা সে উপর হইতে শুনিতে পাইয়া ত্বরায় নীচে আসিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ চলিল। অন্ধেরা কতক দূরে যাইয়া একটা বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার বদ্ধ করিবে, দস্যুও সেই সময়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাদের সঙ্গে প্রবেশ করিল অন্ধগণ তাহা জানিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা বাটীর ভিতরে একত্রে বসিলে পর দস্যু নিঃশব্দ হইয়া তাহারদের নিকটে বসিল। অন্ধেরা জানে তথায় আর কেহ নাই, অতএব আপনাদের ধনের বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিল। ভায়া বলিলেন হে ভ্রাতৃগণ আমরা তিন জনে যে ধনোপার্জ্জন করিয়াছি তাহা তোমরা যেমন বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট রাখিতে দিয়াছ আমিও তেমনি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি, বিশ্বাসের ব্যত্যয় হয় নাই, তোমারদের স্মরণ থাকিতে পারে শেষ বার যখন মুদ্রা গণনা করা যায় তখন সর্ব্বসমেত দশ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল, ঐ দশ সহস্র মুদ্রা তোড়া-

তে করিয়া রাখিয়াছি তাহার একটা তোড়াও কখন স্পর্শ করি নাই ইহা বলিয়া হাতড়াইয়া২ কত গুলা জঞ্জালের ভিতর হইতে দশটা টাকার তোড়া একে২ অন্য দুই অন্ধের সম্মুখে আনিয়া বলিল এই দেখ সেই দশ সহস্র মুদ্রা তোড়াবন্দি রহিয়াছে তোমরা হস্তে করিয়া ভার দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ এক২ তোড়াতে পূর্ণ সহস্র মুদ্রা আছে বরঞ্চ যদ্যপি সন্দেহ হয় প্রত্যেক তোড়া খুলিয়া মুদ্রা গণিয়া দেখ। তাহার অন্ধ সঙ্গীদ্বয় বলিল গণিবার আবশ্যক নাই, তোমার কথাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তদনন্তর একটা তোড়া খুলিয়া আমার সহোদর দশটা মুদ্রা বাহির করিয়া লইল এবং অন্য দুই অন্ধও স্ব২ অংশ দশ২ টাকা করিয়া লইল তৎপরে তোড়া গুলিন যে স্থানে ছিল তথায় রাখিলে পর এক জন অন্ধ বলিল অদ্য খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই, আমি ভিক্ষা করিয়া যে সকল সামগ্রী আনিয়াছি তাহাতে তিন জনের যথেষ্ট আহার হইতে পারিবে। ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে রুটি ও পনির ও ফল মূল বাহির করিয়া তিন জনে ভোজন করিতে লাগিল। দস্যু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তন্মধ্যে উত্তম২ খাদ্য তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আহার কালে মুখের শব্দ হইতে লাগিল তাহা কোন প্রকারে বন্ধ হইল না, ঐ শব্দ শুনিয়া আমার সহোদর চীৎকার পূর্ব্বক অন্য দুই অন্ধকে বলিল ভাইগণ আমারদিগের মধ্যে আর কে আসিয়াছে। আর ঐ কথা বলিতে২ বাহু বিস্তার পূর্ব্বক দস্যুকে ধরিয়া চোর২ বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, অন্য দুই অন্ধও তাহার সহায়তা করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল, দস্যু যথা সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিল কিন্তু সেও চোর২ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বাটীর মধ্যে এই গোলযোগ শুনিয়া প্রতিবাসিগণ দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাটীর ভিতরে আসিয়া দেখিলেন যে চারিজনে জড়াজড়ি ও মারামারি করিতেছে, তাহাতে তাহারদিগকে পৃথক২ করিয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ভায়া তখনও দস্যুকে ধরিয়া আছে, বলিল এই যে বেটাকে ধরিয়া আছি এ বেটা

চোর, আমাদের সঙ্গে গোপনভাবে বাটী প্রবেশ করিয়া অনেক কষ্টে আমরা যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। দস্যু ইহার পূর্ব্বে চক্ষু মুক্ত করিয়াছিল, প্রতিবাসিগণ আসিবা মাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধের ন্যায় হইয়া বলিল হে বিশিষ্টগণ এই বেটা বড় মিথ্যা বাদী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমিও ইহারদিগের এক জন সঙ্গী, আমার অংশের ধন বঞ্চনা করিয়া লইবার মানসে ইহারা আমাকে প্রহার করিতেছে তোমরা ইহার বিচার কর। কিন্তু প্রতিবাসীগণ ঐ বিবাদের মধ্যে না গিয়া তাহাদের চারি জনকে বিচারপতির নিকটে লইয়া গেল। দস্যু বিচারালয়ে আনীত হইয়া বিচারকের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধের ন্যায় সেই প্রকার চক্ষুঃ মুদিত করিয়া বলিল হে বিচারপতি আপনি রাজপ্রতিনিধি, কেননা আপনাকে রাজ্যাধিপতি বিচারের ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা বলিতে পারিব না, আমরা চারিজনেই তুল্য পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি যে আমারদিগের কর্ম্ম কাণ্ড কাহার স্থানে প্রকাশ করিব না, তবে যদি কেহ অসহ্য যন্ত্রণা দেয় ও তাহা কোন মতে সহ্য করিতে না পারি তবেই যাহা হউক, অতএব আপনি যদ্যপি আমারদিগের দুষ্কর্ম্মের বিশেষ জানিতে চাহেন তবে আমারদিগকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দেউন, বরঞ্চ আমাকে দিয়াই প্রথম পরীক্ষা হউক। এই কথা শুনিয়া বিচারক তাহাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। দস্যু বিশ ত্রিশ ঘা বেত অনায়াসে সহ্য করিল, তৎপরে যেন আর সহ্য করিতে পারে না এই ভঙ্গি করিয়া প্রথমত এক চক্ষুঃ ও তাহার পর ক্ষণেই আর এক চক্ষুঃ মুক্ত করিয়া দোহাই২ আর মারিও না আর মারিও না এই কথা বলিতে লাগিল। বিচারক দেখিলেন অন্ধ দুই চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে. ইহাতে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন ওরে পাপিষ্ঠ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ভাব কি। দস্যু বলিল ধর্ম্মাবতার যদ্যপি আপনি অঙ্গীকার করেন যে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন এবং তৎপ্রতীতার্থ আপন হস্তের

অঙ্গুরী আমাকে প্রদান করেন তবে আমি আপনকার স্থানে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি। বিচারক অঙ্গীকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দস্যুকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিলেন, তখন দস্যু কহিল মহাশয় আমরা কেহ বাস্তবিক অন্ধ নহি, সকলেরি দিব্য চক্ষু আছে এবং দেখিতে পাই, তবে ছলান্ধ হইয়া বেড়াই, তাহার কারণ এই যে ভদ্র লোক ও কুলকামিনীগণের গৃহে যাইয়া যাহা ইচ্ছা অনায়াসে অপহরণ করিয়া আনিব, এবং এই প্রকারে আমরা দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছি। অদ্য আমি সঙ্গীগণের নিকট আপন অংশের ২৫০০ মুদ্রা চাহিয়াছিলাম, ইহাতে কি জানি তাহারদের সঙ্গ ছাড়িয়া যদি আমি তাহাদের দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দেই তবে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে এই ত্রাসে তাহারা টাকা দিলেক না, এবং পুনঃ২ তাহা চাহাতে তিন জনে পড়িয়া আমার অস্থি চূর্ণ করিয়াছে, প্রতিবাসীগণ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং ইহার সত্য মিথ্যা বলিবেন, অতএব আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আপনার স্থানে সমস্ত নিবেদন করিলাম, আপনি এইক্ষণে আমার যথার্থ প্রাপ্য ২৫০০ টাকা ইহারদের নিকট হইতে দেওয়াইয়া দেউন, পরন্তু আমার সঙ্গীগণ যথার্থ অন্ধ কি না যদ্যপি তাহা জানিতে বাঞ্ছা হয় তবে আমাকে যত বেত্রাঘাত করিলেন তাহারদিগের প্রত্যেককে তাহার ত্রিগুণ প্রহার করিতে আজ্ঞা দেউন, তাহা হইলেই তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিবে।

আমার ভ্রাতা আর তাহার দুই অন্ধ সঙ্গী বিচারককে বিস্তর বুঝাইয়া কহিল যে ঐ ব্যক্তি প্রতারক, কিন্তু বিচারক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রহার আরম্ভ করাইলেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত অন্ধ কি প্রকারে চক্ষুঃ মুক্ত করিবে, বিচারক তাহা বিবেচনা না করিয়া ভাবিলেন যে তাহারা দুষ্টতা প্রযুক্ত চক্ষুঃ খুলিতেছে না, ইহাতে এক২ জনকে প্রায় দুই শত বেত্রাঘাত করাইলেন প্রহার কালে দস্যু তাহারদিগকে বলিতে লাগিল ওরে মূর্খেরা তোরা চক্ষুঃ খোল্ কেন প্রহারিত হইয়া মরিতেছিস্, তাহার পরে বিচার কর্ত্তাকে বলিল মহাশয় ইহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করিয়াছে চক্ষুও প্রকাশ করিবে না তাহার কারণ এই যে লজ্জায় চক্ষু চাহিয়া মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই, অতএব আর প্রহার বিফল। যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন তবে যে স্থানে উক্ত দশ সহস্র মুদ্রা লক্কায়িত আছে তাহা আমি দেখাইয়া দেই। এই কথা শুনিয়া বিচারক তাহার সঙ্গে এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুদ্রা আনীত হইলে বিচার পতি দস্যুকে ২৫০০ মুদ্রা দিয়া অবশিষ্ট মুদ্রা আত্মসাৎ করিলেন, এবং আমার সহোদর ও তাঁহার দুই সঙ্গীকে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন। আমি এই সমচার শুনিয়া গোপনে গিয়া ভ্রাতাকে শহরে আনিয়া রাখিলাম। আমার এই কথা সমাপ্ত হইলে রাজা হাসিয়া পুনর্ব্বার আমার পুরস্কারের অনুজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা না করিয়া আমি চতুর্থ সহোদরের বিবরণ আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার বিবরণ।

আমি কহিলাম মহারাজ আমার চতুর্থ সহোদরের নাম আনফোজ, তাহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল, ঐ চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। আমার এই ভ্রাতা কসাই ছিল, এক দিবস তাহার পণ্যালয়ে শ্বেত শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক প্রাচীন মনুষ্য আসিয়া তাহার স্থানে তিন শের মাংস লইয়া কএকটি উত্তম উজ্জ্বল মুদ্রা দিল, ভায়া ঐ কএকটি টাকা পাইয়া মহানন্দ পূর্ব্বক সিন্দুক মধ্যে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। অনন্তর সেই বৃদ্ধ ক্রমাগত পাঁচ মাস নিত্য২ মাংস লইয়া সেই প্রকার মুদ্রা দিয়া যায়, এবং ভায়াও মুদ্রাগুলিন সেই রূপে স্বতন্ত্র করিয়া সিন্দুকে রাখেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে ভায়া কতক গুলা মেষ ক্রয় করিয়া তন্মূল্য দিবার নিমিত্ত বৃদ্ধের দত্ত টাকা যে সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন তাহা খুলিয়া দেখিলেন যে কতক গুলা পাতা পড়িয়া রহিয়াছে, টাকা নাই, ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন. আর ক্রোধভাবে এই কথা বলিলেন সেই বুড়া বেটা কি আর কখন আসিবে না একবার আসিলে হয় তবে তাহাকে দেখি। এই

কথা বলিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন যে সেই প্রাচীন আসিতেছে। বৃদ্ধকে দর্শন করিবা মাত্র ধাবমান হইয়া তাহার কর ধারণ পূর্ব্বক দোহাই২ এ বেটা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার চীৎকার ধ্বনিতে অনেক লোক একত্র হইল। ভায়া তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। প্রাচীন তৎকালে কোন উত্তর করিল না। ভায়ার কথা সমাপ্ত হইলে সেই বৃদ্ধ বলিল আমাকে ছাড়িয়া দেও, অসম্মান করিও না, আমাকে অপমান করিলে আমিও তোমার অপমান করিব। ভায়া বলিল তুই কি অপমান করিবি আমি তোর কি করিয়াছি। বৃদ্ধ কহিল তবে দেখিবে ইহা বলিয়া পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে বিশিষ্টগণ এই ব্যক্তি মেষ মাংস বলিয়া যে মাংস বিক্রয় করে তাহা মেষ মাংস নহে, নর মাংস, যদ্যপি এ কথায় প্রত্যয় না হয় তবে ইহার দোকানে চল সেখানে দেখিবে একটা মনুষ্য কাটিয়া মেষের ন্যায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

ভ্রাতা সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বে একটা মেষ চ্ছেদন পূর্ব্বক নিশ্চর্ম্ম করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত দোকানে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি পথিক দিগকে কহিলেন এ বেটা সাক্ষাৎ মিথ্যার অবতার, কিন্তু পথিকেরা সন্দিহান হইয়া ভ্রাতাকে লইয়া তাহার বিপণিতে গেল, সেখানে গিয়া দেখিল যে বাস্তবিক একটা মস্তকহীন মনুষ্য ঝুলান রহিয়াছে, তাহার কারণ, ঐ প্রাচীন যাদুকর, যাদু বিদ্যার দ্বারা ঐ মেষকে তৎক্ষণাৎ নরাকার করিয়াছিল। ঐ নরাঙ্গ দৃষ্টে এক জন পথিক ভায়ার কর্ণমূলে মুষ্ট্যাঘাত করিল, ও বৃদ্ধ এমন এক চাপড় মারিল যে তাহাতে ভায়ার একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, আর সকলেই চড় চাপড় কিল মারিতে লাগিল। তৎপরে মনুষ্যাকার শব সহিত তাহাকে কাজির নিকট লইয়া গেল, এবং কাজিকে যে যাহা বলিল তাহা তিনি সকল শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভায়া বৃদ্ধ দত্ত কৃত্রিম মুদ্রার কথা বলাতে কাজি তাহা প্রত্যয় করিলেন না, বরঞ্চ তাহাকেই প্রতারক বিবেচনা করিয়া পাঁচ শত বেত্রা-

ঘাতের আজ্ঞা দিলেন এবং তাহার যথা সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে দেশান্তরিত করিলেন। আনফৌজ এই রূপ দুরবস্থ হইয়া কিছু দিন নগরের প্রান্ত ভাগে থাকিলেন তথায় পৃষ্ঠের ক্ষত সকল ঔষধ দ্বারা শুষ্ক হইলে অন্য এক অপরিচিত নগরে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন, সেখানে বাটী হইতে প্রায় বহির্গত হইতেন না। এক দিন নগর ভ্রমণে যাইয়া হঠাৎ দেখিলেন যে কতক গুলা অশ্বারোহী মনুষ্য তাহার দিগে বেগে আসিতেছে, তাহাতে মনে ভাবিলেন বুঝি আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এই আশঙ্কায় সম্মুখবর্ত্তী একটা বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাঙ্গনে গিয়াছেন এমন সময়ে বাটীর দুই জন ভৃত্য তাহার গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক বলিল পরমেশ্বর ধন্য, তুই বেটা আপনি আসিয়া ধরা দিলি, ইহা বড় মঙ্গলের বিষয়। তোর দৌরাত্ম্যে আমারদের তিন দিবস নিদ্রা হয় নাই। আনফৌজ বলিল হে ভ্রাতৃগণ তোমরা কি বলিতেছ, যাহাকে মনে করিয়া আমাকে ধরিয়াছ আমি সে ব্যক্তি নহি, তোমারদের ভ্রম হইয়াছে। ভৃত্যেরা কহিল হাঁ রে বেটা তাই বটে, তুই আর তোর সঙ্গীবেটারা আমারদের প্রভুর যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কেবল তাঁহাকে ভিক্ষুক করিয়াছিস্ এমত নহে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে মনন করিয়াছিলি, দেখি২ যে অস্ত্র লইয়া তুই কল্য রাত্রে আমারদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছিলি সে অস্ত্র তোর বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত আছে কি না ইহা বলিয়া তাহার বস্ত্র অন্বেষণ করিতে২ এক খান ছুরিকা দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক কহিল ওরে বেটা তুই না কি চোর নয়, ইহা কহিয়া তাহাকে যথোচিত প্রহার করিল। পরে বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে২ তাহার পৃষ্ঠদেশে বেত্রের চিহ্ন দেখিয়া আরো প্রহার আরম্ভ করিল আর বলিল ওরে কুকুর তোর পৃষ্ঠ চোরের পৃষ্ঠের ন্যায়, ইহা দেখিয়া তোরে কে ভদ্র লোক জ্ঞান করিবে।

অনন্তর ঐ দুই ভৃত্য তায়াকে কাজির নিকটে লইয়া গেল। কাজি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন ওরে নরাধম, তুই ইহারদিগের বাটী প্রবেশ করিয়া ছুরিকাঘাতে ইহারদিগকে নষ্ট

করিতে গিয়াছিলি, তোর কি সাহস। আনফৌজ কহিলেন ধর্ম্মাবতার আমি কোনপ্রকার দোষী নহি কিন্তু আমা অপেক্ষা দুর্ভাগা এ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এক জন ভৃত্য কহিল বিচারপতি. যে ব্যক্তি অপরের বাটী প্রবেশ করিয়া লোকের শিরশ্ছেদ করিতে যায় তাহার কথা কি গ্রাহ্য হইতে পারে, যদি আমারদিগের কথায় বিশ্বাস না হয় তবে ইহার পৃষ্ঠ খুলিয়া দেখুন, ইহা বলিয়া পৃষ্ঠের বস্ত্র তুলিয়া দিল, তাহাতে কাজি দেখিলেন যে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রের চিহ্ন আছে, অতএব অন্য প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার স্কন্ধ দ্বয়ে এক শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে একটা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে কহিলেন এবং এক জন পদাতিক তাহার সঙ্গে২ গিয়া এই কথা বলিতে থাকিল যে যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের গৃহে প্রবেশ করে তাহারদিগের এই শাস্তি। এই প্রকার অবস্থা করিয়া ভায়াকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিল। যে সকল লোকেরা তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল তাহারা আমার নিকট এই সম্বাদ কহিবাতে আমি ভায়াকে বোগদাদে আনিয়া গোপনে নিজ বাটীতে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলাম।

নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার বিবরণ।

আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আনলস্কর, তিনি পিতার জীবদ্দশা অবধি অতিশয় অলস ছিলেন, আপন দিনপাতের জন্যেও কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতেন না। এক২ দিন সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা করিয়া যে কিছু পাইতেন পর দিন ঘরে বসিয়া তাহা খাইতেন। আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সাত শত মুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হই। তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবাতে, প্রত্যেক ভ্রাতা এক২ শত টাকা পাইলাম। আনলস্কর জন্মাবধি এক শত টাকা কখন চক্ষে দেখে নাই, তাহাতে ঐ টাকা পাইয়া কি করিবে ইহা ভাবিয়া অস্থির হইল। পরে কাঁচের সামগ্রীর ব্যবসায় করিতে মানস করিয়া এক মহাজনের নিকট গ্লাস

বোতল ইত্যাদি নানা বিধ কাঁচের দ্রব্য ক্রয় করিল। এবং এক খান ক্ষুদ্র দোকান লইয়া ঐ সকল দ্রব্য এক খান চাঙ্গারিতে করিয়া চাঙ্গারি সম্মুখে রাখিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া ক্রেতার অপেক্ষায় থাকিল। আর লভ্যের বিষয় বিবেচনা করত উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অবশ্যই দুই শত টাকা হইবে তাহাতে পুনর্ব্বার এই প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিব এই রূপ পাঁচ সাত বার ক্রয় বিক্রয় করিলে দশ সহস্র মুদ্রা হইতে পারিবেক, তাহা হইলে জওহরের ব্যবসা করিব, আর ভূমি ক্রয় করিব, তাহাতে ক্রমে২ এক লক্ষ টাকা হইবে; আমি লক্ষ পতি হইলে মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিব তখন মন্ত্রী অবশ্য যত্ন পূর্ব্বক বিবাহ দিবেন, তৎপরে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ কারাইয়া বহু মূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিব আর মন্ত্রীও তাহার কন্যাকে যথোচিত বহু মূল্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য যৌতুক দিবেন, কিন্তু বিবাহ হইলে পর আমি মন্ত্রীর কন্যাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিব তাহাতে মন্ত্রী সুতা কৃতাঞ্জলি পুটে আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিবেক, আমি কদাচ তাহাতে বশীভূত হইব না, বরং হেয় জ্ঞান করিয়া দূর করিয়া দিব। ভায়া এই প্রকারে মনে২ যেমন তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতেছিল কর্ম্মেও সেই রূপ হইল অর্থাৎ মন্ত্রী কন্যা যেন সম্মুখে আছে এতদনুমানে তাহাকে যেমন পদাঘাত করিবে তেমনি চাঙ্গারির উপরে আঘাত লাগাতে চাঙ্গারি একেবারে রাস্তাতে গিয়া পড়িল এবং তাবৎ কাঁচের পাত্র চূর্ণ হইয়া গেল।

এক জন দরজি ঐ দোকানের নিকটে বসিয়াছিল সে ভ্রাতার এই মনোবিলসিতের কথা শুনিয়া চাঙ্গারি পড়িবা মাত্র মহা হাস্য পূর্ব্বক বলিল হায় হায় তুমি কি নির্ব্বোধ পুরুষ, কামিনী কোন অপরাধ করে নাই তাহাকে কি এ রূপে পদাঘাত করিতে হয়, আর এমন সুন্দরী ও পরম লাবণ্যবতীর অশ্রু পাতে তোমার কি কিছু দয়া হইল না, আমি যদি মন্ত্রী হইতাম তবে তোমাকে এক শত কোড়া মারিতাম আর তোমার দুষ্কর্ম্ম কপালে লিখিয়া দিয়া তোমাকে সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরাইতাম।

ঐই অচিন্তনীয় ঘটনার পর ভ্রাতার জ্ঞানোদয় হইলে যখন দেখিল যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তখন আপন গণ্ডে অসংখ্য করা-ঘাত করিয়া আর্ত্তস্বরে মহা চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ ব্যক্তি সমূহ তাহার নিকটে আসিল, এবং পথিকগণ দোকানের সম্মুখে জনতা করিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে এক সম্ভ্রান্ত রমণী উত্তম বেশভূষা করিয়া এক অশ্বতরীর উপরে আরোহণ করত ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন ভায়ার ক্রন্দন শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন এ ব্যক্তি কে, আর ইহার কি হইয়াছে। পথিকেরা কহিল এ ব্যক্তি নির্ধন পুরুষ, কতক গুলি কাঁচের বাসন ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থ দোকানে রাখিয়াছিল, দৈবাৎ ঝুড়ি পড়িয়া তাবৎ বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ঐ দয়ান্বিতা নারী আপনার সমভিব্যাহারি নপুংসককে ইঙ্গিত করাতে সে আমার ভ্রাতাকে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা দিল। আনলস্কর ঐ ধন প্রাপ্তে মহা আহ্লাদে রমণীকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিল এবং তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে আসিল। বাটীতে বসিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিবিধ চিন্তা করিতেছে এমত সময় বহির্দ্বারে কেহ আঘাত করিল। ভায়া তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল কে দ্বার ঠেলিতেছে, পরে এক স্ত্রীলোকের স্বর শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। সেই অঙ্গনা বাটীর মধ্যে আসিয়া ভায়াকে দেখিয়া কহিল হে পুত্র আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি, নমাজের সময় উপস্থিত অতএব তুমি যদি আমাকে কিঞ্চিৎ জল দেও তবে হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া এই স্থানে নমাজ করি। আনলস্কর দেখিল যে অবলা প্রাচীনা অতএব যদিও পূর্ব্ব পরিচিতা না হউক তথাচ তাহাকে গৃহ মধ্যে আনিয়া জল দিল। নারী হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া নমজারম্ভ করিল। ভায়া ধনচিন্তাতেই মগ্ন, যে মোহর গুলি পাইয়াছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে থাকে এজন্য একটী গাঁজিয়াতে মুদ্রা গুলি রক্ষা করিলেন। ঐ প্রাচীনা স্ত্রী নমাজ করিতে২ তাহা দেখিল, পরে নমাজ সমাপন হইলে বড়ী ভায়ার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল

ভায়া তাহার দরিদ্র বেশ দেখিয়া একটি মুদ্রা দিতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধা তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার এই মুদ্রাটী দিবার অভিপ্রায় কি, তুমি কি আমাকে নিতান্ত ভিক্ষুক জানিয়াছ, ভিক্ষুক হইলে কি আমি তোমার নিকট এমন সাহসে আসিতে পারি, লও, তোমার স্বর্ণমুদ্রা লও, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই, আমি যে যুবতীর সমীপে থাকি তিনি যেমন রূপবতী তেমনি ধনবতী, তাঁহার নিকটে থাকাতে আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই। ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সেই কামিনীকে আমাকে দেখাইতে পার কি না? বৃদ্ধা বলিল তাহার আশ্চর্য্য কি, ঐ নারী তোমাকে পাইলে পরম সমাদর করিবেন বরঞ্চ তোমাকে বিবাহ করিবেন এবং আপনার যথা সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিয়া তোমার আজ্ঞা কারিণী হইয়া থাকিবেন, যদি এমন সৌভাগ্য বাঞ্ছা কর তবে মোহরের থলিয়া সাবধানে লইয়া আমার সঙ্গে আইস। ভ্রাতা বর্ষীয়সীর কথায় আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ মুদ্রার থলি কটিদেশে বান্ধিয়া প্রাচীনার সঙ্গে২ চলিলেন। কতক দূর গিয়া একটা বৃহৎ বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা দ্বারাঘাত করিতে লাগিল তাহাতে গ্রিক দেশীয় এক কিঙ্করী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। প্রাচীনা ভায়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈঠক খানায় বসাইলেন। গৃহের শোভা দেখিয়া ভায়ার বোধ হইল যে তাঁহার ভাবি ভার্য্যা সামান্যা নাহইবেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন যে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এক নবীনা তরুণী তথায় আসিতেছেন, তদ্দৃষ্টে ভায়া উঠিয়া দাড়াইলেন। নারী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ভায়ার কর ধরিয়া বসাইয়া আপনি তাহার পার্শ্বে বসিল আর কহিল তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লা হইলাম। এই প্রকার অনেক মনোরঞ্জক বাক্য কহিয়া রমণী বলিল তবে বিলম্ব কেন, আইস তোমার হস্ত আমাকে প্রদান কর। ইহা বলিয়া তাহার কর ধারণ পূর্ব্বক অন্য এক আগারে লইয়া গেল সেখানে উত্তম রূপে আহারাদি করাইয়া বলিল তুমি এই খানে থাক আমি এখনি আসিতেছি, ইহা বলিয়া

প্রস্থান করিল। ভায়া যুবতীর আসার আশাতে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সে কামিনী না আসিয়া খড়্গ হস্ত দীর্ঘাকার এক কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে বিবস্ত্র করণ পূর্ব্বক স্বর্ণ মুদ্রা হরণ করিয়া খড়্গ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে ভ্রাতা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে জীবনাবসান হইয়াছে এই অনুমানে ঐ ব্যক্তি ভ্রাতার আঘাতিত স্থান সকল লবণ দ্বারা ডলিতে লাগিল, ইহাতে যদিও বিজাতীয় যাতনা হইল তথাপি ভায়া শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। অনন্তর ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিল, পরে পূর্ব্ব কথিত বৃদ্ধা আসিয়া তাহার একটা পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া মনুষ্যের শবে পরিপূর্ণ এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ভ্রাতা তখন পর্য্যন্ত কাল প্রাপ্ত হন নাই, বিশেষতঃ লবণ দ্বারা তাহার আঘাতিত স্থান মর্দ্দিত হওয়াতে তাহার হঠাৎ মৃত্যুর প্রতিরোধ হইয়াছিল এবং শেষে তাহাই জীবন রক্ষার কারণ হইল, অতএব ক্রমে ক্রমে বল প্রাপ্ত হইয়া দুই দিবসের পর খিড়কি খুলিয়া রাত্রি যোগে বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যূষে আমার নিকটে আসিয়া তাবদ্বিবরণ কহিলেন। আমি ঔষধ দ্বারা তাহার ক্ষত সকল আরাম করিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ঐ পাপিষ্ঠদিগের শাস্তি দিতে হইয়াছে। অতএব পাঁচ শত টাকা ধরে এমত একটী থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভাঙ্গা কাঁচ পুরিয়া ভায়াকে দিলাম, ভায়া ঐ থলিয়া কটি দেশে বন্ধন করত স্ত্রী বেশ ধারণ পূর্ব্বক বস্ত্রের ভিতর এক খান অস্ত্র গোপন ভাবে লইয়া গলি গলি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস সেই প্রাচীনা শিকার অনুসন্ধানে পথে পথে বেড়াইতে ছিল তাহাকে দেখিয়া ভ্রাতা বামাস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গো জননী তোমার স্থানে নিক্তি আছে আমাকে এক বার দিতে পার আমি পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছি, আমার নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা আছে তাহা ওজন করিয়া দেখিব ঠিক আছে কিনা। প্রাচীনা কহিল তাহার চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইস আমার এক পুত্র বণিকের ব্যবসায় করে তাহার নিকটে লইয়া

যাই সে আপন হস্তে তোমার টাকা তৌল করিয়া দিবে। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বুড়ী তাহাকে সেই বাটীতে লইয়া গিয়া বৈঠক খানাতে বসাইয়া বলিল তুমি মুহূর্ত্তেক এই স্থানে থাক আমি পুত্রকে ডাকিয়া আনিতেছি, ইহা বলিয়া গেল। পরে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার পুত্র ছলে আসিয়া বলিল ওগো প্রাচীনা তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস। আনলস্কর উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে২ ধীরে২ খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া তাহার গল দেশে এমন আঘাত করিল যে তাহার মস্তক ও শরীর একেবারে দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। ভ্রাতা তাহার কাটা মুণ্ড এক হস্তে ও শবটা অন্য হস্তে টানিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তদনন্তর সেই প্রাচীনা ও গ্রিক দেশীয় দাসীকে সেই রূপে যম পুরী প্রেরণ করিল। তাহাতে কেবল সেই নারী একাকিনী রহিল। সে এ সকল ব্যাপার কিঞ্চিদবগত হইয়াছিল, অতএব ভ্রাতা যখন খড়্গ হস্তে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া ভায়ার পদানত হইল। ভায়া তাহাকে অভয় দানে নির্ভয় করিয়া জিজ্ঞাসিল হে সুন্দরি তুমি এমত অসৎ সংসর্গে বাস কর, ইহার কারণ কি। নারী বলিল আমি এক ভদ্র বণিকের বনিতা ছিলাম, সতীত্ব নাশিনী ব্যভিচারিণী এই প্রাচীনা প্রতিবাসিনীর ন্যায় কখন২ আমার নিকট যাইত, আমি তাহার অসদভিপ্রায় কিছুই জানিতাম না। এক দিবস সে আমাকে বলিল যে অদ্য আমারদিগের বাটীতে মহাসমারোহের বিবাহ হইবেক যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী হয়েন তবে কৃতার্থ হই। ইহাতে আমি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যৌতুকার্থ কতক গুলি স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া তাহার সঙ্গে এই বাটীতে আসিলাম, তদবধি কাফরী আমাকে তিন২ বৎসর বল পূর্ব্বক এখানে রাখিয়াছে, আমি অবলা দুর্ব্বলা কি করি নিরুপায় হইয়া এখানে আছি। আনলস্কর কহিল বোধহয় কাফরী দস্যুবৃত্তি দ্বারা অনেক ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকিবে। রমণী বলিল হাঁ করিয়াছে, তুমি

যদ্যপি ঐ সকল ধন লইয়া যাইতে পার তবে অতিশয় ধনবান হইবে, আইস, ঐ সকল ধন তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি, ইহা বলিয়া আনলস্করকে এক কুঠরিতে লইয়া গেল। সেখানে ভায়া কতক গুলা সিন্ধুক স্বর্ণে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। নারী কহিল আর বিলম্ব করিও না, বাহক আনিয়া শীঘ্র এই সমস্ত ধন লইয়া যাও। একথা তাহাকে আর দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না, কেন না ধন লোভে লোলুপ ভায়া তৎক্ষণাৎ বাহকান্বেষণে গেলেন, এবং অধিক বাহকের অপেক্ষায় বিলম্ব না করিয়া দশ জন বাহক মাত্র পাইয়া ত্বরায় ধন লইতে আসিলেন কিন্তু আসিয়া দেখিলেন যে দ্বার উদ্ঘাটিত আছে নারী ও স্বর্ণের সিন্দুক কিছুই নাই, ইহাতে চমৎকৃত হইলেন। যাহাহউক রুক্ষ হস্তে যাইব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটীর মধ্যে যে-সকল তৈজসাদি ছিল তাহাই বাহক দিগের মস্তকে দিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন কিন্তু গমন কালে ভ্রম ক্রমে দ্বার বন্ধ না করিয়া যাওয়াতে এবং বাটীর মধ্যে বাহক দিগের গতিবিধি দেখাতে প্রতিবাসিরা সন্দেহ প্রযুক্ত কাজির নিকটে সম্বাদ দিল। আনলস্কর সে রাত্রি অতি আনন্দে নিদ্রা গেল, কিন্তু পরদিন যখন বাটী হইতে বাহির হয় তখন বিংশতি জন পদাতিক তাহাকে ধরিয়া কাজির নিকটে লইয়া গেল। আনলস্কর বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কল্য রাত্রে যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছ তাহা কোথায়? ভায়া বলিল সে সকল দ্রব্যাদি আমার বাটীতে আছে এবং সত্য কথা গুপ্ত থাকিবেক না এই বিবেচনায় ভায়া তাহার গৃহে নমাজের ছলে প্রাচীনার গমন অবধি যুবতীর পলায়ন পর্য্যন্ত যে২ ঘটনা হইয়া ছিল তাহা আদ্যন্ত তাবৎ কহিয়া বিচার পতিকে নিবেদন করিলেন যে আমার ক্ষতি পূরণার্থ ঐ সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ আমাকে দিয়া আপনি অবশিষ্ট গ্রহণ করুন। বিচারক এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না। পরে ভৃত্যগণ দ্বারা তাবৎ দ্রব্যাদি আনাইয়া গুদামজাত হইলে কাজি ভায়াকে বলিলেন তুমি এখনি এদেশ পরি-

ত্যাগ করিয়া গমন কর, এস্থানে আর কখন আসিও না। ভ্রাতা দেখিল কাজির বিচার অতি চমৎকার, কিন্তু কি করে আজ্ঞা প্রাপন না করিলে নয় অতএব দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিল, পথি মধ্যে দস্যুরা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বিবস্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দিল। আমি এই সম্বাদ পাইয়া গোপন ভাবে তাহাকে অন্য ভ্রাতা দিগের ন্যায় বাটীতে আনিয়া রাখিলাম।

নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ।

নাপিত কহিতেছে মহারাজ, আমার ষষ্ঠ ভ্রাতা সবাবাকের খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠ ছিল, তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ করুন। এই ভ্রাতা প্রথমাবস্থায় বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শেষে তাহাকে ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতে হয়। পরন্তু ভিক্ষা ব্যবসায়েও ভ্রাতা অতিশয় চতুর ছিল। এক দিবস এক বৃহৎ অট্টালিকার নিকট দিয়া যাইতে২ দ্বারে অনেক প্রহরি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ বাটী কাহার। প্রহরি-রা কহিল তুমি কে হে, যে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এ বাটী বর্ম্মি সাইড উপাধীয় রাজার, ইহা কি দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না? যাও, গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তার সমীপে আপনার দুঃখ নিবেদন কর, তিনি তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবেন। ভায়া প্রহরিদিগের এই কথায় তাহার-দিগকে নমস্কার করিয়া বাটীর ভিতরে গেল। বাটীর প্রাঙ্গন অতি দীর্ঘ ছিল, তাহা পার হইয়া যাইতে অনেক ক্ষণ লাগিল। পরে এক উত্তমাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে এক অপূর্ব্ব কাষ্ঠাসনে বিজ্ঞতম প্রাচীন এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন তাহার শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু উদর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিল ইনিই গৃহের কর্ত্তা হইবেন, ফলত তিনিই বর্ম্মি সাইড রাজা। তিনি ভায়াকে দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এস্থানে কি আকাঙ্ক্ষায় আসি-য়াছ। ভায়া উত্তর করিল আমি দরিদ্র, ভিক্ষার্থে আসি-য়াছি। এই কথায় বর্ম্মি সাইড আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপন

উদরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন আমি বোগদাদ নগরে থাকিতে তুমি এমন দরিদ্র, এ কি আশ্চর্য্য। এ কথা বলাতে ভায়ার অনুভব হইল যে তিনি তাহাকে প্রচুর ধন দান করিবেন, ইহা ভাবিয়া কল্যাণ বাচক অনেক কথা বলিতে লাগিল। তৎপরে জানাইল যে সে দিবস তাহার জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্ম্মি সাইড কহিলেন তোমার সমস্ত দিন আহার হয় নাই, ইহা কহিয়াই উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল ওরে বালক হস্ত প্রক্ষালন করিবার জন্য শীঘ্র জল আনয়ন কর, ইহাতে যদিও কোন বালক বা লোক আসিল না তথাচ কেহ যেন হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে এই ভাবে হস্তাদি ধৌত করিতে লাগিলেন, আর ভায়াকে বলিলেন তুমিও হস্ত ধৌত কর। সবাবাক বুঝিল এ ব্যক্তি রসিকের চূড়ামণি। আর সে স্বয়ংও রসিক ও চতুর, অপর ধান লোকেরদিগের নিকট যাচঞা করিতে গেলে তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে হয়, এই বিবেচনায় মিছা মিছি হস্ত ধৌত করিতে লাগিল। হস্ত প্রক্ষালনানন্তর বর্ম্মিসাইড কহিলেন আইস তবে আহার করা যাউক। ইহা বলিয়া অনুচর দিগকে আহারীয় দ্রব্য আনিতে বলিলেন, কিন্তু ভৃত্য অথবা আহারীয় দ্রব্য কিছুই আসিল না, তথাচ আহারীয় দ্রব্য যেন আসিয়াছে এই ভাবে ভায়াকে বলিলেন আহার করিতে বৈস। ভায়া তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিল, আর তিনি যেমন মনে২ খাইতে লাগিলেন, ভায়াও সেই প্রকার ভোজনারম্ভ করিল, মধ্যে২ ব্যঞ্জনাদিরও প্রশংসা হইল। এই প্রকার মানসিক আহারান্তে সহোদর কহিল, উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে আর খাইতে পারি না, তখন বর্ম্মি সাইড ফল মূল আনিতে আদেশ করিলেন, তাহাও সেই রূপ মানসিক খাওয়া হইল। পরে ভায়াকে মদ্য পান করিতে বলাতে ভায়া বলিল যে আমাকে এবিষয়ে মার্জ্জনা করিবেন, আমি পান করিব না কেননা তাহাতে চিত্ত চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বর্ম্মিসাইড সে আপত্তি না শুনিয়া মানসিক মদ্য মানস পাত্রে করিয়া ভায়ার হস্তে দিলেন। ভায়া অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া

মদ্য পান করিল, এবং সুরার অনেক প্রশংসা করিল, তাহাতে বর্ম্মিসাইড আহ্লাদিত হইয়া আরো পাঁচ সাত পাত্র খাইতে দিলেন। ভায়া মদ্য পানে বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বর্ম্মিসাইডের কর্ণমূলে এমন এক মুষ্ট্যাঘাত করিল যে তিনি ধরাবলুণ্ঠিত হইলেন, তৎপরে আরো এক কিল তুলিয়া ছিল কিন্তু বর্ম্মিসাইড তাহা হস্ত দ্বারা সামালিয়া লইয়া বলিলেন ওকি ওকি তুমি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছ। তখন যেন ভ্রাতার চৈতন্য হইল এই ভঙ্গি করিয়া বলিল হে মহাশয় আপনি কৃপা করিয়া আহার করাইলেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে মদ্য পান করিব না, আপনি তাহা না শুনিয়া বল পূর্ব্বক পান করাইলেন তাহাতে আমি আত্ম বশ ছিলাম না, অতএব এইক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। এই কথায় বর্ম্মিসাইড অতিশয় হাস্য করিয়া বলিলেন আমি অনেককাল অবধি তোমার ন্যায় মনুষ্যের অনুসন্ধান করিতে ছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত পাই নাই, তোমাকে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলাম। তৎপরে সবাবাককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তুমি আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছ তন্নিমিত্তে আমি রুষ্ট নহি তোমার ব্যবহারে মহা সন্তুষ্ট আছি, তুমি অদ্যাবধি আমার পরম বন্ধু হইলে, তুমি আমার এই বাটীতে বাস করহ। এই সকল কথার পর রাজা কহিলেন আইস তবে এক্ষণে আমরা প্রকৃত রূপ আহার করি, ইহা বলিয়া করতালি দিলেন তাহাতে ভৃত্যগণ আসিয়া আহারের স্থান করিয়া উত্তম২ সামগ্রী আনিয়া পরিবেশন করিল। ভায়া তখন মনের সাধে উদর পুরিয়া আহার করিল। তাঁহাদের আহার হইলে পর উত্তম বেশ ধারিণী কতিপয় নবীনা বন্দিনী আসিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। বর্ম্মিসাইড রাজা এই রূপে ভ্রাতাকে লইয়া আমোদ করিলেন। পরে তাহাকে বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ দেখিয়া স্বীয় ভবনের তাবৎ কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন তাহাতে ভায়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম করিল। অনন্তর বর্ম্মিসাইডের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার তাবৎ ধন সম্পত্তি রাজ সরকারে

ক্রোক হইল এবং ভায়া পূর্ব্বে যে দরিদ্র ছিলেন সেই দরিদ্র হইলেন। তদনন্তর কতক গুলিন মক্কা যাত্রির সমভিব্যাহারে তীর্থগমন করিলেন কিন্তু পথি মধ্যে বিদূল জাতীয় দস্যুগণ এক দিবস রাত্রিতে ঐ যাত্রিদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনাপহরণ ইচ্ছায় বিধিমত যন্ত্রণা দিল। ভায়া ঐ যন্ত্রণা সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া দস্যুগণকে বলিল ওহে তোমরা আমাকে কেন অনর্থক যন্ত্রণা দিতেছ, আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই যে তাহা তোমারদিগকে দিয়া মুক্ত হইব, তবে আমি তোমারদের আজ্ঞাধীন, যদি বাঞ্ছা হয় আমাকে বিক্রয় কর তাহাতে ধন লাভ হইবেক। দস্যুদের দলপতি ধনাশায় নিরাশ হইয়া ক্রোধ পূর্ব্বক এক খান ছোরা লইয়া ভ্রাতার ওষ্ঠ ছেদ করিল, তাহাতেই তাঁহার ওষ্ঠাধর খরগোশের ন্যায় হইল, এবং তাহাকে ঐ রূপ করিয়া চির দাস করিয়া বাটীতে রাখিল। দস্যু পতির এক পরমা সুন্দরী ভার্য্যা ছিল সে পতির স্থানান্তর গমন কালে ভায়াকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিত এবং নানা প্রকারে জানাইত যে সে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভায়া তাহাতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত থাকিতেন তথাপি দস্যু জায়া তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিত, এবং ঐ অভ্যাস ক্রমশঃ এমত বলবৎ হইল যে এক দিন স্বামির সাক্ষাতেই সেই রূপ বিদ্রূপ করিল। দস্যুর অধ্যক্ষ তাহা দেখিল, কিন্তু ভায়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতে লাগিল ইহাতে দস্যু পতি ভাবিল যে ইহারদিগের পরস্পর প্রসক্তি হইয়াছে এই সন্দেহ প্রযুক্ত খড়্গ দ্বারা ভায়ার সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত করিয়া এক উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া এক অরণ্যস্থ পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। ঐ পর্ব্বত বোগদাদে আসিবার বর্ত্ম মধ্যস্থ অতএব পথিক লোকেরা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বলিলে আমি যাইয়া দুর্ভাগা ভ্রাতাকে তদবস্থায় বাটীতে আনিয়া রাখিলাম।

নাপিত বলিতেছে মনিষ্টানসা ভূপতিকে এই সকল বিবরণ বলাতে তিনি অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে

আমাকে বলিলেন তোমাকে যে মৌনী খ্যাতি দিয়াছে তুমি তাহার যোগ্য পাত্র বট, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে তুমি এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন কর, এস্থানে আর কদাচ আসিও না। আমি কি করি রাজাজ্ঞায় এক বৎসর দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলাম, পরে ভূপতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বোগদাদে পুনরাগত হইয়া দেখিলাম যে সকল সহোদর গুলি মরিয়া গিয়াছে এই যুবা পুরুষের যে উপকারের কথা শুনিলেন বোগদাদে পুনরাগমনের পর তাহা হইয়াছিল, আমি ঐ কর্ম্ম কেবল তাহার উপকারার্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে বিরুদ্ধ বোধ করিয়া আমাকে অনর্থক কটু কষায়ণ কহেন।

শাহরজাদি কহিতেছেন হে ধরণীশ্বর দরজী কাসগর রাজার নিকটে খঞ্জ যুবক ও বোগদাদ দেশীয় নাপিতের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিল নাপিতের গল্প শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যুবা যে নাপিতকে বহু ভাষী কহিয়াছিলেন তাহা অন্যায়, সে যাহা হউক। ভোজন পানে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমোদ করিয়া সভা ভঙ্গের পর আমি আপন দোকানে গেলাম, কিন্তু দোকান বন্ধ করিয়া বাটী যাইব এমত কালে কুব্জ মদ্যপানে মত্ত হইয়া তবলার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে২ আমার দোকানের সম্মুখে আসিল, আমি মনে করিলাম তাহাকে দেখিলে আমার ভার্য্যা তুষ্টা হইবে ইহাতে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেলাম। আমার বনিতা ঐ দিবস একটা বৃহৎ মৎস্যপাক করিয়াছিল তাহার কিয়দংশ কুব্জকে ভোজন করিতে দিলাম, কিন্তু একটা কণ্টক শুদ্ধ মৎস্য আহার করিয়া ফেলাতে কুব্জের গলায় কণ্টক লাগিয়া একেবারে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। আমি এই অচিন্তনীয় ঘটনায় মহা শঙ্কিত হইয়া ইহুদী বৈদ্যের বাটীতে তাহার শবটা ফেলিয়া আসিলাম, ইহুদী বৈদ্য তাহাকে মোসলমান ভাণ্ডারির ভবনে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, পরে পথি মধ্যে যে স্থানে হত্যা হইয়াছে অনুমান হইতেছে মোসলমান তাহাকে সেই খানে রাখিয়া আসিয়া থাকিবে, হে ধরণীনাথ

কুব্জের মৃত্যুর কারণ এই সমুদয় নিবেদন করিলাম, এই ক্ষণে আমাকে প্রাণ দান করিবেন কি নষ্ট করিবেন বিবেচনা করুন।

কাসগরাধিপতি এই বিবরণ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া দরজী ও তৎসঙ্গিগণকে মার্জ্জনা করিলেন এবং কহিলেন খঞ্জ ও নাপিত ও তাহার ভ্রাতাগণের যে আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিলাম তদ্রূপ কদাচ শ্রবণ করি নাই, কিন্তু যে নাপিতের গল্প শুনিয়া আমি তোমারদিগের প্রাণ দান করিলাম তাহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করি, ইহা বলিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন যে দরজীর সঙ্গে যাইয়া নরসুন্দরকে আনয়ন কর। রাজাজ্ঞাক্রমে সেনাপতি নাপিতকে লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজ সাক্ষাৎকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিতের বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর, তাহার নাসিকা সূচ্যাকার ও বৃহদাকার কর্ণদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন হে মৌনিবর তুমি না কি, বড় আশ্চর্য্য২ কাহিনী জান, আমাকে তাহার দুই একটা কাহিনী শুনাইতে পার। নরসুন্দর কহিল মহারাজ তাহার বাধা কি, কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে ক্ষান্ত থাকুক এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এই খ্রীষ্টীয়ান ও ইহুদি ও মোসলমান ইহারা কে, আর কুব্জের শব এখানে পড়িয়া কেন। ভূপতি এই কথায় বিরক্ত হইয়া তাহারদিগকে কুঁজার বিবরণ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। নাপিত শ্রবণ করিয়া মস্তক নাড়িয়া বলিল মহারাজ এই গল্প চমৎকার বটে, কিন্তু কুঁজার শব আমাকে এক বার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহা বলিয়া কুব্জের নিকট গিয়া ভূমিতে বসিয়া কুঁজার দুইটা হাটুর মধ্যে মস্তক দিয়া ক্ষণেক কাল মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল আর কহিল লোকে যে বলে বিনা কারণে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না তাহা অতি যথার্থ, আর যদি কোন গল্প স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত হয় তবে এই কুঁজার গল্প তাহার যোগ্য। এই কথা শুনিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন যে নাপিত কাব্যকার হইবেক, ভাঁড়াম করিতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মৌনব্রত তুমি কি জন্য এত হাস্য করিলে আমাকে কহ। নাপিত বলিল ধর্ম্মাবতার এই কুঁজা

মরে নাই, এখনও বাঁচিয়া আছে, ইহা যদ্যপি দেখাইতে না পারি তবে আমাকে উন্মত্ত কহিবেন, ইহা বলিয়া তাহার সঙ্গে যে একটা ঔষধের কৌটা ছিল তাহা হইতে মলম বাহির করিয়া কুঁজার ঘাড়ে দিয়া অনেক ক্ষণ দলিতে লাগিল, পরে একটা পরিষ্কার লৌহাস্ত্র মুখের ভিতর দিয়া মুখ প্রসারণ করিয়া একটা ক্ষুদ্র সন্না দ্বারা কণ্ঠ দেশ হইতে কণ্টক শুদ্ধ এক খান মাংস বাহির করিয়া সকলকে দেখাইল। কুঁজা ঐ সময় হাঁচিয়া উঠিল তৎপরে ক্রমে সজীব হইতে লাগিল। কাশগর অধিপতি ও তৎ সভাসদ্ গণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, আর নাপিতের অসংখ্য নিন্দা বাদ শুনিয়াও তাহার গুণের প্রশংসা করিলেন। পরে উত্তম লেখক দ্বারা কুব্জের চমৎকার গল্প তৎক্ষণাৎ স্বর্ণাক্ষরে লেখাইয়া রাখিলেন, এবং ইহুদী বৈদ্য, মোসলমান ভাণ্ডারি, ও খ্রীষ্টীয়ান সাধুকে সম্ভ্রম সূচক পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, আর নরসুন্দরের যোগ্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া দিয়া তাহাকে আপন সভায় রাখিলেন।

এই গল্প সমাপন করিয়া শাহরজাদী কহিলেন মহারাজ আর একটী মনোরম্য কাহিনী জানি, যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আগামি রজনীতে তাহা কহিব। রাজা মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন তাহাতে পর দিবস নিশাভাগে শাহরজাদী সেই কাহিনী এই রূপে আরম্ভ করিলেন।

কালেফ হারুনলরশিদের প্রিয়া সমসেন নেহার এবং আওবল হোসেম আলী এবনে বেকারের কথা।

হারুনলরশীদ ভূপতির রাজত্ব কালে বোগদাদ নগরে ইবনে তাহের নামে এক জন গন্ধবণিক্ ছিল, সে অতি ধনবান্ ও সুপুরুষ এবং স্ব শ্রেণির সমুদায় লোকাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ও নম্র স্বভাব, এবং গুণগ্রাহী ছিল। বোগদাদাধিপতি তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহার প্রতি এই ভার দিয়াছিলেন যে রাজ রমণী গণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইয়া

দিবেন। ইবনে তাহের রাজার ঐ কর্ম্ম অতি সতর্কতা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিত এবং তাহার সদ্গুণ ও তাহার প্রতি রাজানুগ্রহ প্রযুক্ত তদ্দেশস্থ রাজসভ্য ও ধনী এবং ভদ্র মনুষ্যেরা সকলেই তাহার সহিত সংপ্রীতি করণাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা তাহার বাটী গমনাগমন করিতেন। তাহাতে বোগদাদ বাসি পারস্য দেশের প্রাচীন রাজ বংশোদ্ভব আওবল হোসেন আলী এবনে বেকার নামে রাজ কুমারের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় হয়, ঐ রাজনন্দন রূপে গুণে এবং সুশীলতা ও ধীরতায় অতি বিখ্যাত ছিলেন।

এক দিবস ঐ রাজ কুমার ইবনে তাহের বণিকের নিকট বসিয়া আছেন ইত্যবসরে ছয় জন বন্দিনী পরিবৃতা এক রমণী বিচিত্র অশ্বতরী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার দোকানে আসিল। যদিও অবগুণ্ঠন দ্বারা ঐ সকল অঙ্গনাদের বদনাবৃত ছিল তথাপি আকারে তাহারদিগকে পরমা সুন্দরী বোধ হইল। অশ্বতরীর পৃষ্ঠারোহিণী রমণী বণিকের বিপণি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র ইবনে তাহের গাত্রোত্থান করিয়া অতি সম্মান পূর্ব্বক তাহাকে অবরোহণ করাইল এবং দোকানের মধ্যে লইয়া গিয়া এক উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করিতে বলিল। রাজনন্দন এবনে বেকার স্বীয় সুশিক্ষা ও সভ্যতা প্রকাশ মানসে সেই রমণীর আলস্য রক্ষা নিমিত্ত স্বর্ণ মণ্ডিত একটা বালিশ ফুলাইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দিয়া তাঁহার পদের নিকটস্থ বস্ত্র চুম্বন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরে ঐ কামিনী মুখাবরণ মুক্ত করিয়া বণিকের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভূপাল তনয় তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে একেবারে মোহিত হইলেন। তাঁহার চলচিত্ততা দর্শনে রমণীরও মদনানল প্রবল হইল, কিন্তু কামিনী তাহা প্রকাশ না করিয়া তড়িতের ন্যায় ত্বরিত উঠিয়া ইবনে তাহের বণিক্‌কে অন্তরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে আগমনের হেতু বার্ত্তা সংক্ষেপে কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবার কি নাম ও কোথায় নিবাস। তাহাতে ইবনে তাহের রাজ

পুত্রের নাম নিবাস ও গুণের সকল পরিচয় কহিল, তাহা শুনিয়া যুবতীর প্রমত্ত চিত্ত আর চঞ্চল হইল .কেননা প্রথমে কেবল রূপের প্রতি দৃষ্টি ছিল, পশ্চাৎ যখন সদ্বংশ ও সদ্গুণের কথা শুনিলেন তখন তাহাকে প্রেমের প্রধান পাত্র জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অতএব গমন কালে ইবনে তাহেরকে বলিলেন এ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে হইবে, আমার এই দাসী যখন তোমার নিকট আসিবে তখন তুমি তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদীয় ভবনে গমন করিও, আমার মানস যে এই রাজপুত্র আমার আলয়ের সজ্জা ও শোভা সন্দর্শন করিয়া বোগদাদের সৌভাগ্যদেবী কি রূপ বিরাজমানা তাহা বিবেচনা করেন। আমার অভিপ্রায় বুঝিলা কি না, দেখিও যেন বিস্মরণ হইও না, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইব এবং এ জন্মে আর কখন তোমার দোকানে পদার্পণ করিব না। ইবনে তাহের বণিক্ অতি বুদ্ধিমান এই সকল কথায় রমণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিল হে রাজ্ঞি পরমেশ্বর এমন না করুন যে আমাকে কখন আপনকার আজ্ঞা অবহেলন করিতে হয় আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহা আমার শিরোধার্য্য। রাজরমণী এই কথা শুনিয়া তাহার স্থানে বিদায় হইয়া যুবরাজের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করত অশ্বতরীর উপর আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ ঐ সুন্দরীর লাবণ্য দর্শনে এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাহার গমনের পরও তাহার পশ্চাৎদৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং দৃষ্টির অগোচর হইলেও সেই দিগে কিয়ৎ কাল স্থিরনেত্র হইয়া থাকিলেন। তৎপরে ইবনে তাহেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ রমণী কে। বণিক্ কহিল ইহার নাম সমসেন নেহার, ইনি আমাদিগের রাজাধিরাজ হারুনল রশিদের প্রধান প্রিয়তমা, ভূপতি ইহাঁকে বড় ভালবাসেন, বরং ইহাঁর পূজা করেন এ কথা বলিলেও বলা যায়, আমার প্রতি রাজার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে ইহার যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হয় তখন তাহা যোগাইবে। রাজপুত্র রাজকামিনীর

কামনায় মত্ত হইয়া ইবনে তাহেরকে তদ্বিষয়ে অন্যান্য নানা-বিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এ দিগে রাজপ্রিয়া আপন বাটীতে গিয়া কি রূপে রাজ-পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ ও মুক্তচিত্তে আলাপাদি হয় তাহার চিন্তায় মগ্না হইলেন। ইবনে তাহের বণিক যুবরাজের সহিত কথোপকথন করিতে২ নানা কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপ্রিয়তমার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে কহিতেছেন এমন সময়ে রাজপ্রিয়ার পরম বিশ্বাসের পাত্র এক পরিচা-রিণী আসিয়া তাহাকে কহিল যে ঠাকুরাণী আপনারদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন এবং তিনি পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহি-য়াছেন। ইবনে তাহের এই কথা শ্রবণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ গাত্রো-ত্থান করিল, এবং যুবরাজও তাহার সঙ্গে২ চলিলেন। দাসী অগ্রে গিয়া রাজপ্রিয়াকে সম্বাদ কহিয়া দ্বারে দাণ্ডাইয়া রহিল। ইবনে তাহের ও রাজপুত্র দুইজনে রাজ বাটী দিয়া সমসেন নেহারের অন্তঃপুরস্থ দ্বারে উপনীত হইলে দাসী তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্যস্থ এক বৃহৎ দালানে লইয়া গিয়া উপবেশন করা-ইল। যুবরাজ ঐ প্রকার সুসজ্জিত গৃহ কদাপি দেখেন নাই, যেহেতু সমুদায়ই স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্ন ময় ইহাতে গৃহকে স্বর্ণ-ময় জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ঘরের সকল দ্রব্যাদি দর্শন করত স্বীয় নয়নের পরিতৃপ্তি করিতে লাগিলেন এবং মনে২ অনেক প্রশংসা করিলেন। অনন্তর তাহারদিগের জলযোগের আয়োজন হইল তাহাতে উভয়ে নানাবিধ অপূর্ব্ব ও উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য আহার করিলেন। আহারান্তে সেই পরিচারিণী স্বর্ণ পাত্রে বারি আনিয়া তাঁহারদিগকে আচমন করাইলেন। তৎপরে রাজপ্রিয়ার বিশ্বাসিনী দাসী তাঁহাদিগকে নাট্য-শালায় লইয়া বসাইল, তথায় সুবেশা রমণীগণের সংগীত শ্রবণে তাঁহারদিগের কর্ণ সুখ হইতে লাগিল, কিন্তু সমসেন নেহারের অনাগমনে যুবরাজ তাহাকে দেখিবার জন্য চতু-র্দ্দিগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে সংগীতের বিরতি হইলে নানা বেশ ভূষাতে ভূষিতা বিংশতি যুবতী ও দশ জন কৃষ্ণবর্ণা

কিঙ্করী এক রৌপ্য সিংহাসন আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়া তাহার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাণ্ডাইল, তৎপরে পুনর্ব্বার সংগীত আরম্ভ হইল। তাহার পর বিংশতি জন পরম রূপবতী রমণী রৌপ্য মণ্ডিত বস্ত্র পরিধৃতা হইয়া নানা বাদ্য যন্ত্র হস্তে গান করিতেং আসিল তৎ পশ্চাৎ আর দশ জন যুবতী সহচরী বেষ্টিতা হইয়া অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় ভূষিতা সেই সৌভাগ্যবতী রাজ প্রেয়সী সমসেন নেহার আগমন করিলেন এবং আসিয়া উক্ত রৌপ্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তৎপ্রতি চক্ষু স্থির করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইবনে তাহেরকে সংগোপনে কহিলেন হে বন্ধো আমরা যে বস্তুর অন্বেষণ করি তাহা দর্শন মাত্রে একবারে মনের মালিন্য দূর হইল, তুমি ভুবন মোহিনী রমণীকে দেখিলা কি না, ইনি আমার তাবৎ ক্লেশের মূল, তথাপি ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করি, ইহাঁর লাবণ্য দর্শনে আমি হত জ্ঞান হইয়াছি এবং আমার প্রাণ পক্ষী এখনি দেহ পঞ্জর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা বলিয়া আপন আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যদি যাইবে যাও আমি অনুমতি দিলাম কিন্তু এই ক্ষীণাঙ্গীর যেন মঙ্গল হয়। তৎপরে ইবনে তাহেরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন হে ইবনে তাহের তুমিই আমার এই ক্লেশের কারণ হইয়াছ, তুমি বোধ করিয়াছিলা যে আমাকে এখানে আনিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিবা, কিন্তু তোমার সঙ্গে আগমন করাতে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইল। পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া কহিলেন ইবনে তাহের তোমার অপরাধ নাই, আমি আপন ইচ্ছাতে আসিয়াছি, তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না ইহা কহিয়া রাজনন্দন রোদন করিতে লাগিলেন। ইবনে তাহের কহিলেন আপনি আমার দোষ দিলেন না ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে সমসেন নেহার রাজ উপপত্নী, তাহা শুনিয়া দুর্দ্দান্ত রিপুকে দমন করাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আপনি রিপুর বশীভূত হইলেন, যাহা হউক। ইহাতে অনামোদ বোধ

না করিয়া এই বোধ করুন যে আপনার সম্মানার্থ সমসেন নেহার আপনাকে আনয়ন করিয়াছেন ইহা জানিয়া ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া জ্ঞানকে পুনরাহ্বান করুন, আপনি জানিবেন প্রেম বড় কৃতঘ্ন, ইহা এমত বিপদ কূপে নিঃক্ষেপ করে যে তাহা হইতে কদাচ উথ্থান শক্তি থাকে না।

ইবনে তাহের বণিক্ এবং যুবরাজ যখন অন্তরে থাকিয়া মৃদুস্বরে এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তখন রাজরমণী সমসেন নেহার সিংহাসন হইতে তাহাদের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তিনি রাজ কুমারের চক্ষুর ভঙ্গিতে বুঝিলেন যে যুবরাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্তাসক্ত অতএব মনে২ আহ্লাদিতা হইয়া আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন। পরে গান বাদ্য কারিণী নারীগণ রাজপ্রিয়তমার ইঙ্গিত বুঝিয়া সিংহাসনের সম্মুখে সারি দিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় শ্রেণী বদ্ধা হইয়া বসিল এবং রাজপ্রিয়ার অভিপ্রায়ানুসারে এক নারী বীণা মিলাইয়া এক গানারম্ভ করিল, তাহার ভাব এই, এক নায়ক ও নায়িকা ছিল তাহারদের পরস্পর এমন প্রণয় যে শরীর মাত্রে প্রভেদ মন এক ছিল কদাচিৎ তাহারদের ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা হইলে তাহারা সজল নয়নে পরস্পর কহিত যে আমরা পরস্পর পরস্প-রের মনোহর এই কারণ প্রেম করিয়াছি ইহাতে যদি কোন নিন্দা থাকে সে নিন্দা অদৃষ্টের। গায়িকারা যখন এই গান করিতে লাগিল তখন রাজপ্রিয়া অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা এমত জানাইলেন যে তিনি এবং পারশ্য রাজ কুমার সেই ভাবের ভাবি। আর এই ভাব এমন চমৎকার রূপে প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে রাজকুমার আপন মনের ভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া নিকটস্থ এক নারীকে কহিলেন যে আমি একটী গান করিতেছি তুমি তাহার সঙ্গে বীণা বাদন কর, ইহা বলিয়া অতি সুস্বরে অঙ্গ ভঙ্গির সহিত এক গান করিলেন তাহাতে প্রেমের প্রাবল্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইল এবং সমসেন নেহার অত্যন্ত মোহিতা হইলেন। পরে তিনিও অন্য এক সখীকে তদ্রূপে বীণা বাদন করিতে বলিয়া অতি সুমধুর স্বরে

এক গান করিলেন ঐ গানে রাজ কুমারের অন্তঃকরণ গলিত হইয়া গেল। তাহাতে তিনি পুনরায় আপনি অনুরাগের আর এক গান করিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর দিলেন। এই রূপে নায়ক নায়িকা উভয়েগান দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিলে সমসেন নেহার সিংহাসন হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকট গেলেন, রাজনন্দনও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার নিকট উঠিয়া গেলেন তথায় উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া এরূপ পুলকিত চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন যে তাহাতে উভয়েই অজ্ঞান প্রায় হইলেন এবং সঙ্গিনী গণ যদি না ধরিত তবে উভয়েই ধরাবলুণ্ঠিত হইতেন। যাহাহউক। সহচরীরা তাহারদের উভয়কে লইয়া এক পর্য্যঙ্কের উপর বসাইয়া মুখে সুগন্ধি বারি প্রক্ষেপ ও সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করাইতে লাগিল তাহাতে কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য হইলে সমসেন নেহার প্রথমতঃ চতুর্দিগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন পরে পারশ্য যুবরাজকে নিকটে দেখিয়া পূর্ব্ব কথিত ব্যাপার স্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন হে ভূপাল তনয় তুমি আমাকে ভাল বাস তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদিও তোমার ভালবাসা অধিক তথাপি এমত বিবেচনা করিও না যে আমার ভালবাসা তদপেক্ষা ন্যূন, যাহাহউক, আত্ম প্রশংসায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদিও আমাদের অত্যন্ত প্রণয় তথাচ এই ক্ষণে তাহাতে কেবল ক্লেশ ও যন্ত্রণা মাত্র সার হইবে, কেননা পরস্পরের সংমিলন সুখে এখন বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহার কোন উপায় নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে একত্র না করেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতে হইল। কুমার কহিলেন হে প্রিয়ে আমার প্রেমের বিষয়ে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ কর তবে আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার হইবে, তোমার প্রেমপাশে আমার প্রাণ এরূপ বদ্ধ যে মরণান্তেও এ বন্ধন বিমোচন হইবে না অতএব শারীরিক ক্লেশ বা অন্য কোন হেতুতে কি ঐ প্রেমের বিচ্ছেদ সম্ভবে। ইহা বলিতে বলিতে তাহার অশ্রু পতন হইতে লাগিল, এবং সমসেন নেহারও তদবলোকনে আপন চক্ষুর ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর রাজপ্রিয়া সখী হস্ত হইতে এক বীণা লইয়া তাল মান শুদ্ধ এমন ভাবে এক গানারম্ভ করিলেন যে তাহাতে স্বয়ং বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং যুবরাজ তাহা শুনিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রাজপ্রিয়ার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এই কালে এক পরিচারিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া সমসেন নেহারকে কহিল যে মিসবোর খোজা ও অন্য দুই জন রাজ কর্ম্মচারী অন্যান্য পরিচারক সমভিব্যাহারে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, রাজা তাহারদিগকে কোন প্রয়োজনে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রে ইবনে তাহের বণিক্ ও পারশ্য যুবরাজ একেবারে বিবর্ণ ও কম্পিত কলেবর হইয়া ভাবিলেন বুঝি এই বার নষ্ট হইলাম কিন্তু রাজ রমণী ঈষদ্ধাস্য করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করত দাসীকে বলিলেন যে তুমি মিসবোর ও অন্য দুই জন কর্ম্মচারিকে লইয়া বসাও, আমি ততক্ষণ সাবধান হই, পরে তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইহা বলিয়া নাট্যশালার তাবৎ দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া উদ্যানের দিগের বিচিত্র যবনিকা ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন তৎপরে যুবরাজ ও ইবনে তাহেরকে নানা প্রকার ভরসা দিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া আর২ সকল দ্রব্য সাবধান করিয়া বাহিরের দালানে রৌপ্য সিংহাসনে বসিয়া প্রধান খোজা ও তাহার অধীন কর্ম্মচারিগণকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে মিসবোর ও বিংশতি জন কৃষ্ণবর্ণ খোজা তাঁহার সম্মুখে আসিল। খোজা সকল উত্তম পরিচ্ছদ যুক্ত এবং সকলের কটিদেশে চারি বুরুল পরিসর স্বর্ণ মণ্ডিত পটুকাতে এক২ তলওয়ার ঝুলান ছিল। মিসবোর ও তৎ সমভিব্যাহারিগণ রাজ প্রিয়ার সম্মুখে আসিতে২ দূর হইতে অত্যন্ত নম্রতা পূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিল। রাজ প্রিয়তমা তাহারদিগকে দেখিয়া মস্তক নত করিলেন, পরে তাহারা নিকটে আসিলে রাজপ্রিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া মিসবোরকে সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজাধ্যক্ষ কহিল যে মহারাজ

আপনকার অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একারণ অদ্য রাত্রে এই স্থানে আগমন করিবেন এই কথা বলিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন, আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন। সমসেন নেহার রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া খোজাকে কহিলেন যে রাজাকে বলিও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার গৌরব অতএব তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ যত্ন করিব। ইহা বলিয়া বিশ্বস্ত পরিচারিণীকে গৃহ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিয়া খোজাকে বলিলেন যে ভূপতিকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিতে কহিও কেননা তিনি আসিয়া আয়োজনের কোন ক্রুটি না দেখেন। ইহা শুনিয়া প্রধান যণ্ড ও তৎসঙ্গীগণ প্রস্থান করিল। তদনন্তর রাজরমণী পারশ্য যুবরাজ এবং ইবনে তাহেরকে কি রূপে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবেন তাহার চিন্তা করিতে২ তাহারদের নিকট সজল নয়নে গমন করিলেন। রাজপুত্র কামিনীর বাষ্পাকুল নেত্র দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে আমাকে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে অনুমান করি এই কথা বলিতে তোমার আগমন হইতেছে, তাহা না হইলে নেত্র ধারা বহিত না, যাহা হউক, পরমেশ্বর যেন এই করেন যে তোমার বিরহে আমার প্রাণাবশেষ না হয়। সমসেন নেহার কহিল হে প্রিয়তম প্রাণোপম তোমার ও আমার অবস্থা চিন্তা করাতে আমার মনে কি প্রকার দুঃখের উদয় হইতেছে তাহা বলিতে পারি না, তুমি আমার অদর্শনে কাতর থাকিবে সে কথা মিথ্যা নহে, তথাপি তুমি পুনর্মিলনের আশায় তাহার সান্ত্বনা করিতে পারিবে, কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে কি বিষম বিপদে নিক্ষেপ করিলেন আমি যে পরম প্রিয়তমকে আর দেখিতে পাইব না এমত নহে, পরন্তু তোমার সহিত প্রণয় হওয়াতে যে ব্যক্তি বিষবৎ হইয়াছে তাহার সহিত আবার কালক্ষেপ করিতে হইল। এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার বিচ্ছেদ দুঃখে বচন শক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। ইবনে তাহের এই সময়ে এই চিন্তায়

মহা ব্যস্ত হইল যে কোন প্রকারে এস্থান হইতে ত্বরায় পলায়ন করিতে পারিলেই মঙ্গল অতএব তাহাদের উভয়কে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজ-প্রিয়ার বিশ্বাসিনী পরিচারিণী হঠাৎ আসিয়া কহিল ঠাকুর-রাণি আর বিলম্বের কাল নাই, খোজাদিগের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, রাজা এই ক্ষণেই আসিবেন। সমসেন নেহার ঐ বার্ত্তা শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন হা পরমেশ্বর বিচ্ছেদ কি কঠিন! তৎপরে দাসীকে কহিলেন যে সম্প্রতি ইহাঁরদিগকে কুঠরির মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখ পরে অধিক রাত্রি হইলে অন্ধকারে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিবা। ইহা বলিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া ভূপতিকে আনয়ন করিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন, আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। দাসী রাজরমণীর আজ্ঞানুসারে রাজপুত্র ও বণিক্‌কে উদ্যানের কুঠরিতে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে অকস্মাৎ তাবৎ উদ্যান আলোকময় দেখিয়া রাজপুত্র ও বণিক্ কুঠরীর গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহাতে দেখিলেন যে এক শত কৃষ্ণবর্ণ খোজা তৎ সংখ্যক মসাল ধরিয়া আসিতেছে তৎপরে রাজা আসিতেছেন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মিসবোর ও বাম পার্শ্বে আর এক রাজ কর্ম্মচারী। সমসেন নেহার রাজার আগমনাপেক্ষায় নানা ভূষণে ভূষিতা পরম রূপবতী সখীগণ সমভিব্যাহারে দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন এবং সখীগণ যন্ত্র বাদন পূর্ব্বক মনোহর গান করিতেছিল। রাজা আসিবা মাত্র রমণী তাঁহার পদানত হইলেন। রাজা প্রিয়ার সন্দর্শনে মোহিতান্তঃকরণ হইয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন যে প্রিয়তমে আমি এত দিন তোমার দর্শনের আমোদে বঞ্চিত থাকাতে যে রূপ দুঃখিত ছিলাম তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। ইহা কহিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার রসালাপ করিতে২ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রৌপ্য সিংহাসনে অধ্যাসীন হইলেন। রাজরমণীও তাঁহার সম্মুখে বসিলেন তৎ সহচরীগণ চতুর্দ্দিগে

বেষ্টন করিয়া বসিল এবং মসাল ধারী খোজারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া বাহিরে দাণ্ডাইল তাহাতে যেমন দৃষ্টি সুখ তেমনি তাবৎ প্রাঙ্গন আলোকময় হইল। রাজা বাটীর শোভা ও উত্তম আলোক দেখিয়া মনেং তুষ্ট হইলেন. কিন্তু নাট্যশালা বদ্ধ থাকাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই ঘর কি জন্য বদ্ধ আছে? ফলতঃ তাঁহাকে প্রতারণা করিবার জন্যই ঐ গৃহ বদ্ধ ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দাসীগণ সেই গৃহের তাবদ্দ্বার মুক্ত করিয়া দিল তাহাতে রাজা দেখিলেন যে বাহিরে যেমন উত্তম আলোক ভিতরেও সেই রূপ, তদ্রূপ শোভা আর কখন তথায় দেখেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে তুমি রাত্রিকে দিবস করিতে পার এবং দিবাকে নিশা করিতে পার ইহা আমি এইক্ষণে বুঝিলাম। এই রূপ আলাপাদির পর রাজা এক সখীকে বীণা বাদন পূর্ব্বক গান করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে সখী প্রেম বিষয়ক সংগীতারম্ভ করিল। রাজা বিবেচনা করিলেন সমসেন নেহার আপন প্রেম পরিচয়ার্থ প্রেম বিষয়ক যে গীত রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন ঐ গীতও সেই রূপ তাঁহার প্রেম পরিচায়ক হইবে কিন্তু ইহা রাজার নিতান্ত ভ্রান্তি কেননা ঐক্ষণে রমণীর মনে ভাবান্তর হইয়াছিল। অপর রাজপ্রিয়া এবনে বেকারকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তৎকালেও তাঁহাকেই অন্তঃকরণে ধ্যান করিতেছিলেন তাহাতে কণ্টক তুল্য রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন এবং শেষে তাঁহার ঈদৃশ দশা হইল যে ধরাবিলুণ্ঠিতা হন সুতরাং সখীগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নাট্যশালায় লইয়া গেল।

ইবনে তাহের গবাক্ষ দ্বার দিয়া এই ঘটনা দেখিয়া যুবরাজের প্রতি নেত্রপাত করত দেখিল যে তিনিও রাজরমণীর মূর্চ্ছা দর্শনে একেবারে স্পন্দ রহিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন তাহাতে বণিক্ সম্পূর্ণ বিপদ ভাবিয়া মহা ব্যাকুল হইল এমত সময় সেই দাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া কহিল আইসং শীঘ্র করিয়া আইস, আমি তোমারদিগকে এই সময় বাহির করিয়া দেই. ওখানে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দেখ, অদ্যাই বুঝি

আমারদিগের জীবন শেষ হয়। ইবনে তাহের কহিল এখন আমাদিগকে তুমি কি প্রকারে লইয়া যাইবে, এখানে আসিয়া দেখ যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন। পরিচারিণী দেখিল যে যুবরাজ মূর্চ্ছাপন্ন, স্নন্দ জ্ঞান কিছুই নাই, অতএব ত্বরায় জল আনিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবরাজের চৈতন্য হইলে ইবনে তাহের তাঁহাকে কহিল যদি আমরা এখানে আর অধিক কাল থাকি তবে নিশ্চয় প্রাণ হারাইব অতএব আইস শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার পন্থা দেখি। রাজনন্দন তখনও উত্থানশক্তি রহিত কিন্তু কি করেন, ইবনে তাহের এবং দাসীকে অবলম্বন করিয়া চলিলেন। দাসী এক ক্ষুদ্র লৌহ দ্বার মুক্ত করিয়া উদ্যান সংলগ্ন টিগ্রিস নদীর এক খালের কূলে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তথায় কর-তালি দিবা মাত্র এক ব্যক্তি এক খান ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া দাঁড় বাহিতে বাহিতে আইল। যুবরাজ এবনে বেকার ও বণিক্ ইবনে তাহের সেই নৌকায় আরোহণ করিলে ভূপাল তনয় এক হস্ত রাজবাটীর দিগে বিস্তৃত করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি তুমি আমার বিশ্বস্ততা এই হস্তে গ্রহণ কর এবং অন্য হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া কহিলেন যে এই হৃদয়ে তুমি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ তাহা চিরকাল উদ্দীপ্ত থাকিবে। রাজপুত্র এই কথা বলিতে থাকিলেন কিন্তু নাবিক নৌকা বাহিয়া চলিল এবং দাসীও খালের ধার দিয়া তাহারদের সঙ্গে২ কতক দূর পর্য্যন্ত চলিল, পরে নৌকা টিগ্রিস নদীতে পড়িলে সে বিদায় হইয়া আসিল।

রাজকুমার অত্যন্ত হতাশ হইয়া থাকিলেন, ইবনে তাহের তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া সাহস দিতে লাগিল, পরে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে উভয়ে তটে উঠিলেন, কিন্তু যুবরাজ তৎকালেও এমত দুর্ব্বল যে চলৎ শক্তি রহিত, ইহাতে কোন উপায় না দেখিয়া ইবনে তাহের কষ্ট সৃষ্টে তথায় তাহার এক বন্ধুর বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গেল। তাহার বন্ধু তাহার-দিগের সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এত

রাত্রি কোথায় ছিলা। ইবনেতাহের বলিল যে আমি এক ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা পাইব, সে কোন দূর দেশে গমন করিবে এই জন্য তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং এই যুবক ব্যক্তিও আমার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে অকস্মাৎ পীড়া হওয়াতে আপনকার বাটীতে আসিলাম আপনি এখানে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগকে অদ্য রাত্রি বাসের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন। এই সকল কথা শুনিয়া তাহার বন্ধু তাহারদিগকে এক কুঠরী ছাড়িয়া দিল সেই খানে রাজপুত্র ও বণিক্ শয়ন করিলেন। যুবরাজের নিদ্রা হইল বটে, কিন্তু সমসেন নেহারের মূর্চ্ছা ও তদ্রূপ আর আর স্বপ্ন দেখিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত ক্লেশে গেল। এবং ইবনে তাহের কখন অন্যত্র রাত্রি প্রবাস করে নাই, তাহাকে না দেখিয়া তাহার পরিবারেরা ভাবিতেছে এই ভাবনায় অতিশয় ব্যস্ত থাকাতে সে প্রায় সমস্ত রাত্রিমধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না অতএব পরদিন অতি প্রত্যূষে বন্ধুর নিকটে বিদায় হইয়া বাটী আসিল। যুবরাজ পদব্রজে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া আসাতে শ্রমে আরও ক্লান্ত হইয়াছিলেন অতএব সেইস্থানেই এক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

যুবরাজের পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধব গণ তাঁহাকে দেখিতে আসিল, সে দিবস তিনি তদবস্থাতেই থাকিলেন, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে ইবনে তাহের তাঁহাকে তৎপর দিবস বাটীতে লইয়া গেল, এবং সেখানে নির্জ্জনে তাঁহাকে নানা মত বুঝাইয়া বলিল যে এই প্রেমে শেষে তোমার কিম্বা তোমার প্রিয়ার মঙ্গল ঘটিবে না অতএব ক্ষান্ত থাকাই পরামর্শ। রাজকিশোর কহিলেন হে প্রিয় ইবনে তাহের তুমি যে পরামর্শ কহিতেছ তাহা উত্তম বটে কিন্তু তুমি জানিও যে পরামর্শ দেওয়া কঠিন নহে, তদনুরূপ চলাই কঠিন, সে যাহাহউক, তুমি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিও. যদি প্রাণপ্রিয়া সমশেম নেহারের কোন সম্বাদ পাও তবে আমাকে তাহা তৎক্ষণাৎ

জানাইও তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হইব কেননা তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া আসাতেই আমি এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি যন্নিমিত্ত তুমি আমাকে এত ভৎর্সনা করিতেছ। ইবনে তাহের কহিল তন্নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না, রাজপ্রিয়ার কোন এক জন কিঙ্করী আসিলেই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া মহাশয়কে বিস্তারিত রূপে বিদিত করিব তাহাতে ত্রুটি হইবেক না।

ইবনে তাহের রাজকুমারকে এবম্প্রকার প্রবোধ দিয়া স্বাবাসে আগমন পূর্ব্বক সমসেন নেহারের দাসীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিল কিন্তু সে দিবস নিরর্থক গেল এবং তৎ পরদিনের মধ্যেও রাজপ্রিয়ার কোন পরিচারিণী আসিল না, ইহাতে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যুবরাজ কি অবস্থায় আছেন তাহা দেখিতে গেল। ইবনে তাহের যুবরাজের নিকট গিয়া দেখিল যে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া আছেন তাহার বন্ধু বান্ধব গণ বহু২ চিকিৎসক আনিয়া তাঁহার রোগের নিদান সন্ধান করিতেছেন। ঐ সকল ব্যক্তি ক্রমে২ তথা হইতে প্রস্থান করিলে ইবনে তাহের রাজকুমারের শয্যার নিকটে গিয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাকে যে রূপ দেখিয়া গিয়া ছিলাম তখন অপেক্ষা এক্ষণে কিরূপ আছেন। যুবরাজ কহিলেন যে আমার রিপু ক্রমেই বলবান হইয়া উঠিতেছে, বন্ধুগণের ব্যাকুলতায় বৈদ্যেরা যে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে" কোন কার্য্য দর্শিতেছে না। সমশেন নেহারের দাসীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল কি না এবং সে তোমাকে কি কহিয়াছে। ইবনে তাহের কহিল তাঁহার কোন লোকের সহিত আমার এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণমাত্রে যুবরাজের দুইচক্ষুতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ও অত্যন্ত মনোদুঃখে কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, পরে স্থির হইয়া বলিলেন হে জ্ঞানি ইবনে তাহের আমি মনের কথা প্রকাশ করণে জিহ্বাকে নিষেধ করিতে পারি কিন্তু সমসেন নেহারের বিপদ শ্রবণে যে নয়ন নীর নির্গত হয় তাহা কোন রূপে নিবারণ করিতে পারি না, যদি

সেই প্রাণোপমা প্রিয়া ইহ লোক ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে মুহূর্ত্তেকও আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। ইবনে তাহের কহিল আপনি এরূপ ক্লেশ কর চিন্তা ত্যাগ করুন, সমশেন নেহার জীবিতা আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল অনাবশ্যক বোধে কোন সম্বাদ প্রেরণ না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু অদ্যই তাহার সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিব।

ইবনে তাহের এবম্বিধ বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাটীতে আগমন করিল তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই সমসেন নিহারের বিশ্বাসিনী দাসী বিমর্শ বদনে তাহার নিকটে আসিল। বণিক্ তাহাকে দেখিবামাত্র রাজপ্রেয়সীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে দাসী কহিল অগ্রে যুবরাজের সম্বাদ কহ, তিনি অতি দুরবস্থায় আসিয়াছেন এক্ষণে কিরূপ আছেন আমি তাহাই জানিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ইবনে তাহের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল তাহার পরে দাসী বলিল যুবরাজ ঠাকুরাণীর জন্য যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন ঠাকুরাণীও তাঁহার নিমিত্তে সেই রূপ ক্লেশ না পাইতেছেন এমত নহে কেননা আমি আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া গিয়া দেখিলাম যে রাজপ্রিয়া সেই প্রকার মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন, কোন প্রকারে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় না, এবং রাজা অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। দুই প্রহর রজনী পর্য্যন্ত এই রূপে গেল তৎপরে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে রাজা পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সমসেন নেহার পদ চুম্বন করিয়া কহিলেন হে রাজেন্দ্র আমার প্রতি আপনি যে রূপ কৃপাবান তাহাতে আপনার চরণ তলে আমার মরণ হইল না এই বড় আক্ষেপ রহিল। রাজা বিবেচনা করিলেন যে সমশেন নেহার তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে এই জন্য এ ঘটনা হইল, অতএব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি তুমি প্রেমে অত্যন্ত উন্মত্ত হইও না ইহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা, প্রাণ থাকিলে প্রেমাভাব হইবে না।

যাহাহউক, তোমাকে পুনর্ব্বার সুস্থাবস্থায় দেখিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু অদ্য রাত্রিতে তুমি এই স্থানেই শয়ন করিয়া থাক, অন্যত্র উঠিয়া যাইও না, কেননা শরীর চালনে পুনর্ব্বার পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তদনন্তর তাঁহার বলাধান করণাভিলাষে কিঞ্চিৎ মদ্য পান করাইতে আজ্ঞা দিয়া নৃপতি নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার প্রস্থানানন্তর রাজরমণী আমাকে নিকটে ডাকিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আপনাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়েরা নির্বিঘ্নে গমন করিয়াছেন এতদ্বার্ত্তা আমার প্রমুখাৎ শুনাতে তাঁহার কতক পীড়া দূর হইল। পরদিন রাজাজ্ঞানুসারে রাজ চিকিৎসক সকল আসিল। তৎপরে রাজাও স্বয়ং আসিলেন কিন্তু বৈদ্যগণ ব্যামোহ নিরূপণ করিতে না পারিয়া যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিল তাহাতে রাজপ্রিয়ার কোন উপকার হইল না বরঞ্চ রাজাকে দেখিয়া পীড়া আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহাহউক, রাজপ্রিয়া গত রাত্রিতে কিঞ্চিৎ সুস্থা ছিলেন, এবং অদ্য সুপ্তোত্থিতা হইয়াই পারশ্য যুবরাজের সম্বাদ জানিবার কারণ আমাকে প্রেরণ করিলেন। ইবনে তাহের কহিল যে তাঁহার তাবৎ বৃত্তান্ত আমি তোমাকে অগ্রেই কহিয়াছি অতএব তুমি গিয়া ঠাকুরাণীকে বল যে তিনি যেমন যুবরাজের সম্বাদ প্রাপ্ত্যর্থ উদ্বিগ্না, রাজপুত্রও তাঁহার সম্বাদ পাইবার কারণ তদ্রূপ। ইবনে তাহের তখনি যুবরাজের আবাস হইতে আসিয়াছিল কোন কর্ম্মানুরোধে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইতে না পারিয়া অপরাহ্ণে গেল। রাজপুত্র তৎকালে একাকী এবং প্রাতঃকালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন। ইবনে তাহেরকে দেখিবা মাত্র কহিলেন হে ইবনে তাহের তোমার অনেক বন্ধু আছে কিন্তু সকলে তোমার অসাধারণ গুণ অবগত নহে, আমার এই দুরবস্থায় তুমি আমার হিতার্থে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছ তাহাতে আমি তোমার গুণজ্ঞ ও নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য তোমার নিকটে কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ইবনে তাহের কহিল

মহাশয় এরূপ কহিবেন না, আমার আপন চক্ষু দিয়া যদি আপনকার চক্ষু রক্ষা হয় কেবল তাহাই করিব এমত নহে আপনকার প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণ দান করিতেও উদ্যত আছি। কিন্তু এক্ষণে সে কথায় প্রয়োজন নাই, রাজরমণীর পরিচারিণী অদ্য আমার নিকট আসিয়া ছিল সে যে২ কথা কহিল তাহা শ্রবণ করুন, ইহা বলিয়া দাসীর সঙ্গে যে২ কথা হইয়া ছিল তাহা সমুদায় কহিল। রাজপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন পরে কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইবাতে রাজকিশোর সে রাত্রি বণিক্‌কে নিকটে রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে ইবনে তাহের স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলে সমশেন নেহারের দাসী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল যে ঠাকুরাণী আপনাকে নমস্কার কহিয়া এই পত্র খানি পারশ্য যুবরাজকে দিতে কহিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রে ইবনে তাহের লিপি সহিত দাসীকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজের সমীপে গমন করিল এবং তাহার বাটীতে গিয়া দাসীকে বৈঠক খানায় রাখিয়া স্বয়ং রাজপুত্রের আগারে প্রবেশ করিল। রাজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন হে ইবনে তাহের কি সম্বাদ আনিয়াছ। ইবনে তাহের কহিল অত্যুত্তম সমাচার আনিয়াছি, আপনি আপনার প্রিয়াকে যে রূপ ভাল বাসেন তিনিও আপনাকে সেই রূপ ভাল-বাসেন। তাঁহার দাসী এক পত্র লইয়া আসিয়াছে, আজ্ঞা হইলে তাহাকে এখানে আনি। রাজপুত্র এতৎ শ্রবণে হর্ষে পুলকিত হইয়া বলিলেন উহাকে এখনি আমার সম্মুখে আহ্বান কর, এই কথা বলিয়া শয্যাতে উঠিয়া বসিলেন। পরে ভৃত্য-গণ তথা হইতে গমন করিলে ইবনে তাহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দাসীকে অভ্যন্তরে আনিল। রাজকুমার দাসীর যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পরিচারিণী আসিয়া প্রণামানন্তর কহিল মহাশয় সেই নিশাভাগে নৌকারোহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া তদবধি অনেক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন ইহা আমি জানিলাম কিন্তু অনুমান করি যে এই লিপি পাঠে এক্ষণে সুস্থির চিত্ত হইতে পারিবেন। ইহা বলিয়া রাজপ্রিয়ার পত্র তাঁহার হস্তে

দিল। রাজপুত্র পত্র গ্রহণ পুরঃসর কএক বার চুম্বন করিলেন তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিলেন, কিন্তু এক বার পাঠে অর্থ বোধ না হওয়াতে পুনরায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়িতে লাগিলেন এবং পাঠ করিতে২ কখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কখন রোদন ও কখন অত্যন্ত হর্ষে হাস্য করিলেন। অনন্তর প্রিয়তমার হস্তাক্ষর দর্শনে নেত্রকে অন্তর করিতে না পারিয়া পত্র খানি আরো এক বার পাঠ করিলেন। তৃতীয় বার পাঠ হইলে পর ইবনে তাহের কহিল অনেক ক্ষণ হইল দাসী আসিয়াছে আর অপেক্ষা করিতে পারে না, মহাশয় যে উত্তর দিবেন তাহা লিখিয়া দিয়া শীঘ্র বিদায় করুন। রাজনন্দন কহিলেন আমাকে এখনি এই পত্রের উত্তর দিতে বলিতেছ কিন্তু এই অনুগ্রহ পত্রীর প্রত্যুত্তর হঠাৎ কি প্রকারে দেই, এবং কি কথা লিখিয়া মনের দুঃখ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ করি। এই ক্ষণে সহস্র২ চিন্তাতে আমার চিত্ত অস্থির আছে এক ভাবনা করিতে২ অন্য২ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে কি রূপেই বা লেখনী ধারণ করি। তদনন্তর কাগজ কলম ও মস্যাধার বাহির করিয়া রাজপ্রেয়সীর পত্র খানি ইবনে তাহেরের হস্তে দিয়া বলিলেন তুমি এই পত্র ধরিয়া থাক আমি দেখিয়া যে২ বিষয়ের উত্তর লিখিতে হয় তাহা লিখি, ইহা বলিয়া লিখিতে লাগিলেন। পত্র লিখিতে২ রাজকুমারের বারম্বার অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল তাহাতে এক২ বার লেখনী স্থগিত থাকিল, এই রূপে লিপি সমাপন করিয়া ইবনে তাহেরের হস্তে পত্র দিয়া কহিলেন দেখ দেখি হইয়াছে কি না, আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির কি লিখিতে কি লিখিয়াছি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। ইবনে তাহের পত্র পাঠ করিয়া বলিল উত্তম হইয়াছে ইহাই পাঠাইয়া দেউন। রাজপুত্র তখন পত্র মোহর করিয়া দাসীর হস্তে দিলেন। দাসী পত্র লইয়া গমন করিল এবং ইবনে তাহেরও সেই সঙ্গে বিদায় হইল।

ইবনে তাহের স্বভবনে আসিয়াও রাজকুমারের ঐ আসক্তিতে পরিণামে কি ফল হইবেক এতদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে

লাগিল, আর মনে করিল যে সমশেন নেহার এবং রাজকিশোর যদিও এইক্ষণে পত্রাদি লিখন প্রেরণ অতি সংগোপনে করিতেছেন কিন্তু উত্তর কালে এসকল অব্যক্ত থাকিবেক না। অপর সমসেন নেহার সামান্যা স্ত্রী নহে, তাহা হইলে কোন চিন্তাই ছিল না, তিনি রাজার প্রিয়তমা. রাজা এসমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলে কেবল সেই রমণীই তাঁহার কোপে পড়িবেন এমন নহে, যুবরাজের প্রাণ রক্ষাও ভার হইবে এবং মধ্যে থাকিয়া আমিও মারা পড়িব, অতএব ইহার মধ্যে থাকিয়া আমি কেন প্রাণ হারাই, আমার ধন প্রাণ যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। বণিক্ এই রূপ চিন্তাতে সমস্ত দিন চিন্তিত থাকিয়া পরদিন প্রাতে রাজপুত্রের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে সমসেন নেহারের প্রেমে বিরত করণাভিপ্রায়ে নানা প্রকার উপদেশ দিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল, রাজকিশোর তাঁহাকে কহিল, হে ইবনে তাহের সমসেন নেহার আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, আমি তাহাকে ভালবাসিব না ইহা কি কখন হইতে পারে, আর সে আমার জন্য যখন প্রাণ দিতে উদ্যত তখন আমার কি এই উচিত হয় যে আমি আপন প্রাণের মমতা করি, আমি কদাচ তাহার প্রেমে বিরত হইতে পারিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক। রাজকুমারের এই প্রকার আগ্রহে ইবনে তাহের মনেং বিরক্ত হইয়া আপনার বাটীতে আসিল। পরে গৃহে বসিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিবেচনা করিতেছে এমন সময়ে রত্ন ব্যবসায়ি তাহার পরম প্রিয়তম এক বন্ধু তাহার নিকটে আসিল। সমসেন নেহারের দাসী ইবনে তাহেরের বাটীতে পূর্ব্বাপেক্ষা তখন অধিক বার যাতায়াত করিত আর ইবনে তাহেরও পারশ্য রাজপুত্রের আবাসে সর্ব্বদা যাইত ঐ রত্নবণিক্ তাহা দেখিয়াছিল, এবং যুবরাজের পীড়ার কথাও জ্ঞাত হইয়াছিল, অতএব ইবনে তাহেরকে চিন্তা যুক্ত দেখিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল যে তোমাকে এত চিন্তা যুক্ত কেন দেখিতেছি, সমসেন নেহারের দাসী তোমার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করে, অভ্যন্তরে কোন গুরুতর ব্যাপার আছে

না কি? ইবনে তাহের এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল যে সে কোন সামান্য কর্ম্মের জন্যে আসিয়া থাকে। রত্নবণিক্ কহিল, না তুমি আমাকে প্রকৃত কথা বলিলে না, তোমার কথার আভাসে বুঝিলাম সেটা সামান্য কর্ম্ম নহে কোন গুরুতর ব্যাপার হইবে, সেই জন্য দাসী যাতায়াত করে আমাকে বলাতে হানি কি। ইবনে তাহের তখন আর গোপন রাখিতে না পারিয়া বন্ধুর অনুরোধে কহিল, হে ভাই তাহা যথার্থই গুরুতর বিষয় বটে কিন্তু তোমাকে বলিতেছি কদাচ ব্যক্ত করিও না। ইহা বলিয়া সমসেন নেহার এবং পারশ্য যুবরাজের প্রেমের সমস্ত বিবরণ তাহাকে কহিয়া শেষে কহিল যে এই নগরস্থ ধনি গুণি সকল লোকে আমার কি প্রকার সম্ভ্রম করে তাহা তুমি জান অতএব এ বিষয় প্রচার হইলে আমার যে অপমান সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ ইহাতে আমি সপরিবারে মারা যাইব এমত সম্ভাবনা একারণ অত্যন্ত ব্যাকুল আছি এবং মনে২ এই স্থির করিয়াছি যে শীঘ্রই মহাজন দিগের ঋণ শোধ এবং প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া বানসোরা দেশে গমন করিব, যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ের একটা শেষ না হইয়া যায় তাবৎ পর্য্যন্ত সেস্থানে থাকিব এখানে আসিব না। রত্ন ব্যাবসায়ী এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল যে এবিষয় গুরুতর বটে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সমশেন নেহার এবং যুবরাজ কেন এমন প্রেমে বদ্ধ হইলেন, তাহাদের এমত রিপুকে দমন করাই উচিত ছিল তাহা না করাতে তাঁহারদিগের জ্ঞানান্ধতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাতে শেষে অনর্থোৎপত্তি হইবে সন্দেহ নাই, অতএব তুমি এ বিপদ জাল হইতে উদ্ধারের যে কল্পনা করিয়াছ তাহা সৎ কল্পনা বটে। এই কথা আর২ অনেক কথা বলিয়া জহরী বিদায় হইল, আর যাইবার কালে বলিয়া গেল যে একথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিব না।

অনন্তর তাহার দুই দিবস পরে ঐ রত্ন বণিক্ ইবনে তাহেরের দোকানে গিয়া দেখিল যে দোকান বদ্ধ, ইহাতে অনমান

করিল সে প্রস্থান করিয়াছে, পরন্তু মনের সন্দেহ দূর করণার্থ তত্রস্থ এক জন প্রতিবাসিকে জিজ্ঞাসা করিল যে ইবনে তাহের কোথায় গিয়াছে? সে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিত না অনুমানে কহিল বোধ হয় তিনি বাণিজ্যার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন। ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ রাজপুত্রের বাটীতে গমন করিল। যুবরাজের সহিত ঐ রত্নবণিকের বিশেষ আলাপাদি ছিল না, তবে কখনং দ্রব্যাদি বিক্রয় করাতে পরিচয় মাত্র ছিল। রত্নবণিক্ যুবরাজের আলয়ে গিয়া ভৃত্য দ্বারা সম্বাদ করিলে যুবরাজ তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিকটে আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নবণিক্ কহিল যদিও আপনকার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই তথাচ কোন গুরুতর সম্বাদ আনিয়া আপনকার কর্ম্মে আমার ঔৎসুক্য দর্শাইবার বাঞ্ছায় নিকটে আসিয়াছি, ইবনে তাহের বণিকের সহিত আমার দৃঢ় প্রণয় আছে, এবং তাহাতে আমাতে অভেদ অন্তর এজন্য তাহার প্রমুখাৎ আপনকার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিয়াছি, কিন্তু আমি এই মুহূর্ত্তে তাহার দোকানে গিয়া দেখিলাম যে দোকান বন্ধ আছে, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল যে দুই দিবস হইল ইবনে তাহের বানসোরায় গমন করিয়াছে, সে কথায় আমার প্রত্যয় না হওয়াতে মহাশয়ের সমীপে আসিলাম, বোধ করি তাহার হঠাৎ গমনের কারণ আপনি অবগত থাকিতে পারেন। জহরী আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এই সকল কথা বলিল কিন্তু রাজ কিশোর তাহা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, কি ইবনে তাহের এখান হইতে গিয়াছে? আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইহা অপেক্ষা আমার আর দুঃখের বিষয় নাই এই কথা বলিয়া ক্ষণেক কাল অধো বদনে থাকিলেন তৎপরে এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে ইবনে তাহেরের বাটীতে গিয়া শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি কোথায় আছেন। কিঙ্কর তৎক্ষনি গিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে আসিয়া কহিল যে ইবনে তাহেরের এক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে কহিল দুই দিবস হইল তিনি বানসোরায় গমন করি-

য়াছেন। ঐ ভৃত্য আর কহিল যে তাঁহার বাটী হইতে প্রত্যাগমন কালে অতি সুবেশা এক দাসীর সহিত পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইল, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমি মহাশয়ের দাস কি না, সে আমার সঙ্গে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করে এবং তাহার হস্তে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে দেওনার্থে এক লিপি দেখিলাম। যুবরাজ বিবেচনা করিলেন যে সে সমশেন নেহারের দাসী না হইয়া যায় না অতএব তখনি তাহাকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন। দাসী আসিবা মাত্র রাজপুত্র তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রত্ন বণিক্ তাহাকে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া অন্য এক ঘরে গিয়া বসিল। পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দাসীর সঙ্গে যুবরাজের কথোপকথন হইলে দাসী বিদায় হইয়া গেল তাহাতে রত্নবণিক্ পুনর্ব্বার রাজপুত্রের নিকট আসিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল রাজবাটীতে বুঝি আপনকার কোন গুরুতর ব্যাপার চলিতেছে। রাজকুমার এই কথায় চমৎকৃত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কথা তুমি কি জন্য বলিলে। রত্নবণিক্ বলিল যে দাসী এইক্ষণে গমন করিল এখানে তাহার যাতায়াত দেখিয়া ইহা বলিলাম, তাহাকে অনেক বার এবাটীতে আসিতে দেখিয়াছি। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন সে কাহার দাসী। বণিক্ কহিল সে সমশেন নেহারের দাসী তাহাকে কত বার ইবনে তাহেরের নিকট আসিতে দেখিয়াছি এবং তাহাকে রাজমোহিনী সকল কর্ম্মে বিশ্বাস করেন তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। জহুরির এই কথাতে যুবরাজ কি উত্তর করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন কতক ক্ষণ পরে তাহাকে কহিলেন তুমি যাহা কহিলা ইহাতে বোধ হইতেছে তুমি এবিষয়ের অধিক সন্ধান রাখ অতএব আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল। এই কথা শুনিয়া জহরী যাহাং জানিত সমুদয় রাজপুত্রকে বলিল, এবং ইবনে তাহেরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহিল। যুবরাজ তাহাতে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। পরে রত্নবণিক্ রাজ-

প্রেয়সীর সমীপে পত্রাদি প্রেরণ কি রূপ সুযোগে চলিবে এই বিষয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া বিদায় হইল, আর গমন কালে বলিয়া গেল যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করিবেন কোন চিন্তা নাই।

রত্ন ব্যবসায়ী বাটী গমন কালে দেখিল কোন ব্যক্তির প্রক্ষিপ্ত এক খানি পত্র পথি মধ্যে পড়িয়া আছে ঐ লিপিতে মুদ্রাঙ্কন ছিল না অতএব পত্র খানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল। রত্নজীরী ও রাজকিশোর যখন কথোপকথন করিতেছিলেন তৎকালে সমসেন নেহারের দাসী আপন কর্ত্রীর নিকটে গিয়া ইবনে তাহেরের গমন সম্বাদ কহিয়াছিল তাহাতে রাজপ্রেয়সী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া অস্তব্যস্তে ঐ পত্র খানি লিখিয়া তখনি রাজপুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচারিণী অসাবধানতা প্রযুক্ত তাহা পথিমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল। পত্র পাঠ হইলে রত্ন বণিক্ দেখিল যে সেই দাসী অত্যন্ত ব্যগ্র চিত্তা হইয়া পথিমধ্যে ইতস্তত পত্র অন্বেষণ করিতে২ আসিতেছে ইহাতে রত্নজীবী পত্র পুনর্ব্বার খুলিয়া দেখিতে২ আপনার বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্যে রাখিল। দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল মহাশয় আমি এক খণ্ড লিপি ভ্রম প্রযুক্ত পথে ফেলিয়া গিয়াছি সংপ্রতি দেখিলাম যে আপনি তাহা পাইয়া বক্ষঃস্থলস্থ বস্ত্র মধ্যে রাখিলেন অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেউন। বণিক্ তাহার বাক্য শুনিয়াও অশ্রুতবৎ তুচ্ছ করিয়া আপন মনে গমন করিতে লাগিল, দাসীও তাহার পশ্চাৎ২ চলিল। পরে বণিক্ বাটী গিয়া আপন মন্দিরে উপবেশন করিলে দাসী তাহার নিকটে গিয়া সবিনয় বচনে পুনর্ব্বার পত্র চাহিতে লাগিল। তখন জহরী তাহাকে তথায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এ লিপি সমসেন নেহার পারশ্য যুবরাজকে লিখিয়াছেন কি না? দাসী এই প্রশ্নে লজ্জিতা হইয়া মৌনী হইল কোন উত্তর করিল না, তাহাতে রত্নজীবী কহিল যে আমার প্রশ্নে তুমি ব্যতিব্যস্ত হইলা এমত দেখিতেছি; কিন্তু ইহাতে চিন্তা কি, একথা আমি অবিবেচনা পূর্ব্বক কহি

নাই, ইবনে তাহের বোগদাদ নগর হইতে গমন করিয়াছেন তাহা শুনিয়া তৎ সম্বাদ জ্ঞাপনার্থে ও তৎ স্থলাভিষিক্ত হওনাভিলাষে আমি যুবরাজের নিকটে গমন করিয়া ছিলাম এবং তথায় তুমিও আমাকে দেখিয়া থাকিবা। তুমি যদি আমাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় প্রত্যয় কর তবে আমার দ্বারা সকল কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, এবং এরূপ যুবক নায়ক নায়িকার প্রণয়োদ্যোগে যদি আমার প্রাণ পণ করিতে হয় তাহাও আমার স্বীকার আছে। এই কথা শুনিয়া দাসী পরমাহ্লাদিতা হইয়া জহরীর গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

তদনন্তর রত্নজীবী বক্ষস্থলের আচ্ছাদন হইতে লিপি নিঃসারণ করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া কহিল যে এই পত্র লইয়া তুমি শীঘ্র রাজপুত্রের নিকট যাও, পরে তিনি যে উত্তর দেন তাহা প্রত্যাগমন কালে আমাকে দেখাইয়া যাইও, বিস্মৃত হইও না, আর আমারদিগের যে কথোপকথন হইল তাহাও যুবরাজকে জানাইও। দাসী লিপি লইয়া ত্বরায় রাজপুত্রের নিকটে গেল যুবরাজ প্রত্যুত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিলেন। পরিচারিণী ঐ প্রত্যুত্তর লইয়া রত্ন বণিকের নিকটে আসিলে রত্ন বণিক্ তাহা পাঠ করিয়া দাসীকে দিল। দাসী কহিল আমি গিয়া ঠাকুরাণীকে এই সমস্ত বিবরণ কহিতেছি যাহাতে তিনি তোমাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় বিশ্বাস করেন তাহা করিব, ইহার সংবাদ কল্য তুমি আমার স্থানে শুনিতে পাইবে। রত্নবণিক্ পরদিন দাসীকে প্রফুল্ল বদনে আসিতে দেখিয়া কহিল যে তোমার মুখাবলোকনে বোধ হইতেছে যে সমশেন নেহার তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। দাসী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল সে কথা মিথ্যা নহে, যেরূপে তাঁহার মত করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। গত কল্য এখান হইতে গিয়া দেখিলাম ঠাকুরাণী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া আছেন, এবং আমার হস্ত হইতে যুবরাজের সেই পত্র লইয়া পাঠানন্তর আরো বিমর্শ হইলেন। ইহাতে আমি, কহিলাম ইবনে তাহেরের স্থানান্তর গমনে আপনি কেন চিন্তিতা হইতেছেন, আর এক ব্যক্তিকে

পাইয়াছি, তিনি তাহার ন্যায় আপনারদের প্রেম সিদ্ধির উত্তর সাধক হইবেন ও তদভিপ্রায়ে তিনি যুবরাজের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। আমি আরও কহিলাম যে তিনি প্রাণ পণে আপনারদের গুপ্ত বিষয় গোপনে রাখিবেন এবং সাধ্যানুসারে প্রেম কার্য্যের সাহায্য করিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী অত্যন্তাহ্লাদিতা হইয়াছেন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় ব্যগ্রা হইয়াছেন, অতএব তুমি এই ক্ষণেই আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাই। রত্নবণিক্ এই কথা শুনিবা মাত্র গমনেচ্ছায় গাত্রোত্থান করিল কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এক পদও চলিতে পারিল না। তাহাতে দাসী কহিল এ অবস্থায় কি প্রকারে গমন করিবে, অতএব তুমি এই খানে থাক, রাজপ্রিয়া বরং কোন কৌশলে এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। ইহা বলিয়া দাসী বিদায় হইল এবং সমসেন নেহারের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। তাহাতে সমসেন নেহার স্বয়ং বণিকের নিকট গমনে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তথায় যুবরাজের সঙ্গে কোন প্রকারে এক বার সাক্ষাৎ হয় তদ্ব্যাপার সমাধার জন্য দাসীকে পুনর্ব্বার রত্নবণিকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাসী রত্নজীবির আবাসে আসিয়া তাহাকে সেই কথা জ্ঞাপন করাতে রত্নব্যবসায়ী কহিল আমার এ বাটীতে তাঁহারদের সাক্ষাৎ করা ভাল নয়, আমার আর এক সদন আছে, সম্প্রতি তাহাতে কেহ নাই, সেই স্থানে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ স্বচ্ছন্দে হইতে পারিবে অতএব আমি সেই বাটী অবিলম্বে সুসজ্জিত করাইতেছি। ইহা শুনিয়া দাসী রাজপ্রেয়সীকে ঐ সম্বাদ কহিতে গেল। কিয়ৎ কাল পরে পুনর্ব্বার আগমন করিয়া রত্নবণিক্কে কহিল যে ঠাকুরাণী তাহাতে সম্মতা হইয়াছেন, সন্ধ্যাকালে ঐ স্থানেই নিশ্চয় আসিবেন, আর সেই দাসী বণিকুকে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিল যে ঐ সময়ে কিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিতে হইবে তজ্জন্য ঠাকুরাণী এই স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লও।

অনন্তর যে বাটীতে সংমিলন হইবে তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত থাকে এজন্য রত্নবণিক্ ঐ দাসীকে সেই বাটী দেখিতে পাঠাইয়া দিল, তৎপরে বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিবিধ রজত ও স্বর্ণ পাত্র ও উত্তমোত্তম বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও আস্তর ও উপধান ও অন্যং সুসজ্জার দ্রব্যাদি চাহিয়া আনিয়া উত্তম রূপে সেই ভবনস্থ গৃহ সজ্জিত করিয়া পারশ্য যুবরাজের নিকট গমন করিল। প্রেয়সীর সঙ্গে এত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে যুবরাজ তাহা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। রত্ন বণিক্ বাটী সাজাইয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছে একথা বলিবা মাত্র রাজকিশোর আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক প্রস্তুত হইলেন। রত্নজীবী গোপন কার্য্য গোপনে সমাধা হয় এজন্য রাজপুত্রকে গুপ্ত পথ দিয়া লইয়া চলিল, এবং সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া উভয়ে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে বিশ্বস্তা পরিচারিণী ও অন্য দুই জন বন্দিনী সমভিব্যাহারে রাজরমণী তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। নায়ক নায়িকার পরস্পর সন্দর্শন মাত্রে পরস্পরের যে সুখোৎপত্তি হইল তাহা বর্ণনাতীত। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া এমত আনন্দবিহ্বল হইলেন যে দুই জনে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত মূকের ন্যায় বাক্য রহিত হইয়া কেবলং পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে স্ববশ হইয়া উভয়ে এরূপ প্রেমালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা শুনিয়া রত্নবণিক্ ও পরিচারিণীগণের অশ্রু পাত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয়ে একত্র আহার করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলে সমসেন নেহার রত্নবণিক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে একটা বীণা অথবা অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র আনিয়া দিতে পার? রত্নবণিক্ তাঁহারদিগের সন্তোষার্থ তাবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, অতএব ঐ কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ একটি বীণা আনিয়া দিল। রাজপ্রিয়া সেই বীণা লইয়া তাহার সুর শুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রেম বিষয়ে উপস্থিতমতে এক

গান রচনা করিয়া রাগালোচনা পূর্ব্বক রাজপুত্রের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, বণিক্ ও দাসীগণ অন্য ঘরে গেল। ইহার কিয়ৎকাল পরে হঠাৎ একটা মহা কোলাহল হইল, এবং দ্বার রক্ষক ভৃত্য অত্যন্ত ভীত হইয়া রত্ন বণিকের নিকট আসিয়া কহিল যে কতক গুলা লোক বাহির হইতে আসিয়া বহির্দ্বার ভঙ্গ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করে না। এই কথা শ্রবণ মাত্রে রত্নবণিক্ ভয়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া যুবরাজ ও সমসেন নেহারকে সংবাদ দিতে তাহারদের কুঠরীতে গেল কিন্তু যেমন ঘরের বাহির হইবে তেমনি দেখিল যে কয়েক জন অস্ত্র ধারী মনুষ্য বাটী প্রবেশ করিয়া তদভিমুখে আসিতেছে ইহাতে ভয়ে পুনর্ব্বার ঘরের ভিতর গিয়া এক কোণে লুকাইয়া রহিল। অস্ত্রধারী মনুষ্যেরা শ্রেণী বদ্ধ হইয়া ঐ ঘর দিয়া একে২ দশ জন গেল, জহরী তাহা দেখিল কিন্তু তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন বণিক্ বিবেচনা করিল যে তাহার দ্বারা যুবরাজ ও সমসেন নেহারের কোন সাহায্য হইতে পারে না অতএব আপনি নিকটস্থ এক প্রতিবাসির গৃহে পলায়ন করিল, এবং সেখানে গিয়া এই ভাবিতে লাগিল যে পারশ্য রাজকিশোরের সঙ্গে রাজপ্রেয়সীর প্রেম সংঘটনের সংবাদ বুঝি রাজা জানিতে পারিয়াছেন এই জন্য ঐ সকল রাজ দূত প্রেরিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঐ সকল লোকেরা সেই বাটীতে কলরব করিল জহরী প্রতিবাসির গৃহ হইতে তাহা সকলই শুনিতে পাইল। পরে সেই বাটী নিঃশব্দ হইলে বণিক্ প্রতিবাসির নিকট হইতে এক খান তলওয়ার লইয়া ভয়ে কাঁপিতে২ পুনর্ব্বার বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক জন লোক অন্তরে দাঁড়াইয়া আছে, সে বণিক্কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে, বণিক্ তাহার স্বরে জানিতে পারিল যে সে তাহার ভৃত্য, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় ছিলা, রাত্রিপালগণের হস্ত হইতে কিপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলা। ভৃত্য কহিল সে সময়ে আমি একটা ঘরের মধ্যে লুকাইয়া ছিলাম, পরে গোলমাল নিবৃত্ত হইলে এই ক্ষণে বাহিরে আসি-

য়াছি, কিন্তু ঐ সকল লোকেরা রাত্রিপাল নহে, তাহারা দস্যু, কয়েক দিন হইল তাহারা আর এক বাটীতে এই রূপে পড়িয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছিল। আপনি এই বাটীতে বহুবিধ বহু মূল্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া থাকিবে একারণ অদ্য সেই লোভে এখানে আসিয়াছিল, এবং সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।

রত্নবণিক্ গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিল যে দস্যুগণ যথার্থই স্বর্ণ রৌপ্যপাত্র তাবৎ লইয়া গিয়াছে তাহাতে অতিশয় খেদিত হইল পরে সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিয়া ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পুর দ্বার যথা সাধ্য পুনঃ সৌষ্ঠব করিয়া প্রাতঃকালে স্বাবাসে গেল। কিন্তু গমন করিতে২ ভাবিতে লাগিল যে ইবনে তাহের আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমি সম্প্রতি যে আপদে অন্ধের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ইহা তিনি অগ্রেই বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে এমন কুবুদ্ধি কেন দিলেন, আমি স্বয়ং এই আপদে পড়িয়া এখন প্রাণ রক্ষা বিষম দেখিতেছি। রত্নবণিক্ বাটীতে গিয়াও এবম্বিধ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন কালে তাহার এক জন ভৃত্য তাহাকে গিয়া কহিল যে এক ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে দ্বারে দাণ্ডাইয়া আছে, ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ পুরদ্বারে আসিল। বণিক্ আসিতেই যে ব্যক্তি দ্বারে দাণ্ডাইয়াছিল সে বণিক্কে কহিল যদ্যপিও আপনি আমাকে চিনেন না কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ জানি, আমি আপনাকে কোন বিশেষ কথা বলিতে আসিয়াছি। ইহাতে রত্নবণিক্ তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে ব্যক্তি বাটীর ভিতর না যাইয়া রত্ন ব্যবসায়িকে কহিল যে আপনি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আপনকার অন্য বাটীতে আসুন, সেই খানে কথোপকথন হইবে। জহরী জিজ্ঞাসা করিল আমার আর এক বাটী আছে তাহা তুমি কি রূপে জানিলা। সে ব্যক্তি কহিল আমি তাহা জানি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে কোন উত্তম সম্বাদ

কহিব। এই কথা শুনিয়া জহরী তাহার সঙ্গে২ চলিল। পথিমধ্যে যাইতে২ পূর্ব্ব রাত্রির ডাকাইতি স্মরণ হওয়াতে বণিক্ ঐ ব্যক্তিকে কহিল যে আমার সে বাটীতে যাইতেছ বটে কিন্তু তথায় বসিবার স্থান নাই এ কথায় সে ব্যক্তি তখন মনোযোগ করিল না পরে বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল এখানে বসিবার স্থান নাই যথার্থই বটে অতএব অন্য কোন স্থানে যাই, আসুন, সেই খানে কথোপকথন হইবে, ইহা বলিয়া বণিক্কে সঙ্গে করিয়া কতক দূর লইয়া গেল আর এমত গলি দিয়া চলিল যে রত্নবণিক্ তাহা কস্মিন্ কালে চক্ষেও দেখে নাই, চলিতে২ প্রায় দিবাবসান হইল এবং পথ শ্রমে বণিক্ অতিশয় ক্লান্ত হইল, কিন্তু তখনও কত দূর যাইতে হইবে তাহার নিশ্চয় নাই, পরে তিগ্রিস নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া এক ক্ষুদ্র তরি আরোহণে দুই জনে নদী পার হইল তাহার পরে কতক দূর গিয়া সেই ব্যক্তি জহরীকে একটা বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া একটা বৃহৎ লৌহ অর্গল দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে এক ঘরের ভিতর লইয়া গেল, সেখানে আর দশ জন মনুষ্য বসিয়া ছিল, তাহারা বণিক্কে সেই খানে বসাইল। ঐ সকল ব্যক্তিরদের ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু তাহারদের প্রধান স্থানান্তর গমন করাতে তাহারা আহার করিতে বসে নাই, প্রধান আগত হইলে সকলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিল এবং বণিককেও তদ্রূপ হস্তাদি ধৌত করাইয়া আপনাদের সমভিব্যাহারে ভোজন করিতে বলিল। আহারান্তে তাহারা বণিক্কে জিজ্ঞাসা করিল গত রাত্রিতে তোমার বাটীতে কি হইয়াছিল তাহা আমারদিগকে যথার্থ রূপে বল। এ কথা শুনিয়া জহরী অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল যে তোমারদের কথার দ্বারা বোধ হইতেছে তোমরা তাহার বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত আছ। তাঁহারা কহিল হাঁ, যে যুবক যুবতী তোমার বাটীতে ছিল তাহারদের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি কিন্তু তোমার প্রমুখাৎ বিস্তারিত শুনিতে বাঞ্ছা করি। ইহাতে বণিক্ স্পষ্ট বুঝিল যে তাহারা দস্যু, তাহারাই পূর্ব্ব রাত্রে তাহার বাটী

প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে অতএব তাহারদিগকে বিনয় পূর্ব্বক বলিল হে মহাশয়েরা আমি ঐ যুবক যুবতীর নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি আপনারা তাঁহারদিগের কোন সম্বাদ বলিতে পারেন কি না। দস্যুগণ বলিল তাঁহারদিগের নিমিত্ত তুমি চিন্তা করিও না, তাঁহারা উভয়েই সুস্থাবস্থায় আছেন। পরে যে দুই কুঠরীতে তাহারদিগকে পৃথক২ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল অঙ্গুলির দ্বারা সেই ঘর দেখাইয়া দিল।

তখন রত্ন বণিকের বিশ্বাস হইল যে সমসেন নেহার এবং পারশ্য রাজকিশোর নিরাপদে আছেন তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বকর্ম্ম সাধনার্থ দস্যু গণের গুণানুবাদ ও তাহারদিগকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, পরে কহিল যদিও আপনকারদিগের সহিত আমার আলাপ নাই তথাচ আমি আপনাদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি ইহা আমার অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আপনারা যে সম্বাদ দিলেন তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। রত্নজীবী আপন কর্ম্মোদ্ধার নিমিত্ত এই রূপ ভূমিকা করিয়া পারশ্য যুবরাজের সহিত সমসেন নেহারের প্রীতির বিবরণ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় কহিল। দস্যুগণ তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল এই যুবরাজ কি সেই পারশ্য রাজকিশোর যশস্বী আলি ইবনে বেকার এবং এই যুবতী কি সেই বিখ্যাতা সমসেন নেহার?। বণিক্ কহিল ইহাঁরাই সেই যুবক যুবতী। তস্কর গণ ঐ কথা শুনিয়া যুবরাজ ও রাজরমণীর নিকট গিয়া তাহাদের পদানত হইয়া কহিতে লাগিল যদি আমরা অগ্রে আপনারদিগের পরিচয় পাইতাম তবে কদাচ এরূপ দৌরাত্ম্য করিতাম না। যাহাহউক। আমরা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অপরাধ করিয়াছি তদুপশমনার্থ ভবিষ্যতে আমারদিগের দ্বারা আপনাদের যে উপকার হইতে পারে তাহা সাধ্যানুসারে করিব। পরে বণিককে কহিল আপনার বাটী হইতে যে দ্রব্যাদি লইয়া

আসিয়াছি তাহার কিয়ৎ অংশ হস্তান্তর হইয়াছে একারণ সমুদায় প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না কিন্তু অবশিষ্ট যে সকল দ্রব্যাদি আমারদের নিকট আছে তাহা এখনি পুনঃ প্রদান করিতেছি। ইহাতে বণিক্ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। দস্যু গণ সেই সকল তৈজসাদি পুনঃ প্রদান করিয়া তাহারদিগের তিনজনকে বলিল যে আপনারা যদ্যপি সত্য করেন আমা-রদিগের প্রতি হিংসা করিবেন না তবে আমরা আপনারদি-গকে এমত স্থানে রাখিয়া আসি যে তথা হইতে আপনারা অনায়াসে স্বং গৃহে গমন করিতে পারিবেন। সমসেন নেহার এবং যুবরাজ ও রত্ন বণিক্ তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া কহিলেন যে তোমাদের কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না তস্কর গণ এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নদী তীরে লইয়া গিয়া এক খান নৌকায় আরোহণ করাইয়া পর পার করিয়া দিল। কিন্তু তাঁহারা তটে পদার্পণ করিয়াছে কি না এমন সময়ে দেখিতে পাইল যে কতকগুলা অশ্বারোহী রাজপ্রহরী তথায় আসিতেছে। দস্যু গণ তাহা দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ নৌকা বাহিয়া নদীর পারান্তরে গেল। সমসেন নেহার ও যুবরাজ এবং রত্নবণিক্ তটে রহিলেন, প্রহরিগণের প্রধান তাহারদের নিকটে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে, ও তোমারদিগের নিবাস কোথায়? এই কথায় তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন, কাহার কোন উত্তর করিতে সাধ্য হইল না। কিন্তু তখন কি করেন কোন উপায় না দেখিয়া সমসেন নেহার ঐ ব্যক্তিকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন। প্রহরী তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তি মাত্রে তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের সকলের উচিত সম্মান করিল এবং অবিলম্বে দুই খান নৌকা আনাইয়া এক নৌকায় সমসেন নেহারকে এবং অন্য নৌকায় রত্নবণিক্ ও যুবরাজকে আরোহণ করাইয়া আপনার দুই জন সঙ্গিকে সঙ্গে দিয়া তাঁহারা যে স্থানে গমন করিতে চাহেন তথায় রাখিয়া আসিতে কহিল।

তদনন্তর দুইখান নৌকা দুই দিগে গেল। রাজপুত্র বহুক্লেশে বাটীতে আসিয়া পহুঁছিলেন, কিন্তু এমত দুর্ব্বল হইয়া ছিলেন যে কথা কহিবার সাধ্য ছিল না, আত্মীয় বন্ধুগণ যে সকল কথা জিজ্ঞসা করিল কেবল ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার উত্তর করিলেন, ইহা দেখিয়া রত্নবণিক্ সেই রাত্রি তাহার নিকটে থাকিল, প্রাতঃ কালে বিদায় হইবার সময়েও রাজপুত্র তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না কিন্তু দস্যুগণ যেসকল তৈজসাদি পুনঃ প্রদান করিয়া ছিল ভৃত্যগণকে ইঙ্গিত দ্বারা সেই সকল দ্রব্যাদি তাহার বাটীতে পঁহুছাইয়া দিতে কহিলেন। বণিক্ সমস্ত রাত্রি বাটী আইসে নাই বিশেষত অপরিচিত লোকের সঙ্গে গিয়াছিল ইহাতে কোন বিপদ ঘটনা ভাবিয়া তাহার পরিবার সকলে অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিল, বণিক্ বাটীতে আসিলে তাহারা তাহাকে দেখিয়া সুস্থির হইল, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত ক্লিন্ট ও শ্রীভ্রষ্ট দেখিল। বণিক্ আপন শরীরের অবসন্নতা প্রযুক্ত দুই দিন পর্য্যন্ত বাটীর মধ্যেই থাকিল এক বারও বাটীর বাহির হইল না. তৃতীয় দিবসে আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিয়া এক বন্ধুর দোকানে গিয়া বসিল তথা হইতে স্বভবনে প্রত্যাগমন কালে দেখিল যে পশ্চাতে সমসেন নেহারের বিশ্বস্তা দাসী আসিতেছে তাহাতে দ্রুত গতি যাইয়া এক দেবালয়ে গিয়া প্রবেশ করিল, দাসীও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার পশ্চাৎ২ ঐ দেবালয়ে প্রবেশ করিল পরে পরস্পর পুনদর্শনে আহ্লাদ প্রকাশানন্তর দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি ও তোমার অন্য দুই সঙ্গিনী কিরূপে দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলা এবং সমসেন নেহারের সম্বাদ কি তাহা বল। দাসী বলিল অগ্রে তোমার সম্বাদ বল তৎপরে এই সকল কথা বলিতেছি। ইহাতে বণিক্ আত্ম বিবরণ সকল কহিল। অনন্তর পরিচারিণী কহিল যে আমি দস্যু গণকে দেখিয়া প্রথমতঃ এই বোধ করিয়াছিলাম যে তাহারা রাজ সেনা, রাজা সমসেন নেহারের গমন সম্বাদ পাইয়া যুবরাজের এবং আমারদিগের প্রাণ বধ করণার্থ

তাহারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু যখন সে ভ্রান্তি দূর হইল তখন ঐ দুই সহচরী সমভিব্যাহারে আমি তোমার সেই বাটীর ছাদের উপরে উঠিলাম, সমসেন নেহার ও যুবরাজ যে গৃহে ছিলেন, দস্যুগণ সেই সময়ে সেই সদনে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমরা ছাদ দিয়া আর এক বাটীর ছাদে ও সে ছাদ দিয়া আর এক ছাদে এই রূপে এক ভদ্র লোকের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে ব্যক্তি আমারদিগকে যত্ন করিয়া রাখিল, এবং আমরা তথায় সে রাত্রি বাস করিলাম। পরদিন প্রাতে সমসেন নেহারের অন্তঃপুরে গমন করিলাম তাহাতে অন্যান্য পরিচারিণী গণ রাজপ্রিয়াকে আমারদের সঙ্গে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণী কোথায়? তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলা। আমি কহিলাম তিনি আপন কোন প্রিয়তমা সখীর বাটীতে থাকিয়া আমারদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন, আর বলিলেন যখন বাটী গমনের বাঞ্ছা হইবে তখন তোমারদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমি সমস্ত দিন অতিশয় উদ্বেগে থাকিলাম রাত্রি হইলে খিড়কির দ্বার মুক্ত করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে অনেক দূরে স্রোতে এক খান নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে তাহাতে নিকটস্থ এক জন ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাহককে কহিলাম যে ঐ নৌকার নিকট ডিঙ্গি লইয়া যাও যদি তাহাতে কোন স্ত্রী লোক থাকে তবে তাহাকে ঐ তরিতে অবরোহণ করাইয়া ত্বরায় তটে আনিও। ঐ তরির প্রত্যাগমনাপেক্ষায় আমি ও ঐ দুই জন দাসী প্রায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই স্থানে নদী তটে দাণ্ডাইয়া থাকিলাম, দুই প্রহর রজনী অতীত হইলে পর নৌকা তটে আসিল তাহাতে দেখিলাম যে তাহার পশ্চাদ্ভাগে এক স্ত্রী শয়ন করিয়া ও তাহার নিকটে দুই পুরুষ বসিয়া আছে। নৌকা তটে লাগিলে ঐ দুই পুরুষ ঐ নারীকে ধরিয়া তুলিল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তিনি সমসেন নেহার, ইহাতে আমরা অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলাম। কিন্তু তৎকালে রাজপ্রিয়ার উত্থান শক্তি না থাকাতে আমরা সকলে ধরিয়া তাঁহাকে নৌকা হইতে

নামাইলাম। পরে তিনি আমাকে কাণে২ মৃদুস্বরে কহিলেন, যে দুই জন রাত্রিপাল তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে তাহারদিগকে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় কর। আমি আজ্ঞামাত্রে স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়া তাহাদিগকে পুরস্কার করত বিদায় করিয়া রাজ প্রেয়সীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলাম, সেখানে বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া শয্যার উপর শয়ন করাইলে তিনি অচেতন হইয়া থাকিলেন এবং তদবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি গেল। প্রভাতে অন্যান্য পরিচারিণীগণ তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহারদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না, বলিলাম যে ঠাকুরাণী অত্যন্ত অসুস্থা আছেন গোলমাল সহ্য করিতে পারিবেন না।

অনন্তর আমি এবং সেই দুই জন দাসী তাঁহার নানা প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার আহারেচ্ছা হইল না। পরে বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়া দুই তিন চামচ মদ্য পান করাইলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ বলাধান হইল। অনন্তর অনেক স্তব স্তোত্র করাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল হা হতোস্মি এই শব্দ ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, অন্য কোন কথা কহিতে পারেন নাই। আহারান্তে বাক্য শক্তি হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনি দস্যুগণের হস্ত হইতে কি রূপে উদ্ধার পাইলেন। রাজপ্রেয়সী কহিলেন তোমরা সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আমার শোকাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত কর. দস্যুগণ যদি আমার প্রাণ নষ্ট করিত, তবে একেবারে আমার দুঃখের শেষ হইত, বাঁচিয়া কেবল দুঃখানল প্রবল হইতেছে। এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে কহিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন যে রত্ন-বণিক্ আমারদের বিস্তর উপকার করিয়াছে এবং আমারদের জন্য দস্যুগণ দ্বারা তাহার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে, অতএব কল্য প্রাতে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া তাহাকে দিও আর যুবরা-জের কুশল জানিয়া আসিও। রাজরমণী এ সকল কথা বলিলে

পর আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কহিলাম যে আপনি রাজপুত্রের জন্য সম্প্রতি মহা আপদে পড়িয়া ছিলেন, কি জানি পুনর্ব্বার যদি এইরূপ বিপদ ঘটে অতএব দুরন্ত প্রেমের অত্যন্ত বশীভূতা হইবেন না। কিন্তু ঠাকুরাণী আমার কথা শুনিলেন না, আমি কি করি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলাম। পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া বণিক্‌কে দিতে গেলাম। বণিকের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অধিক নহে অতএব সে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইল এবং সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া রাজপ্রেয়সীকে কোটি২ নমস্কার দিয়া মনের সন্তোষ জানাইয়া পাঠাইল।

রত্নবণিক্ পর দিন প্রভাতে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিল যে রাজপুত্র বাটীতে প্রত্যাগমনাবধি চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যাতে পড়িয়া আছেন, আহারের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, এই কথা শ্রবণে উদ্বেগান্বিত হইয়া রাজকিশোরের শয়নাগারে গিয়া দেখিল যে তিনি শয্যাগত এবং চেতন রহিত, তদ্দৃষ্টে বণিকের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখোদয় হইল। পরে যুবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক নমস্কার করাতে রাজপুত্র তাহার স্বর পাইয়া এমন ভাবে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন যে তাহা দেখিয়া বণিকের আরো দুঃখ বোধ হইল। রাজনন্দন কত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিয়া বণিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন তুমি আমার জন্য অনেক ক্লেশ পাইয়াছ এবং পরেও এ দুর্ভাগার তত্ত্ব করিতে আসিয়াছ ইহাতে আমি অতিশয় বাধ্য হইলাম। রত্নবণিক্ তাঁহাকে বিবিধ প্রকার হিতোপদেশ দিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পরে অন্যান্য ব্যক্তিরা তথা হইতে গমন করিলে যুবরাজ অনেক খেদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন আমার নিমিত্ত তোমার বিস্তর হানি হইয়াছে ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি, কিন্তু অবশ্যই তাহার প্রতীকার করিব, এক্ষণে বল দেখি সমসেন্ নেহারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওনের পরে তাহার কোন সম্বাদ

পাইয়াছ কি না। ইহাতে রত্নবণিক্ দাসীর প্রমুখাৎ যে২ বিবরণ শুনিয়াছিল তাহা সমুদয় কহিল। তাহা শুনিয়া যুবরাজের অশ্রু ধারা ও দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল কিয়ৎ কাল এই রূপে খেদ করিয়া রাজপুত্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে বণিক্ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল। পরে যুবরাজ ভৃত্যগণকে ডাকিয়া সিন্দুক খুলিতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং সিন্দুকের নিকট গিয়া নানা প্রকার রত্ন বাহির করিয়া বণিকের বাটীতে পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। সমসেন নেহার তাহার পুরস্কার করিয়াছেন একথা বলিয়া বণিক্ যদিও যুবরাজের প্রসাদ গ্রহণে বাহ্যিক অসম্মতি প্রকাশ করিল, তথাচ রাজপুত্র তাহা না শুনিয়া ঐ সকল দ্রব্য তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে বণিক্ যুবরাজের নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় হইতে চাহিল কিন্তু রাজনন্দন তাহাকে বাটী যাইতে না দিয়া সে দিন সমীপে রাখিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। পরদিন প্রাতে বণিক্ দাসীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে স্বভবনে গমন করিল, তাহার কিয়ৎকাল পরে ঐ দাসীও রোদন করিতেং তাহার নিকট আসিল। বণিক্ তাহাকে রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল আর কি জিজ্ঞাসা কর সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আপনার বাটীতে সমসেন নেহারের সঙ্গে যে দুই জন বন্দিনী আসিয়াছিল কোন অপরাধ প্রযুক্ত তাহারদের এক জনকে প্রহার করাতে সে প্রতিহিংসার মানসে প্রহরী খোজার নিকট গিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, এবং অন্য দাসীও পলায়ন করিয়া রাজবাটীতে গিয়াছিল বোধ করি সেও তাবদ্ব্যাপার রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকিবে, কেননা এখনি বিংশতি জন রাজসেনা আসিয়া সমসেন নেহারকে রাজবাটীতে লইয়া গেল, আমি ব্যস্ত হইয়া আপনাকে এই সম্বাদ কহিতে আসিলাম আপনি ইহা প্রকাশ করিবেন না কিন্তু এখনি যুবরাজকে গিয়া এই সকল কথা বলুন, আর এই সঙ্কটে তিনি আমারদের পরিত্রাণের যে উপায়

করিতে পারেন তাহা করুন নতুবা প্রাণ রক্ষা ভার। এই কথা বলিয়া দাসী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষা করিল না। রত্নবণিক্ এই সংবাদে বজ্রাঘাতি ব্যক্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাণ্ডাইয়া থাকিল, কিন্তু কাল বিলম্ব করিলে কাল হস্তে পড়িতে হইবে ইহা ভাবিয়া ত্বরায় যুবরাজের নিকট গিয়া বলিল মহারাজ বিষম সঙ্কট উপস্থিত, এসঙ্কটে সাহস ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহা বলিয়া দাসী যাহা কহিয়াছিল তাহা নিবেদন করত যুবরাজকে বলিল আর গৌণ করিবেন না, সময় অতি দুর্ল্লভ, শীঘ্র উঠিয়া পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করুন, নতুবা রাজার ক্রোধে পড়িলে অপর লোকের ন্যায় অপমানে প্রাণ নষ্ট হইবে।

রাজকুমার এই সকল কথা শুনিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন পরে রত্নজীবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিপদ কালে কি কর্ত্তব্য। রত্নবণিক্ কহিল এক্ষণে উপায় এই যে অবিলম্বে অশ্বারোহণ করিয়া আপনার নগরে চলন, আমিও সঙ্গে যাই, এতদ্ব্যতীত অন্যোপায় দেখি না। ইহা শুনিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অশ্ব সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যাহা স্বচ্ছন্দে লইয়া যাওয়া যায় এমত দ্রব্য ও কতক বহু মূল্য রত্নাদি লইয়া আপন মাতার নিকট বিদায় হইয়া রত্নবণিক্ ও কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দুই দিন অবিশ্রান্ত গমন করিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শ্রান্তি নিবারণ জন্য এক বৃক্ষ মূলে বসিলেন কিন্তু তিনি বসিয়াছেন কি না এমত সময়ে এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহারদিগকে আক্রমণ করিল। ইহাতে দুই দলে মহা যুদ্ধারম্ভ হইলে রাজপুত্রের তাবৎ সঙ্গী হত হইল। পরে যুবরাজ ও রত্নবণিক্ অনেক বিবেচনা করিয়া দস্যুগণের বশীভূত হইলেন। কিন্তু তস্করেরা তাঁহারদের জীবন মাত্র ত্যাগ করিয়া অশ্ব ও পাথেয় এবং তাবৎ দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া তাহারদিগকে নগ্ন রাখিয়া গেল। দস্যুরা প্রস্থান করিলে পর যুবরাজ রত্নবণিক্কে কহিলেন হে বন্ধো

এখন কি কর্ত্তব্য। বণিক্ কহিল এখানে থাকায় আর প্রয়োজন নাই, চলুন, অন্য কোন স্থানে গমন করি, সেখানে কোন প্রকারে গুপ্ত ভাবে থাকিব। রাজকিশোর কহিলেন এখানে থাকিলেও মরিতে হইবেক অন্যত্র গমন করিলেও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইব না তবে স্থানান্তরে গমনে কি ফল, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ ভাল, আর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিব না। কিন্তু বণিক্ তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া তথা হইতে লইয়া চলিল এবং কতক দূর গিয়া একটা মসজিদের দ্বার মুক্ত দেখাতে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় নিশা যাপন করিল। অতি প্রত্যূষে এক ব্যক্তি ঐস্থানে ভজনা করিতে গিয়াছিল ভজনান্তে প্রস্থান কালীন সে রত্নবণিক্ এবং যুবরাজকে ঘরের এক কোণে লুক্কায়িত দেখিয়া তাহারদিগের নিকটে গিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিল যে আপনাদের লক্ষণে বোধ হইতেছে আপনারা বিদেশী হইবেন। ইহাতে রত্নবণিক উত্তর করিল মহাশয় যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে, আমরা বোগদাদ নগর হইতে আসিতেছিলাম গত রাত্রি দস্যুর হস্তে পড়াতে আমারদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহার পরে এই অবস্থায় এস্থানে আসিয়াছি এখানে আমারদের এমত পরিচিত কেহ নাই যে তাহার নিকটে গমন করিয়া যাচ্ঞা করি যদি মহাশয় এ বিপদ কালে আমারদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেন তবে রক্ষা পাই। ঐ ব্যক্তি কহিল যদ্যপি তোমরা আমার বাটীতে আইস তবে আমার যথা সাধ্য করিতে পারি। রত্নব্যবসায়ী কহিল আপনি যে খানে বলিবেন আমরা সেই খানে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিবস্ত্র অবস্থায় কি রূপে বাহির হইব। ঐ ব্যক্তি কহিল তজ্জন্য চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমারদিগকে পরিধেয় বস্ত্র দিতেছি। তদনন্তর সে ব্যক্তি যুবরাজ ও রত্নবণিক্কে আপন বাটীতে লইয়া গেল, তথায় তাহারদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল। রত্নবণিক্ আহার করিল, কিন্তু রাজকুমার ক্ষুধার্ত্ত থাকিলেও কিছুই আহার করিলেন না তাহাতে রত্নবণিকের মনে অতিশয় ভয়

জন্মিল যে শীঘ্রই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। সেই গৃহস্থ পরে তাহারদের শয়নের স্থান করিয়া দিয়া তথা হইতে গমন করিল। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে রত্নবণিক্ যুবরাজের মৃত্যু লক্ষণ দেখিয়া গৃহস্থকে ডাকিতে লাগিল। ইহাতে রাজকুমার বণিক্কে কহিলেন হে বন্ধো আর কি দেখিতেছ আমি চলিলাম। মৃত্যু কালে তুমি আমার নিকটে আছ ইহা পরমাহ্লাদের বিষয়, আমার মৃত্যুর কারণ তুমি উত্তম রূপ জ্ঞাত আছ, পুনশ্চ কহিবার প্রয়োজন নাই আমি সন্তোষ পূর্ব্বক আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি, কিন্তু আমার এই আক্ষেপ থাকিল যে জননীর ক্রোড়ে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতাম, তাঁহার এই দুঃখ হইবে যে তিনি মৃত্যু কালে আমার চক্ষু রোধ করিতে ও আমাকে মৃত্তিকা দিতে পারিলেন না, আমার এই সকল আক্ষেপোক্তি অবশ্যং তাঁহাকে জানাইবা আর কহিবা যেন আমার মৃত দেহ লইয়া বোগদাদ নগরে গোর দেন ও আমার ত্যক্ত জীবের মুক্ত্যর্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। পরে গৃহস্বামিকে দেখিয়া তাহার উপকারস্বীকারার্থ নানা প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজতনয় তনুত্যাগ করিলেন।

যুবরাজের মরণের পর দিবস এক দল সওদাগর বোগদাদে যাইতেছিল রত্নবণিক্ তাহারদের সঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ আপন বাটীতে গেল তথায় বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুবরাজের বাটীতে গমন করিল। রাজবাটীর তাবৎ লোকেই জানিত যে রাজপুত্র তাহার সঙ্গে গিয়াছেন, অতএব তাঁহার অনাগমনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। পরে রত্নব্যবসায়ী রাজমাতার নিকট সম্বাদ করিতে বলিল। সম্বাদ হইলে রাণী বন্দিনী গণে বেষ্টিতা হইয়া স্বীয় মন্দিরে রত্নবণিক্কে ডাকাইলেন। রত্নবণিক্ রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া অতি বিরস বদনে কহিল যে আপনি জানেন পরমেশ্বর সকলের জন্ম মৃত্যুর কর্ত্তা, তাঁহার ইচ্ছাতে সকলই হয়, তিনি আপনাকে রক্ষা ও আপনার মঙ্গল করুন। এই কথা

শ্রবণমাত্রে রাণী আর কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তম তনয়ের মরণানুমানে কহিলেন তুমি আমার পুত্রের সংঘাতিক সম্বাদ আনিয়াছ ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী সকলে হাহা শব্দে রোদন করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া রত্নবণিকেরও নয়নে জল ধারা বহিল। পরে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হইলে রাজমাতা তাহাকে রাজপুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, জহরী তাবৎ বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক কহিল। তৎপরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন আমার পুত্র তোমাকে আর কোন বিশেষ কথা বলিয়াছেন কি না। রত্নবণিক্ বলিল অন্তিম কালে আমাকে এই কথা বলিলেন যে মাতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না আমার এই মহা খেদ রহিল কিন্তু তাঁহাকে আমার এই নিবেদন জানাইও যে আমার শব বোগদাদে লইয়া গোর দেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা পর দিন প্রত্যূষে আপন দাস দাসী সঙ্গে লইয়া পুত্রের শব আনয়নার্থে গমন করিলেন। বণিক্ তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া যুবরাজের জন্য শোক করিতে২ আপন বাটীর নিকটে গিয়া চক্ষুঃ উত্তোলন করিয়া দেখিল যে সমসেন নেহারের দাসী বিষণ্ণ বদনে দ্বারে দাণ্ডাইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া রত্নবণিকের নয়নে পুনরায় বারি ধারা বহিতে লাগিল। পরে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি রাজনন্দনের মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়াছ কি না। দাসী কহিল কি কি সেই নিরুপম পরম সুন্দর রাজকিশোর মরিয়াছেন, পরে বিলাপ করিয়া কহিল আহা কি কঠিন কাল! তাঁহার প্রিয়া সমসেন নেহারও লোকান্তর গত হইয়াছেন। হে শুদ্ধাত্মারা, তোমরা যে অবস্থাতে থাক তোমারদের প্রেমের যেন ব্যাঘাত না হয়, জীবদ্দশায় মায়াময় দেহ তোমারদের প্রণয়ের প্রতি বাদী ছিল, এই ক্ষণে সে মায়া মুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সুখ ভোগ কর। রত্নবণিক্ পূর্ব্বে সমসেন নেহারের মরণ বার্ত্তা শুনে নাই এবং যদিও দাসী শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল তথাপি শোকান্ধতা প্রযুক্ত তাহাতে মনোযোগ করেন নাই কিন্তু যখন দাসীর নিকটে

সকল কথা শুনিল তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি সমসেন নেহার পরলোক গমন করিয়াছেন! দাসী কহিল হাঁ তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং সেই জন্য আমি শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মরণ বৃত্তান্ত অতি চমৎকার তোমাকে বলিতেছি, তুমি প্রথমে সুকুমার রাজকুমারের মৃত্যুর বিবরণ আমাকে বল, আমি প্রিয়তমা ঠাকুরাণীর শোকের সহিত তন্মরণের শোক মিশ্রিত করিয়া মরণ পর্য্যন্ত ঐ শোকে আপন আত্মাকে সমর্পণ করিব। পরে রত্নবণিক্ রাজকুমারের মৃত্যুর সমুদয় বিবরণ এবং তাঁহার মৃত দেহ বোগদাদ নগরে আনয়নার্থ তাঁহার মাতা গমন করিয়াছেন ইহাও কহিল।

অনন্তর দাসী রাজরমণীর বৃত্তান্ত এই রূপে বলিতে লাগিল। সে কহিল তোমার স্মরণ আছে আমি সে দিবস তোমাকে কহিয়া গিয়াছিলাম যে বোগদাদাধিপতি প্রেয়সীকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। অপর সেই দুই বন্দিনী রাজার নিকটে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে এই যে অনুমান করা গিয়াছিল তাহা যথার্থ। নৃপতি সেই দুই দাসীকে পৃথক্২ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতেই এমত আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে তিনি সমসেন নেহারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমারের প্রতিও অত্যাচার ও দণ্ড করিবেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সমসেন নেহারকে রক্ষক সঙ্গ ব্যতীত স্বচ্ছন্দে নগর ভ্রমণের অনুমতি দিলেন এবং তজ্জন্য স্বীয়াপরাধ মানিয়া নানা প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। আমি যৎকালীন আপনার নিকট আসি তৎকালে রাজা সমসেন নেহারকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি পুনর্গমন করিয়া দেখিলাম যে সমসেন নেহার আপন ঘরেই আছেন, আমার শব্দ পাইয়া তিনি বাহিরে আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মৃদু ভাবে আমাকে বলিলেন তোমার কর্ম্ম তুমি উত্তম রূপে করিয়াছ কিন্তু তাহার এই শেষ হইল। পরে রজনী যোগে রাজা তথায় আগমন করিলে, নবীনা সহচরীগণ, গান বাদ্য আরম্ভ

করিল এবং খাদ্য দ্রব্যাদি পরিবেশন হইলে রাজা স্বপ্রেয়সীকে হস্তে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। সমসেন নেহার পূর্ব্বাবধি অত্যন্ত ক্ষুব্ধা ও শোকান্বিতা ছিলেন রাজার নিকট কিঞ্চিৎ কাল বসিয়াই টলিয়া ভূমিতে পড়িলেন। রাজা প্রথমতঃ বোধ করিলেন যে তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে এবং আমরাও তাহাই অনুমান করিলাম কিন্তু পরে চৈতন্য করিতে গিয়া দেখিলাম যে তিনি একেবারে জন্মের মত অচৈতন্য হইয়াছেন। ইহাতে তৎকালে আমারদিগের যে রূপ আশ্চর্য্য বোধ ও শোকোদয় হইল তাহা অনুভব করুন। রাজা নানা প্রকার বিলাপ করিয়া রোদন করিলেন এবং গমন কালে প্রিয়ার বাদ্য যন্ত্রাদি তাবৎ ভগ্ন করাইলেন। আমি সমস্ত রাত্রি শবের নিকট প্রহরী দিয়া থাকিলাম, প্রভাতে আপন চক্ষুর বারিতে ঐ শবকে ধৌত করিয়া গোর দেওনের বস্ত্রাদি পরাইলাম। রাজরমণী জীবদ্দশায় থাকিতে আপনার শব রক্ষার নিমিত্ত এক অপুর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন রাজা সেই স্থলে তাঁহাকে স্বহস্তে মৃত্তিকা দিলেন। পরন্তু তুমি এখনি বলিলে যে যুবরাজেরও গোর বোগদাদ নগরে হইবে, আমি অনুমান করি যে মৃত নায়ক নায়িকার এক স্থানে গোর হইলে তাঁহারদের মৃতাত্মার পরিতোষ হইতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। রত্নব্যবসায়ী বলিল এই দুঃসাধ্য সাধন কিপ্রকারে হইবে, রাজা ইহাতে কোন মতে সম্মত হইবেন না। দাসী কহিল তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না, ঠাকুরাণীর লোকান্তর গমনে রাজা তাঁহার দাসীগণের দাসীত্ব বিমোচন পূর্ব্বক প্রত্যেকের ভরণ পোষণার্থ স্থির বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন, এবং আমাকেও স্থির বৃত্তি দিয়া সমসেন নেহারের গোর স্থান রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমি তাঁহাতে সহায়তা করিতে পারিব এবং তোমাকে বলিতেছি যে রাজা যখন যুবরাজের সহিত সমসেন নেহারের প্রেমের কথা শুনিয়া কিছু বলেন নাই তখন মরণান্তে তাঁহারদের মৃত শরীর এক স্থানে থাকিলে এক তিলও দুঃখিত হইবেন না।

রত্নবণিক্ এই কথার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া দাসীর সঙ্গে সমসেন নেহারের মৃত দেহের ভজনার্থ গোরস্থানে গেল, সেখানে দেখিল যে গোরস্থানে মহা সমারোহ এবং বোগদাদ ও চতুর্দ্দিগ বাসি আবাল বৃদ্ধ বনিতা নানা লোকেতে গোরের চতুষ্পার্শ্বে মহা জনতা করিয়া বসিয়া আছে, তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং জনতা নিমিত্ত গোরের নিকট গমন করিতে না পারিয়া দূরে থাকিয়া শবের ভজনা করিয়া দাসীকে কহিল এখন আমার বোধ হইতেছে তুমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলা তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবেক কেননা এই সকল লোক সমসেন নেহারের শুভাকাঙ্ক্ষী, ইহাদের নিকট রাজপুত্রের সহিত তাঁহার প্রেমের বিবরণ এবং তাঁহাদের উভয়ের এক সময়ে মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়া কহিলে ইহারা উভয়ের এক স্থানে গোর যাহাতে হয় তাহা করিবেন। রত্নজীবী দাসীকে ইহা কহিয়া উভয়ে চীৎকার করিয়া যুবরাজ এবং সমসেন নেহারের প্রেমের ও মরণের বিবরণ সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া কহিল। তাহা শুনিবা মাত্র ঐ সমস্ত লোক যুবরাজের মাতাকে অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য নগর হইতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গিয়া রাজপুত্রের শবের অগ্রে২ নগরের দ্বার পর্য্যন্ত শ্রেণী বদ্ধ হইয়া আসিল। রাজ মাতা নগর দ্বারে আসিলে দাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নগর বাসি লোকেরদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে নায়ক নায়িকার জীবদ্দশায় এক আত্মা ছিল মরণান্তে তাহারদের এক স্থানে গোর হওয়া উচিত। অতএব যেখানে সমসেন নেহারের গোর হইয়াছে সেই খানে যুবরাজের শব রক্ষার আজ্ঞা দেউন। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতা হইলেন। তাহাতে নগর বাসি উত্তম মধ্যম অধম তাবৎ লোক যুবরাজের শব আনয়ন করিয়া সমসেন নেহারের পার্শ্বে গোর দিল। সেই সময়াবধি বোগদাদ নগর বাসি ও প্রবাসি ও নানা দেশীয় লোক যাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম যাজন করে তাহারা ঐ গোরের অতিশয় ভক্তি করে এবং সময়ে২ গিয়া তাহার পূজাও করে।

এই গল্প সমাপনানন্তর শাহরজাদী কহিল হে মহারাজ কালেফ হারুনল রসিদের পরম প্রিয়তমা প্রেয়সী সমসেন নেহার এবং শ্রেষ্ঠ আলি এবনে বেকার পারস্য রাজকুমারের প্রেমের এই বিবরণ শুনাইলাম, আগামি রাত্রিতে অন্য এক আশ্চর্য্য উপন্যাস কহিব।

কামারল জমান রাজপুত্র এবং চীন দেশীয় রাজকন্যার প্রেমের কথা।

শাহারজাদী কহিতেছে, পারস্য দেশ হইতে বিংশতি দিবসের পথ ব্যবধানে মহা সমুদ্র মধ্য স্থিত খালেদান নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে, তথায় শাহ জমান নামা এক রাজা ছিলেন। তিনি নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিয়া পৃথিবীস্থ অন্য২ রাজগণাপেক্ষা অতিশয় বদ্ধিষ্ণু ও বিখ্যাত হয়েন, কিন্তু যদিও তাঁহার চারি ধর্ম্ম পত্নী এবং ষষ্টি উপপত্নী ছিল তথাচ সন্তানাভাবে স্বমরণানন্তর উত্তরাধিকারি বিরহে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় সতত ভাবনান্বিত থাকিতেন। অনেক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই ভাবনা মনেং ছিল। পরে এক দিবস প্রধান মন্ত্রিকে আত্ম মনস্তাপের বিবরণ কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মন্ত্রিবর তুমি যদি ইহার কোন উপায় জ্ঞাত থাক তবে কহ। বিজ্ঞ মন্ত্রী সবিনয় বচনে নিবেদন করিল মহারাজ এই বিষয়ের উপায় মনুষ্যের জ্ঞান গম্য নহে, পরমেশ্বর আমারদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ সকল বুদ্ধি দেন নাই, তাহার কারণ এই যে সৌভাগ্য অথবা বিষয় মদে মত্ততা প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেও বিপদ অথবা প্রয়োজন কালে তাঁহাকে স্মরণ করিব অতএব তাঁহাকেই স্মরণ করুন এবং মহারাজের এই বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে ঈশ্বরপরায়ণ ভূরি২ প্রজা আছেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ পরমেশ্বর প্রিয় থাকিতে পারেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনায় অবশ্য মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা অর্থ দ্বারা তাঁহারদিগকে তুষ্ট করিয়া মহারাজের অভীষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত করা যাউক।

শাহ জমান ভূপতি মন্ত্রির এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া

তাহাকে সাধুবাদ করিলেন। পরে রাজ্যস্থ দেবালয় ও মন্দিরে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া তদধ্যক্ষগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বস্ত্যয়ন করণে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর ঈশ্বরেচ্ছায় নয় মাসের মধ্যে রাজ মহিষীর গর্ভে এক পুত্র হইল। মহীপাল তাহাতে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া দেবালয় মন্দির ও ধর্ম্ম শালায় পুনরায় বহুতর ধন বিতরণ করিয়া পরম সুন্দর পুত্রের নাম কামারল জমান (অর্থাৎ তৎকালের চন্দ্র) রাখিলেন।

রাজকুমার চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে প্রবর্দ্ধমান হইলে রাজা তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ বিদ্যা বিশারদ বহুং বহুদর্শি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল শিক্ষকেরা রাজকুমারকে নানা বিদ্যার উপদেশ দিতে লাগিলেন, এবং রাজপুত্রও আপন স্বাভাবিক প্রখরতর বুদ্ধি যোগে তাঁহারদের উপদেশোপলক্ষে অল্পকালের মধ্যে নানা বিদ্যায় নিপুণ ও সন্নীতি এবং রাজনীতিতে বিশারদ হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ বয়ো বৃদ্ধি হইলে যুদ্ধ বিদ্যা ও অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতেও অতিশয় পারগ হইলেন। রাজপুত্রের এই সকল গুণ দেখিয়া রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজা ও রাজা পরমানন্দিত হইলেন। পরে রাজতনয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর হইলে রাজা স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করণাভিলাষ করিয়া মন্ত্রিকে তদভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন মন্ত্রী সে অভিপ্রায় হইতে রাজাকে নিরস্ত না করিয়া বরং প্রকারান্তরে পোষকতা করিয়া কহিল হে রাজেন্দ্র অল্প বয়সে এতাদৃক রাজকুমারকে রাজ্য ভারার্পণ করা পরামর্শ সিদ্ধ হয় না। আপনি এই আশঙ্কা করিতেছেন যে যুবরাজ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে কুনীতি হইবেন, কিন্তু আপনি রাজকুমারের বিবাহ দেউন, তাহা হইলে কুমার নিয়মের অতিক্রম করিতে পারিবেন না, এবং লাম্পট্য স্বভাব হইবারও আশঙ্কা থাকিবে না, অধিকন্তু তাঁহাকে রাজ সভায় থাকিতে আজ্ঞা হউক, তাহাতে রাজ্য শাসনের নীতি প্রকৃতি দেখিয়া সময়ে রাজ্য ভার গ্রহণে স্বয়ং যোগ্য হইবেন।

রাজা মন্ত্রির পরমর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে স্বনিকটে আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলেন। রাজকুমার নিয়মিত কালে পিতার নিকট গমন করিতেন অসময়ে হঠাৎ আহূত হওয়াতে চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে রাজ সভায় গিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া নম্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্র আমি তোমাকে কি জন্য এখন ডাকিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি না। কুমার মৃদু ভাবে কহিলেন আমি অবগত হই নাই কি কারণ আহ্বান হইয়াছে আজ্ঞা করুন। রাজা কহিলেন আমি তোমার বিবাহ দিবার মনস্থ করিতেছি ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি। রাজকুমার পিতার এই বাক্যে স্তব্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে রহিলেন, পরে সুস্থির হইয়া কহিলেন হে জনক আমি যে আপনকার বাক্যে চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিতে বিলম্ব করিলাম এজন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা আমি এমত বোধ করি নাই যে আমার তুল্য নবীন বালকের প্রতি এমত অসম্ভব প্রস্তাব সম্ভব বিশেষতঃ যদিও আমার বিবাহ হয় নাই তথাপি স্ত্রী লোক হইতে পুরুষ দিগের যে রূপ ক্লেশ হয় তাহা শ্রুত আছে এবঞ্চ স্ত্রী জাতির চাতুরী ও দুষ্টতা এবং শঠতার বিবরণ নানা পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, ইহাতেই দার পরিগ্রহ করিতে কোন মতে আমার বাসনা হয় না।

রাজা পুত্রের এই কথা শুনিয়া তখন তাহাকে আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু যাহাতে তাহার পরিণয়নে শ্রদ্ধা জন্মে তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার পুত্রকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস আমি গত বৎসর তোমার বিবাহের বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া ছিলাম তাহার কি সদ্বিবেচনা করিয়াছ, তুমি কি নিতান্তই বিবাহ করিবা না এবং তোমাকে অসংসারি দেখিয়াই কি আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। নৃপনন্দন উত্তর করিলেন হে পিতঃ তদ্বিষয়ে আমার সদ্বিবেচনায় ত্রুটি হয় নাই আমি অনেক বিবেচনা করিয়া শেষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি

পাণিগ্রহণ অকর্ত্তব্য এই ক্ষণে যে অবস্থায় আছি এই অবস্থা- তেই জীবন যাপন করিব, স্ত্রী জাতি অতি অধম, তাহারদিগের হইতে পুরুষেরদের যে প্রকার অনিষ্ট ঘটে তাহা অনেক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, এবং এই ক্ষণেও কত২ অঙ্গনার কুক্রিয়া কর্ণে শুনিতেছি ও চক্ষে দেখিতেছি, তাহাতেই বিবাহে আমার অ- ভক্তি জন্মিয়াছে অতএব মহারাজ এবিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ করিবেন না। রাজপুত্র এই কথা বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করিয়া সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শাহজমান ভূপতি পুত্রের বিবাহ প্রতি এবম্প্রকার উদাস্য বাক্য শ্রবণে রাগান্বিত না হইয়া মন্ত্রিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহি- লেন হে মন্ত্রিন্ তুমি যে পরামর্শ কহিয়াছিলে তদনুরূপ করি- য়াছিলাম কিন্তু কামারল জমান আমার ইচ্ছানুযায়ি কর্ম্মে সম্মত হয় না বরঞ্চ এমত সাহঙ্কার বাক্যে আপন প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিল যে তাহাতে আমি অত্যন্ত বিবেচনা করিয়া আত্ম ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছি। পিতা মাতা সন্তান দিগকে সকল বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহাতে কোন বিষয়ে যদি অপত্যেরা অনঙ্গীকার করে তবে তাহারদিগের অতিশয় অপমান ও খেদের বিষয় হয় এই ক্ষণে এই দুর্ম্মদ এবং মদভিপ্রায়ের প্রতি কূলাচারী যুবরাজকে কি রূপে শুধরান যাইবেক বল দেখি। মন্ত্রী নিবেদন করিল মহারাজ আর এক বৎসর যুবরাজকে এই বিষয় বিবে- চনা করিতে দেউন, যদ্যপি ঐ কাল গত হইলেও আপনকার অভিমত কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করেন তবে সম্পূর্ণ রাজসভায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করা যাইবেক তাহাতে বোধ হয় রাজকুমারের পূর্ব্বে যে মত থাকুক পরিপূর্ণ সভায় মহারাজের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল অন্য মত প্রকটন করিতে পারিবেন না।

তদনন্তর শাহজমান মহীপাল মন্ত্রিকে বিদায় করিয়া যুব রাজের মাতা ফতেমা রাণীর নিকট গমন করিলেন। রাজা রাণীর নিকট যুবরাজের বিবাহের কথা সর্ব্বদা কহিতেন কিন্তু তদানীন্তন ব্যাপারে ক্ষুণ্নমনা হইয়া সজল নয়নে মহিষীকে কহি-

লেন হে প্রিয়ে প্রধান মন্ত্রির পরামর্শানুসারে আমি এপর্য্যন্ত পুত্রের সম্মতি পাইবার অপেক্ষা করিয়া ছিলাম. কিন্তু তোমার তনয় আমার ঈপ্সিত বিষয়ে দ্বিতীয় বার অনঙ্গীকার করিল। আমি বোধ করি যুবরাজ আমা অপেক্ষা তোমার অধিক বাধ্য অতএব কোন সময়ে তুমি তাহাকে এবিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান করিও তাহাতেও যদ্যপি বিবাহ করিতে সম্মত না হয় তবে আমাকে অন্যোপায় করিতে হইবে কিন্তু তাহাতে শেষে তাহার অশেষ মনস্তাপ জন্মিবে।

ফতেমা রাণী এক দিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন ওরে বাছা তুমি বিবাহ করিতে দ্বিতীয় বার অস্বীকার করিয়াছ তাহাতে রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যুবরাজ কহিলেন জননি সে বিষয়ে আমাকে কোন কথা কহিবেন না. কেননা মনের দুঃখে আমার মুখ হইতে অমর্য্যাদার বাক্য নির্গত হইলে তাহাতে আবার আপনকার মনোদুঃখ হইবে। এই কথা শুনিয়া ফতেমা রাণী সে দিবস পুত্রকে আর কোন কথা বলিলেন না। কএক দিন পরে পুনর্ব্বার তনয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাজমহিষী তাঁহাকে কহিলেন হে নন্দন দার পরিগ্রহের প্রতি তোমার এত দ্বেষ কেন, আমাকে বলিতে পার। কামারল জমান কহিলেন হে মাতঃ আপনি যে রূপ ধার্ম্মিকা ও বুদ্ধিমতী পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পৃথিবী মণ্ডলে এমন অনেক নারী আছেন ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকেরা কি বুদ্ধিতে ভার্য্যা মনোনীত করে আমি তাহা বুঝিতে পারিনাই। অপর ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা অতি কঠিন, সে জ্ঞান সকল লোকের থাকে না, পিতা আমার দার পরিগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, যদি আমি বিবাহ করিতে সম্মত হই, তবে কোন্ নারী আমার ভাগ্যে পড়িবে তাহা আমি জ্ঞাত নহি, অনুমান হইতেছে নিকটস্থ কোন রাজাকে কন্যা দান করিতে কহিবেন, সে রাজা সম্ভ্রম বোধ করিয়া কন্যা প্রদান করিবেন। ঐ রাজকন্যা সুরূপা বা কুরূপা যাহা হউক তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে ত্যাগ করিতে পারিব না

এবং যদিও নিরুপম সুন্দরী হয়, তথাপি তাহার কি২ গুণ অর্থাৎ সে প্রণয়িনী আমোদ নিপুণা সুখদা ইত্যাদি গুণবতী কি না ও সদালাপ, শালিনী এবং নীচ ব্যক্তির মনোনীত বস্ত্র ভূষণ বেশ বিন্যাসাদি যে তুচ্ছ বিষয় তদালাপ বিরাগিণী কি না এবং তাহার অহঙ্কার ও অভিমান ও অশিষ্টতা প্রতি ঘৃণা আছে কি না ও রঙ্গিন বস্ত্রে এবং অনাবশ্যক অলঙ্কারে ও অন্যান্য অনর্থক কর্ম্মে পুরুষেরদিগের ধন অপব্যয় করিবে কি না এসকল বলিতে কেহই পারিবেন না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন এসকল না জানিলে বিবাহে ঘৃণা হইতে পারে কি না। এই কথা শুনিয়া রাণী তৎকালে আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার পর যখন সাক্ষাৎ হইত তখন তদ্বিষয় উত্থাপন করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি রাজপুত্রের শ্রদ্ধা জন্মে এমত অনেক প্রসঙ্গ কহিতেন পরন্তু যুবরাজের প্রতিজ্ঞা সেই রূপ স্থির রহিল, রাজরাণী যাহা বলিতেন রাজকুমার তাহার সদুত্তর করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিতেন।

এই প্রকারে সে বৎসর গত হইলে এক দিবস প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্য ও রাজসভ্য এবং রাজকর্ম্মকারক ও সৈন্যাধ্যক্ষ গণ এবং কুলীন সকলে রাজসভাতে উপস্থিত আছেন এমত সময়ে রাজা নিজ কুমারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে বৎস অনেক দিবস হইতে অমি তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, এত দিন পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলাম যে তুমি আমার বাসনা সফল করিবা, কিন্তু সে আশায় তুমি আমাকে নিরাস করিয়াছ, অতএব আর কালক্ষেপ করিতে না পারিয়া আমি তোমাকে সভাস্থ সকলের সমক্ষে সেই কথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি অধুনা তুমি বিবেচনা কর বিবাহ করিলে তুমি যে কেবল আমাকে তুষ্ট করিবে এমত নহে, দেশ হিতৈষি প্রজাগণও তাহাতে অহ্লাদিত হইবেন, অতএব বিবাহ করিবা কি না, সভাস্থ সকলের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, তৎপরে আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। এই কথায় রাজ-

কিশোর অতি কঠিন উত্তর করিলেন, তাহাতে ভূপতি পূর্ণ সভায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বলিলেন কি রে কুসন্তান তোর এত আস্পর্দ্ধা আমাকে এ রূপ বাক্য কহিস্, প্রহরিরা কে আছিস্ রে, ইহাকে লইয়া যা। এই কথা বলিবা মাত্র খোজাগণ রাজনন্দনকে ধরিয়া তখনি এক অলোকালয় নির্জ্জন পুরাতন শিবিরে লইয়া গেল, এবং তথায় এক শয্যা ও কএক খান পুস্তক ও তৈজস এবং সেবার জন্য এক জন দাস মাত্র দিয়া যুবরাজকে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই প্রকারে কামারল জমান যদিও স্বাধীনত্ব বর্জ্জিত হইলেন তথাপি পুস্তকের সহিত আলাপ করিতে বাধা ছিল না একারণ একাকী থাকাতেও তাঁহার বড় ক্লেশ বোধ হইল না। তিনি রাজবাটীতে থাকিয়া সন্ধ্যাকালে যে রূপ স্নান ও ভজনা করিয়া কোরাণ পাঠ করিতেন কারা মধ্যেও তদ্রূপ নিয়ম পালন করিলেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নিদ্রা গেলেন, ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং দাস দ্বারে শয়ন করিয়া থাকিল।

ঐ শিবিরে এক কূপ ছিল, তন্মধ্যে দামরিয়াল নামক দৈত্য রাজের কন্যা মাইমোনী নাম্নী এক পরী থাকিত। সেই পরী নিত্য দুই প্রহর রাত্রির সময় কূপ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে যাইত। ঐ দিবস রাজপুত্রের ঘরে আলোক দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে দ্বারে নিদ্রিত দাসকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজকুমার অত্যুত্তম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরী শয্যার পারিপাট্যের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তদুপরি সুপ্ত রাজকিশোরকে দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। রাজনন্দন অর্দ্ধেক মুখ বসনে আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ পরী তাঁহার অর্দ্ধাচ্ছাদিত বদনাবলোকনেও বোধ করিল যে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি তদ্রূপ রূপবান পুরুষ দেখে নাই। অতএব মনে২ কহিল হায় কি সুন্দর পুরুষ দেখিলাম, যখন এব্যক্তি চক্ষুরুন্মীলন করিবে তখন বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে ইহাকে কি আশ্চর্য্য রত্ন জ্ঞান হইবেক,

হায় ইহার এমত কি গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল যে রাজা ইহাকে এমন নির্জ্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পরী সুকুমার রাজকুমারের রূপের এরূপ প্রশংসা করিয়াই যে ক্ষান্তা হইল এমত নহে, রাজপুত্রের বদনাচ্ছাদন খুলিয়া ধীরে২ তাঁহার সুকোমল বদন ও কপোল চুম্বন করিয়া পুনরায় তদ্বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আকাশ পথে উড্ডীয়মানা হইল। কতক দূরে গিয়া দেখিল যে ঈশ্বর বিদ্রোহী এক দৈত্য যাইতেছে, ঐ দৈত্য শিমহোরাসের পুত্র, তাহার নাম দানহাস, মাইমোনী পরী সোলেমানের দল ভুক্তা ইহা সেই দৈত্য অবগত ছিল এবং ঈশরের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি জানিয়া তাহাকে ভয় করিত, অতএব তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একেবারে মাইমোনীর সম্মুখে পড়াতে পলাইতে না পারিয়া অতিশয় নম্রভাবে কহিল হে বরণীয়া মাইমোনী তোমাকে অভিবাদন করি, তুমি পরমেশ্বরের শপথ পুরঃসর আমাকে বল যে আমার প্রতি কোন অহিতাচরণ করিবা না, এবং আমিও অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমার কোন অনিষ্টাচার করিব না। মাইমোনী কহিল অরে দৈত্যাধম তুই আমার কি করিতে পারিস্ যে আমি তোকে ভয় করিব। কিন্তু তুই আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলি এজন্য আমি তোকে বলিতেছি আমি তোর কোন মন্দ করিব না, ওরে ভ্রমণশীল প্রেত বল্ দেখি তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্, ও কোথায় কি২ আশ্চর্য্য দেখিয়াছিস্, ও কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছিস্। দানহাস দানব কহিল হে সুন্দরি উপযুক্ত সময়ে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল অতএব এক অদ্ভুত ব্যাপার বলি শ্রবণ কর।

চীন দেশের রাজকন্যার কথা।

দানহাস কহিল, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ডের শেষ উপদ্বীপের নিকটস্থ চীন দেশ হইতে আগমন করিতেছি। দৈত্য এই কথা বলিতে বলিতেই কম্পান্বিত কলেবর এবং ভয়ে বাক্য শূন্য হইতে লাগিল অতএব কষ্টসৃষ্টে কহিল হে সুন্দরি তোমার

দর্শনে এখনও আমার শঙ্কা দূর হয় নাই, তুমি পুনর্ব্বার অঙ্গীকার করিয়া বল যে আমাকে মার্জ্জনা করিবে এবং আমার কথা শেষ হইলে আমাকে যথেচ্ছা গমন করিতে দিবে এই অভয় দান করিলে আমি তোমার শুশ্রূষা তৃপ্তি করিতে সাহস পাই। মাইমোনী পরী বলিল ওরে পাপিষ্ঠ দানব বল, কিছু ভয় নাই, কিন্তু মিথ্যা বলিস্ না তাহা হইলে তোর ডানা পাখা ছিঁড়িয়া একাকার করিব। দানহাস এই কথায় কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া বলিল হে ঠাকুরাণি আমি সত্য ভিন্ন অসত্য কিছুই বলিব না, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি চীন দেশ হইতে আসিতেছি, তুমি অবশ্যই জান ঐ রাজ্য পৃথিবী মধ্যে অতি প্রকাণ্ড ও পরাক্রান্ত। ঐ রাজ্যের বর্ত্তমান গায়ুর নামক রাজার বেদোয়া নাম্নী এক কন্যা আছে, তাহার এমত অপরূপ রূপ যে বুঝি দিবাকরও তদ্রূপ রূপ ধরণী মণ্ডলে আর দেখেন নাই। রাজা কন্যার বাস স্থানের নিমিত্ত সাত মহল এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অদ্বিতীয়, প্রথম বাটী স্ফটিকের দ্বারা নির্ম্মিত, দ্বিতীয় পিত্তলের, তৃতীয় উত্তম পোলাদা লোহার, চতুর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য পিত্তলের, পঞ্চম পরস মণির, ষষ্ঠ রূপার, সপ্তম স্বর্ণের।

অপর ঐ রাজকুমারীর সৌন্দর্য্য সৌরভে চীন রাজ্যের নিকটস্থ ভূপতিগণ তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে দূত প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু চীনাধিপতি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তনয়ার অনভিমতে কাহার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন না, এবং কন্যাও বিবাহে অসম্মতা আছেন সুতরাং রাজদূত গণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইতি মধ্যে এক জন মহা ঐশ্বর্য্য শালী পরাক্রান্ত রাজনন্দনের দূত সমাগত হইয়াছিল, চীনাধিপতি ঐ দূতের যথেষ্ট সমাদর করিয়া ছিলেন, এবং ঐ রাজপুত্রের সহিত বিবাহার্থে স্বীয় নন্দিনীকে নানা প্রকার অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজবালা তাহাতে সম্মতা না হইয়া পিতাকে কহেন যে এবিষয়ে আপনি ক্ষান্ত থাকুন। এই কথা শুনিয়াও রাজা কন্যাকে পুনঃ২ অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু

কন্যা তাহা স্বীকার করা দূরে থাকুক পিতাকে যে রূপ মান্য করিতে হয় ক্রোধ বশতঃ তাহাও বিস্মরণ হইয়া বলিয়াছেন হে পিতঃ বিবাহের কথা বলিয়া আপনি অমাকে আর বিরক্ত করিবেন না, যদ্যপি পুনর্ব্বার বলেন তবে আত্মহত্যা দ্বারা আপনার বাক্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। চীনেশ্বর দুহিতার এই প্রকার বাক্যে উষ্মান্বিত হইয়া বলিয়াছেন কন্যা তুমি উন্মত্তা হইয়াছ অতএব অদ্যাবধি তোমার প্রতি উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইল। রাজা ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে উক্ত সাত মহল বাটীর মধ্যে এক মহলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার সেবার্থ দশ জন প্রাচীনা পরিচারিণী মাত্র দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজকন্যার ধাত্রীও আছে।

তদনন্তর যে সকল রাজারা রাজকন্যাকে বিবাহ করণাভিলাষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষুণ্ণ না হয়েন এজন্য চীনাধিপতি দূত দ্বারা সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিলেন যে আমার কন্যা ক্ষিপ্তা হইয়াছে, এবং নগরে এই ঘোষণা করাইলেন যে ব্যক্তি কন্যার রোগ মুক্ত করিবে তাহাকে শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ঐ কন্যাই প্রদান করা যাইবেক।

দানহাস এই কথা সমাপন করিয়া কহিল হে অপরূপা মাইমোনী আমি ঐ রাজকন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং যাহা কহিলাম সমুদায় সত্য, তুমি যদি ঐ রাজতনয়াকে দেখ তবে আমার কথায় প্রত্যয় করিবে বরঞ্চ আমার সঙ্গে আইস আমি তোমাকে লইয়া তাহাকে দেখাইতেছি, ঐ রাজকন্যাকে দেখিলে তোমার মনের সন্দেহ দূর হইবেক। মাইমোনী দানহাসের কথায় কোন উত্তর না করিয়া কিয়ৎ কাল হাস্য করিতে লাগিল। দানহাস তদ্ভাবাবধারণ করিতে না পারিয়া মহা চমৎকৃত হইল। মাইমোনী অনেক ক্ষণ হাস্য করিয়া কহিল ভাল ভাল ওরে দৈত্য বড় ভাল, তুই বোধ করিয়াছিস্ যে তুই যাহা কহিলি তাহা বিশ্বাস করিব, আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুই কোন এক আশ্চর্য্য কথা বলিবি, কিন্তু কেবল একটা উন্মত্তা বালিকার বিবরণ বলিলি, ছি ছি, ওরে হতভাগা

দৈত্য, আমি যে এক পরম সুন্দর সুকুমার রাজকুমারকে দেখিয়া আসিলাম যাহাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি তুই যদি তাহাকে দেখিস্ তবে কি বলিবি আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে ঐ রাজকুমারের সহিত তোর রাজকন্যার তুলনা করিলে তুই এই ক্ষণেই পরাভব মানিবি। দানহাস জিজ্ঞাসা করিল হে মনোলোভা মাইমোনী তুমি কোন্ রাজপুত্রের কথা বলিতেছ। মাইমোনী উত্তর করিল শুন, তোর রাজকন্যার যে রূপ ঘটিয়াছে এই রাজকুমারেরও তদ্রূপ ঘটনা হইয়াছে, এ রাজপুত্রও বিবাহ করিতে চাহেন নাই তাহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমি যে পুরাতন দুর্গে বাস করি তথায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আমি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তথা হইতে আসিতেছি। ভাল তুই তোর রাজনন্দিনীকে আনিয়া আমার রাজনন্দনের নিকট শয্যাতে রাখ্ দেখি, তাহা হইলে উভয়কে প্রত্যক্ষে দেখিলে আমারদের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

দানহাস দানব পরীর এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ চীন দেশে গমন করিল, এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে অতিশয় দ্রুত বেগে সুন্দরী রাজকুমারীকে নিদ্রিতাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিল। পরী রাজকন্যাকে যুবরাজ কামারল জামানের শয়নাগারে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাজকুমারের নিকট শয়ন করাইল। তদনন্তর কুমার অধিক সুন্দর কি কুমারী অধিক সুন্দরী এই কথা লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরী বলিল রাজপুত্র অধিক সুন্দর, দৈত্য কহিল তাহা নহে রাজকন্যা অধিক সুন্দরী। এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়াতে মধ্যস্থের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনে উভয়ে সম্মত হইল। পরে মাইমোনী ধরণীতে পদাঘাত করিল, তাহাতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া খঞ্জ কুব্জ টেরা মস্তকে ছয় শৃঙ্গ ও হস্ত পদে দীর্ঘ নখ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শরীর এক দৈত্য নির্গত হইল, সেই দৈত্য নির্গত হইবা মাত্রে মৃত্তিকা পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া গেল। দৈত্য পরীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত

পূর্ব্বক গাত্রোত্থানানন্তর পাতিত জানু হইয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণি আমাকে কি জন্য স্মরণ করিলেন আজ্ঞা করুন। মাইমোনী বলিল ওরে কাশকাশ, দানহাসের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিষ্পত্তির নিমিত্ত আমি তোকে ডাকিয়াছি, তুই এই শয্যাস্থিত যুবক যুবতীকে দৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে কে অধিক সুন্দর ইহা অপক্ষপাতে বল দেখি। কাশকাশ যুবরাজ ও রাজকুমারীর রূপ দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিল, কিন্তু উভয়ের তুল্য আকার ও রূপ দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাইমোনীকে বলিল, হে ঠাকুরাণি এই দুই ব্যক্তির তুল্য রূপ কিছু প্রভেদ বোধ হয় না, অতএব ইহারদিগের এক জনকে এক তিল অধিক সুন্দর বলিলে আপনাকে প্রতারণা করা হইবে এবং আমি আপনকার নিকট বিশ্বাসঘাতক হইব একারণ যদি ইহাদিগের রূপের ন্যূনাধিক্য জানা আবশ্যক হয় তবে এক পরামর্শ বলি, একে২ ইহারদের উভয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করুন, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এক জন আর এক জনকে দেখিবে তাহাতে যে জন অন্য জনকে দেখিয়া অধিক ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতা ও রিপুর প্রাবল্য প্রকাশ করিবে তাহাকেই কোন অংশে কিঞ্চিৎ ন্যূন সুন্দর বলা যাইবে। কাশকাশের এই পরামর্শে মাইমোনী ও দানহাস উভয়ে সম্মত হইল। পরে মাইমোনী এক মক্ষিকা রূপ ধারণ করিয়া যুবরাজের স্কন্ধে এরূপে হুল ফুটাইল যে তাহাতে যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া নিদ্রাবেশে দংশিত স্থানে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মাইমোনী সেই সময়ে স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়া ঐ দুই দৈত্যের ন্যায় অদৃষ্ট হইয়া সুপ্তোত্থিত রাজকুমার কি করেন দেখিতে লাগিল। পরে রাজপুত্র যেমন হস্ত টানিয়া লইবেন তেমনি রাজকন্যার হস্তের উপর তাঁহার হস্ত পড়াতে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে অত্যন্ত মনোহরা নিরুপমা পরম সুন্দরী ষোড়শী এক যুবতী তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে কামারল জমান যে কামাগ্নির মর্ম্ম তৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না এবং যাহার পরাক্রম হইতে আপ-

নাকে তাদৃক যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ছিলেন সেই কামাগ্নি একেবারে তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যুবরাজ অনঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন আহা কি সুন্দরী! কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! উঃ প্রাণ! হাঃ মন। এবম্প্রকার প্রেমোক্তি পূর্ব্বক রাজ কন্যার গণ্ড দেশে ও কপোলে এবং মুখে অতি দৃঢ়তর চুম্বন করিলেন। রাজ কন্যা দানহাসের মোহেতে অসাধারণ সুসুপ্তি অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না সেই প্রকার নিদ্রাবস্থাতেই রহিলেন। রাজনন্দন তাহা দেখিয়া কহিলেন হে ললনে কামারল জমান তোমার প্রেমদাস, প্রেমের এত চিহ্ন দেখাইতেছে তথাপি তোমার চৈতন্য কেন হইতেছে না। তুমি যে হও কোন মতে আমি তোমার প্রেমের অযোগ্য পাত্র নহি। তদনন্তর পুনর্ব্বার রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু জাগ্রৎ করিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন পিতা কি এই রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, হায় হায় তবে তিনি আমাকে পূর্ব্বে কেন ইহাঁকে দেখান্ নাই, তাহা না করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। এই রূপ বিলাপ করিয়া যুবরাজ পুনরায় মহীপাল বালার চৈতন্য করিতে উদ্যত হইলেন এবং মনে২ ভাবিলেন যে বিবাহে আমার যথার্থ ঘৃণা আছে কি না তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত বুঝি পিতা এই সুন্দরীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাই হউক, এই কামিনীর স্মরণার্থ আমি ইহার অঙ্গুরী লইয়া রাখি। এই কথা বলিয়া ধীরে২ কামিনীর অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরিকা মোচন করিয়া লইয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক তাহার হস্তে দিলেন, তৎপরে দৈত্যদিগের মায়াতে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাজপুত্রের নিদ্রা হইবা মাত্র দানহাস মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া রাজকন্যার ওষ্ঠে দংশন করিল, তাঁহাতে রাজবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একেবারে উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে ঐশয্যায় তাঁহার নিকটে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছে, ইহাতে প্রথমত অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইলেন, পরে যুবরাজের অপরূপ

রূপ দর্শনে প্রফুল্ল চিত্তে বলিতে লাগিলেন যে ইহার সঙ্গেই কি পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, হায়! আমি কি দুর্ভাগা, ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য কদাচ হেলন করিতাম না এবং এমত স্বামির আলিঙ্গনে কখনও বঞ্চিত থাকিতাম না। পরে রাজকুমারের অঙ্গে হস্ত দিয়া কহিলেন হে কান্ত উঠ২ বিবাহের শুভ রাত্রিতে এত নিদ্রা কেন। তৎপরে যুবরাজের নিদ্রা ভঙ্গ নিমিত্ত অত্যন্ত বলে হস্ত চালন করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি মায়া নিদ্রায় মোহিত এ-জন্য নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর রাজনন্দনের হস্ত ধরিয়া চুম্বন কালে দেখিলেন যে তাঁহার হস্তে আপনার অঙ্গুরী তুল্য এক অঙ্গুরী রহিয়াছে তাহাতে আপন হস্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অন্য অঙ্গুরিকা দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এই ব্যক্তির হস্তে যে অঙ্গুরী তাহা আমারই হইবেক। অনন্তর রাজপুত্রকে ইচ্ছানুসারে চুম্বন করিতে২ তাঁহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন মাইমোনী দেখিল যে রাজকন্যা রাজপুত্রকে জাগাইবার জন্য এত যত্ন করিল তখন সাহঙ্কার বাক্যে দানহাসকে বলিল দেখ রে পাপিষ্ঠ দেখ, তুই কি বলিয়া ছিলি, তোর রাজনন্দিনী আমার রাজকুমারের অপেক্ষা অধম, এখন ইহা প্রত্যয় হইল কি না। ইহা বলিয়া কাশকাশকে বলিল যে তোমার পরিশ্রমে আমি যথেষ্ট বাধিত হইলাম এবং দানহাসকে বলিল যে রাজকুমারীকে যেখান হইতে আনিয়াছিলি সেই খানে লইয়া যা। এই কথায় দৈত্যদ্বয় রাজনন্দিনীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং মাইমোনী ঐ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

কামারল জমান পর দিন প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গের পর যখন দেখিলেন যে সেই কামিনী তাঁহার নিকটে নাই তখন ভাবিলেন যে পিতা আমার সহিত চাতুরী করিয়াছেন। পরে যে দাস দ্বারে শয়ন করিয়াছিল তাহাকে ডাকাতে সে জল এবং মুখ প্রক্ষালনের এক পাত্র আনিয়া দিল। রাজপুত্র মুখ প্রক্ষা-

স্নানান্তর ভজনাদি করিয়া কিঞ্চিৎকাল পুস্তক পাঠ করিলেন, তৎপরে আরং নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া দাসকে বলিলেন আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুই সত্য কহিস্. গত রাত্রে যে নারী আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল বল দেখি সে কি প্রকারে এখানে আইল, ও তাহাকে কে আনিয়াছিল। ভৃত্য এই বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল আপনি কোন্ স্ত্রীর কথা বলিতেছেন? যুবরাজ বলিলেন যে স্ত্রী গত রাত্রিতে আগতা অথবা আনীতা হইয়া আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল। দাস কহিল ধর্ম্মাবতার, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমি তাহার প্রসঙ্গ কিছুই জানি না, আর আমি দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম আমার অজ্ঞাতসারে এখানে কে আসিতে পারিবে। তখন ভূপালতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে মিথ্যা-বাদী তুই বেটাও ঐ কুমন্ত্রণায় সংশ্লিষ্ট হইয়াছিস্, ইহা বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন তাহাতে কিঙ্কর ধরাবলুণ্ঠিত হইলে সেই অবস্থাতেই যুবরাজ তাহার উপর পদাঘাত করিলেন, তৎপরে কূপের রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া কূপে ডুবাইতে লাগি-লেন, আর কহিলেন অরে বেটা সেই রূপবতী কোথায় ও কোন্ ব্যক্তি তাহাকে আনিয়াছিল শীঘ্র বল্ নতুবা তোকে ডুবাইয়া মারিব। ইহাতে ভৃত্য হত জ্ঞান ও মৃতপ্রায় হইয়া বিবেচনা করিল 'রাজকুমার প্রবল দুঃখের আবেশে হৃতবুদ্ধি হইয়াছেন, অতএব ইহার নিটক মিথ্যা না বলিলে কোন মতে পরিত্রাণের পন্থা নাই। মনেং ইহা স্থির করিয়া মৃদুস্বরে বলিল হে প্রভু আমাকে নষ্ট করিবেন না, আমাকে কূপ হইতে তুলুন, আমি সত্যই বলিতেছি। এই কথায় রাজপুত্র তাহাকে কূপ হইতে উঠাইলেন। ভৃত্য কাঁপিতেং বিনয়ান্বিত বচনে বলিল ধর্ম্মাবতার আমি শীতে কম্পিত কলেবর হইয়াছি এঅবস্থায় সে সমস্ত কথা কি রূপে বলিব, আমাকে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিতে দেউন তাহার পর সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি। রাজনন্দন কহিলেন তবে যা, কিন্তু শীঘ্র আসিয়া আমাকে তাবৎ বিবরণ বল্। পরিচারক এই ছলে রাজপুত্রের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহি-

রে যাইয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া তদবস্থায় ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজসদনে গমন করিল। রাজা তৎকালে প্রধান মন্ত্রির সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দাস রোদন করিতে২ তাঁহার পদানত হইল, তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে কহিল মহারাজ আমি বড় কুসম্বাদ লইয়া আসিয়াছি, রাজকিশোর উন্মত্ত হইয়াছেন আর বলিতেছেন যে কোন্ নারী গত রাত্রে তাঁহার নিকটে গিয়া শয়ন করিয়াছিল। অপর তিনি আমার যে দুর্দশা করিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। পরে যুবরাজ যাহা২ বলিয়াছিলেন ও যেং রূপে তাহার দুর্গতি করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিল।

রাজা এরূপ বিষাদ জনক ঘটনার আশঙ্কা করেন নাই, অতএব দাসের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল, তুমি শীঘ্র গিয়া এবিষয়ের তথ্য জানিয়া আইস দেখি। মন্ত্রী আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের বন্ধনশালায় গিয়া দেখিল যে যুবরাজ শয্যায় বসিয়া শান্ত স্বভাবে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। পরে নমস্কারাদির পর মন্ত্রী রাজপুত্রের নিকটে বসিয়া কহিল, হে ভূপালতনয় আপনকার এক কিঙ্কর রাজ সমীপে গিয়া এমন এক কুসংবাদ কহিল যে রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন ঐ কিঙ্করের অবশ্য দণ্ড করা কর্ত্তব্য। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি কুসম্বাদ ও তাহাতে এমত ভয়ের বিষয় কি ছিল যে পিতা তাহা শুনিয়া ভীত হইয়াছেন, আমি ঐ দাসের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। মন্ত্রী কহিল সে আপনার যেং কথা কহিল পরমেশ্বর করুন তাহা যেন সত্য না হয়, আপনাকে আমি স্বচক্ষে সুস্থ দেখিতেছি তাহাতে সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হইতেছে, পরমেশ্বর আপনাকে এই ভাবেই রাখুন। রাজপুত্র কহিলেন অনুমান করি কিঙ্কর সকল কথা উত্তম রূপে বুঝাইয়া কহিতে পারে নাই। কিন্তু এইক্ষণে তুমি আসিয়াছ, ভাল হইল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, গত রাত্রে আমার নিকট কোন্ সুন্দরী আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। মন্ত্রী এই প্রশ্ন শুনিয়া

ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া পরে কহিল আপনকার এই কথায় আমি যে চমৎকৃত হইলাম ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না, এই দুর্গের দ্বার বদ্ধ থাকে এবং আপনকার শয়নাগারের দ্বারে দাস শয়ন করিয়াছিল, অতএব বদ্ধ দ্বার ও শয়িত দাসকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন স্ত্রী অথবা কোন মনুষ্য এখানে আসিবে, ইহা কি প্রকারেই বা সম্ভব। যুবরাজ কহিলেন আমি সে কথা শুনি না, তুমি আমাকে বল, সে স্ত্রী কোথায়, যদি সহমানে না বল তবে অপমান করিয়া বলাইব। এই কটু কথায় মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত হইল, এবং আপনাকে কি রূপে পরিত্রাণ করিবে ও রাজকুমারের কিসে সান্ত্বনা হইবে তাহা মনেং চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি ঐ নারীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি না। রাজকিশোর বলিলেন হাঁ আমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই বোধ করিয়াছি যে তুমি আমাকে প্রলোভ দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলা, সে আপন কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার একটি কথাও শ্রবণ করিতে পাই নাই। মন্ত্রী বলিল ধর্ম্মাবতার আমাকে যাহা বলুন কিন্তু আমার দ্বারা এমন কর্ম্ম হয় নাই, এবং রাজা অথবা আমি ঐ সুন্দরীর বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহি, অতএব বোধ হইতেছে আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। এই কথায় যুবরাজ একেবারে রাগান্ধ হইয়া কহিলেন, কি তুই আমার সহিত কৌতুক করিতে আসিয়াছিস্, ইহা বলিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া বিলক্ষণ মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ধৈর্য্য পূর্ব্বক প্রহার সহ্য করিল এবং প্রহার কালে মনেং ভাবিল যে দাসের যে রূপ হইয়াছে আমারও সেই রূপ হইল, কিন্তু অধিক অপমান গ্রস্ত না হইয়া যদি কোন রূপে পরিত্রাণ পাই তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য, অতএব মধ্যেং অবসর চাহিল, পরে রাজপুত্র ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেই কহিল আপনি যাহা সন্দেহ করিতেছেন ইহাতে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে বটে আমি স্বীকার করি, কিন্তু আপনি বিলক্ষণ জানেন যে রাজাজ্ঞা পালন করা মন্ত্রির

কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব আমাকে ছাড়িয়া দেউন, রাজাকে যে কথা বলিতে হয় আজ্ঞা করুন আমি গিয়া তাহা বলিতেছি। রাজকুমার বলিলেন তবে যা, তাঁহাকে গিয়া বল্ যে গত রাত্রে আমার নিকটে তিনি যে রমণীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাকে আমি বিবাহ করিব, আর তিনি যাহা বলেন তাহা আসিয়া আমাকে শীঘ্র বল্। মন্ত্রী অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক যুবরাজকে প্রণাম করিয়া দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করত বিরস বদনে রাজ সদনে গেল।

মন্ত্রী উপস্থিত হইবা মাত্র ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মন্ত্রী আমার পুত্রকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিলে। মন্ত্রী বলিল মহারাজ আমার অবস্থা দেখিয়াই বিবেচনা করুন, দ্রাস আসিয়া যাহা বলিয়াছে তাহা সমুদায়ই সত্য। পরে কামারল জমানের সহিত তাহার যে২ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল ও তিনি তাহাকে যে রূপ প্রহার করিয়াছিলেন ও যে কৌশলে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আইল তাহাও কহিল। শাহ জমান রাজা পুত্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন একারণ এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের নিকটে গমন করিলেন। কামারল জমান পিতাকে দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা পুত্রকে নিকটে বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং তাহার কথা বার্ত্তার দ্বারা কোন প্রকারে বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য বোধ না হওয়াতে পুনঃ২ মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে রাজপুত্র হতজ্ঞান নহেন মন্ত্রির আপনারি বুঝিবার ভ্রান্তি হইয়াছিল। তদনন্তর ভূপাল নিজ তনয়কে ঐ রমণীর বিষয় এই রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন হে বৎস আমি শুনিতেছি গত রাত্রিতে কোন নারী না কি আসিয়া তোমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল, বল দেখি সে কে। কামারল জমান কহিল মহাশয় সে কথা বলিয়া আর কেন খেদ বৃদ্ধি করেন, যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া সেই মনোহরা রূপবতীর সহিত আমার বিবাহ দেন তবে সজীব হই, ঐ পর্য্যন্ত স্ত্রী-

জাতির প্রতি আমার যে বৃথা দ্বেষ ছিল তাহা সেই ললনা দর্শনে দূর হইয়াছে, এবং তাহার রূপে আমি এরূপ মোহিত হইয়াছি যে অবশেষে আমাকে আপনার হীনতা স্বীকার করিতে হইল। রাজা এইকথা শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন কুমারের কথা বার্ত্তা দ্বারা পূর্ব্বে যে প্রকার সুবুদ্ধিতা প্রকাশ হইত ঐ কথায় সমুদায় বিপরীত বোধ হইল। পরে রাজা কহিলেন হে পুত্র তোমার এ কথা আমাকে কেমন২ লাগিতেছে, যাহা হউক, এই যে রাজমুকুট আমার অবর্ত্তমানে তোমার শির শোভা করিবে তাহা স্পর্শ করিয়া আমি কহিতেছি প্রস্তাবিত কামিনীর কোন প্রসঙ্গ আমি জানি না, যদি কোন রমণী তোমার নিকট আসিয়া থাকে তবে সে আমার অজ্ঞাত সারে আসিয়া থাকিবে। রাজপুত্র বলিলেন হে পিতঃ আপনি যাহা বলিতেছেন যদ্যপি তাহাতে অবিশ্বাস করি তবে চির কাল আপনার অনুগ্রহের অপাত্র হইব, কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করি তাহাতে প্রণিধান আজ্ঞা হউক।

তদনন্তর পূর্ব্ব রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পরে যে সুন্দরীকে শয়নাবস্থায় দেখিয়া ছিলেন তাহার রূপ লাবণ্যের সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি প্রেমাভিলাষে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিবার বিফল চেষ্টা ও তদনন্তর তাহার অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন তৎপরে পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হওন পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার পিতাকে কহিলেন, এবং তাহার অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিলেন আপনি আমার হস্তাঙ্গুরী সর্ব্বদা দেখিয়াছেন, অতএব এই অঙ্গুরী দেখিয়া আমার অজ্ঞানতা বা সজ্ঞানতা বিবেচনা করুন। শাহজমান রাজা ঐ অঙ্গুরী দর্শনে নিরুত্তর হইলেন। পরে যুবরাজ কহিলেন হে পিতঃ ঐ মনোহরা কামিনীকে দর্শন করিয়া আমার মন তাহার প্রতিই ধাবমান হইয়াছে, অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেউন। রাজা কহিলেন হে নন্দন তোমার এই কথা শুনিয়া ও হস্তে অঙ্গুরী দেখিয়া আমি তোমার প্রেম যথার্থ জানিলাম, এবং তুমি ঐ মোহিনীকে দেখিয়াছ তাহাও বিশ্বাস

হইল অধিকন্তু তাহার সহিত মুহূর্ত্তেকের জন্যও তোমার বিবাহ দিয়া আমি সুখী হই ইহাও আমার নিতান্ত বাসনা, কিন্তু তাহার নাম নিবাস কিছুই জানি না এবং সে কোথা হইতে আইল এবং কোথায় গেল তাহাও অবগত নহি, অতএব কি প্রকারে ও কোথায় তাহার অন্বেষণ করিব ও কোথায় তাহাকে পাইব যদি পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবেই ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা এ আশায় নিরাস হইয়া নৈরাশ্যে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

শাহজমান রাজা ইহা বলিয়া দর্গ হইতে পুত্রকে রাজবাটী-তে লইয়া গেলেন। রাজপুত্র অজ্ঞাতা রমণীকে পাইবার নৈরা-শ্যে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন, এবং রাজাও পুত্রের এই দুরবস্থা দেখিয়া সকল রাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহরহ তাঁহার নিকট বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহার যাইবার অনুমতি ছিল না।

কিয়ৎ কাল এই রূপে গত হইলে মন্ত্রী এক দিন রাজার নি-কট আসিয়া নিবেদন করিল যে সভাস্থ পাত্র মিত্র অমাত্য গণ বহু দিবসাবধি মহারাজের অদর্শনে দুঃখিত আছেন, এবং বিচারের নিয়ম ভঙ্গ হেতু প্রজাগণও অসন্তুষ্ট হইতেছে ইহাতে অমঙ্গল ঘটনার অসম্ভব নহে অতএব মহারাজকে এক সৎ-পরামর্শ কহি, মহারাজ সমুদ্র তীরস্থ দুর্গে রাজকুমারকে লইয়া থাকুন এবং প্রতি সপ্তাহে দুই দিন মাত্র প্রজাগণকে দর্শন দেউন, তাহা হইলে উভয় পক্ষে মঙ্গল সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ঐ স্থানের শোভা ও উত্তম বায়ুতে যুবরাজের পীড়া উপশম হই-লেও হইতে পারিবেক। শাহজমান মন্ত্রির পরামর্শানুসারে উক্ত দুর্গ সুসজ্জিত করাইয়া যুবরাজকে লইয়া তথায় রহিলেন এবং সপ্তাহে দিন দ্বয় ভিন্ন অহরহ তনয়ের নিকট বসিয়া তদ্দুঃখে দুঃখিত হওত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শাহজমান রাজার রাজধানীতে এই সকল ঘটনা হইতে লাগিল। এদিগে দানহাস দৈত্য চীন রাজার কন্যাকে লইয়া তাহার স্বীয় শয্যাতে শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিলে নৃপতি সুতা

সমস্ত রাত্রি নিদ্রাবস্থাতে থাকিলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থানানন্তর নিকটে কামারল জমানকে না দেখিয়া উচ্চস্বরে পরিচারিণীগণকে ডাকিতে লাগিলেন। পরিচারিণীরা তাহাতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। রাজকন্যা কহিলেন, গত রজনীতে আমার পার্শ্বে যে এক যুবক শয়ন করিয়াছিলেন তিনি কোথায়? রাজকন্যার ধাত্রী বলিল ঠাকুরাণী কি কহিতেছেন বুঝিতে পারি না। রাজনন্দিনী বলিলেন মনোহর পরম সুন্দর এক যুবক পুরুষ গত যামিনীতে আমার নিকট শয়ন করিয়াছিল আমি অনেক যত্ন করিয়াও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি নাই, সেই সুপুরুষ কোথায় বল। ধাত্রী কহিল হে রাজকুমারি, এই সকল প্রশ্ন চ্ছলে আপনি কি আমাদিগের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্রে রাজকন্যা ধাত্রীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুই তিন মুষ্টিকাঘাত করিয়া বলিল ও লো বুড়া কুহকিনী, তামাশা পাইয়াছিস্, সে যুবা কোথায় বল্, নতুবা তোর মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মজ্জা বাহির করিব। ধাত্রী বহু প্রয়াস করিয়া কোন ক্রমে রাজকন্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সজল নয়নে আরক্ত বদনে রোদন করিতে২ রাণীর সদনে দৌড়িয়া গেল। রাণী তাহার দুর্গতি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একি একি তোমার এ দুরবস্থা কে করিল। ধাত্রী বলিল ঠাকুরাণী আর কি জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর কন্যা আমার এই দুর্গতি করিয়াছেন ভাগ্যে আমি পলাইয়া আসিলাম, নতুবা আমার প্রাণ থাকিত না। তদনন্তর রাজকন্যার প্রচণ্ড রাগের সমুদায় কারণ কহিলে নৃপজায়া তাহা শুনিয়া আরো চমৎকৃতা হইলেন, আর ভাবিলেন যে কন্যা স্বপ্নকে যথার্থ জ্ঞান করিয়া এরূপ উন্মত্তা ইহয়া থাকিবেন।

অনন্তর কন্যার প্রতি স্নেহ বাহুল্য প্রযুক্ত সেই ধাত্রীকেই সঙ্গে করিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং কন্যার শয্যাতে উপবেশন করিয়া তাহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, হে তনয়ে তুমি ধাত্রীর প্রতি কুপিতা হইয়া শাস্তি দিয়াছ কারণ কি, ওরে বাছা যাহারা মহারাজের কন্যা হয়

তাহারদিগের কি এত রাগ করা উচিত। বেদৌরা বলিল ওগো মাতা ঠাকুরাণী আমি দেখিতেছি যে আপনিও আমার সহিত পরিহাস করিতে আসিয়াছেন, যাহাহউক, গত রাত্রে আমার পর্য্যঙ্কে যে যুবক নায়ক শয়ন করিয়াছিল তাহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেউন। রাণী বলিলেন ও মা তুমি কোন্ যুবকের কথা বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারি না। ভূপতিবালা ক্রোধাভাসে বলিলেন এখন বুঝিবেন কেন, যখন বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না তখন আপনি ও পিতা পুনঃ পুনঃ বিবাহের কথা বলিতেন, এই ক্ষণে আমার বিবাহে স্পৃহা হইয়াছে এখন আপনারদের মনোযোগ কেন হইবে, পরন্তু ঐ যুবা ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে, নতুবা আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। রাজমহিষী দুহিতাকে বিধিমতে বুঝাইলেন এবং বলিলেন তুমি এবাটীতে একাকিনী আছ, কোন দিগে বায়ু নিঃসরণেরও পথ নাই, অতএব এখানে মনুষ্য কি প্রকারে আসিবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি। রাজতনয়া জননীর প্রবোধ বাক্য না শুনিয়া ক্রমে আরো উন্মা-ন্বিত হইতে লাগিল তাহাতে রাণী ভীত হইয়া রাজার নিকটে গিয়া সকল সম্বাদ কহিলেন। মহীপাল মহিষীর প্রমুখাৎ কন্যার বৃত্তান্ত শুনিয়া মহা বিস্ময় যুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার অন্তঃ-পুরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রাণী যাহা কহিলেন তাহা সত্য কি না। বেদৌরা কহিল হে পিতঃ সে কথায় প্রয়োজন নাই, যে যুবক গত নিশায় আমার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিল আপ-নি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিয়া দেউন। চীনেশ্বর কহি-লেন কন্যে এ কি কথা বলিতেছ, তোমার নিকট গত রাত্রে কোন্ পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। রাজকন্যা বলিল তাহা কি আপনি জানেন না, ঐ পুরুষ অতি সুপুরুষ এবং এমত রূপবান যে সূর্য্যও বুঝি তদ্রূপ রূপ কখন দৃষ্টি করেন নাই, সেই নবীন নাগরকে আনিয়া আমার সঙ্গে বিবাহ দেউন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না তাহার প্রমাণ এই অঙ্গুরী আছে দৃষ্টি করুন ইহা বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক করশাখায় রাজপুত্রের অঙ্গুরী

দেখাইলেন। রাজা তাহা দৃষ্টি করিয়া অধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনে২ বিবেচনা করিলেন যে দুহিতাকে যাদৃশ উন্মাদাবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক উন্মত্তা হইয়াছে, অতএব এখন ইহাকে কোন কথা কহিলে হিতে বিপরীত অর্থাৎ যদি আত্মঘাতিনী হয় অথবা নিকটস্থ লোকের প্রতি অত্যাচার করে এই ভয়ে আর কিছু না কহিয়া তাহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বলবন্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, আর সেবার জন্য কেবল ধাত্রী নিকটে রহিল। কিন্তু রাজকুমারীর রোগ তাহাতে শমতাপন্ন না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ইহাতে রাজা কোন উপায় না দেখিয়া সভাসদগণকে দুহিতার অবস্থা জানাইয়া বলিলেন যদি তাহারদিগের মধ্যে কেহ রাজকন্যার রোগোপশম ক্ষম হয় তবে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিবেন এবং আপন অবর্ত্তমানে তাহাকেই রাজ্যাধিকার দিবেন। এই কথা শুনিয়া কুহক বিদ্যায় নিপুণ এক বৃদ্ধ সভাসদ পরম সুন্দরী রাজকন্যার ও রাজ্যের লোভে লোলুপ হইয়া রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব বলিয়া রাজ সমীপে নিবেদন করিল। রাজা তাহাতে মহা সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু শেষে কহিলেন যদি রোগ দূর না হয় তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। ঐ প্রাচীন পারিষদ তাহাতেও স্বীকৃত হইল। পরে চীনেশ্বর তাহাকে কন্যার নিকট লইয়া গেলে বেদৌরা রাজসভ্যকে দেখিবা মাত্র বস্ত্রে মুখাচ্ছাদন করিয়া রাজাকে বলিল, হে জনক আপনি কোন্ অপরিচিত পুরুষকে এখানে আনিয়াছেন, ইহার মুখাবলোকন আমার ধর্ম্ম সম্মত নহে। ভূপতি কহিলেন, ইহাতে লজ্জা কি, ইনি আমার সভাস্থ, এবং ইনি তোমাকে বিবাহ করিবেন। নরেন্দ্রবালা কহিল, হে পিতঃ আপনি যাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন ও যে ব্যক্তির অঙ্গুরী আমার হস্তে আছে এ ব্যক্তি সে নয়। হে জনক পুনর্ব্বার অন্য পুরুষের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন না।

রাজসভ্য অনুমান করিয়াছিল রাজনন্দিনী কোন অদ্ভুত বিষয় বলিবেন, কিন্তু তাহার কথোপকথন দ্বারা দেখিল যে

প্রচণ্ড প্রেম পীড়া ব্যতীত তাহার অন্য কোন পীড়া নহে, ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া রাজার চরণ ধারণ করিয়া বলিল, হে নরেন্দ্র রাজকুমারীর যে পীড়া দেখিতেছি ইহার ঔষধ আমার নিকট নাই, অতএব আমার জীবন আপনার ইচ্ছাধীন যেমন অভিপ্রায় হয় করুন। ভূপাল দেখিলেন যে সে ব্যক্তি নিতান্ত মূঢ় এবং তাঁহাকে নিরর্থক ক্লেশ দিল, অতএব কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে রাজা দুহিতার আরোগ্য নিমিত্ত মহা উদ্বিগ্ন হইয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যদি কোন চিকিৎসক অথবা জ্যোতিষী কিম্বা মায়াবী রাজকুমারীর পীড়া দূর করিতে পারে তবে আসিয়া চিকিৎসা করুক তাহার যথোচিত পুরস্কার করিব, কিন্তু যদ্যপি রোগ শান্তি করিতে না পারে তবে তাহার মস্তক ছেদ হইবে। এই কথা রাষ্ট্র মধ্যে প্রচার হইলে মায়া ও জ্যোতিষ বিদ্যায় নিপুণ এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমি রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব, ইহাতে ভূপাল অন্তঃপুর রক্ষকদিগকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে রাজকন্যার কারাগারে প্রেরণ করিলেন। দৈবজ্ঞ ঐ স্থানে গিয়া স্কন্ধ হইতে ঝুলি নামাইয়া তাহার ভিতর হইতে গ্রহাদি দর্শনের এক যন্ত্র ও এক ক্ষুদ্র চক্র এবং অগ্নি জ্বালিবার একটা আঙ্গটা ও আর২ নানা প্রকার দ্রব্য এবং পিত্তলের একটা পাত্র বাহির করিয়া অগ্নি জ্বালিতে কহিল। বেদোরা জিজ্ঞাসা করিল এই সকল আড়ম্বরী কি জন্য হইতেছে। খোজা কহিল ঠাকুরাণি আপনাকে যে প্রেতে পাইয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া এই পাত্রে পুরিয়া সমুদ্রে ক্ষেপণ করা যাইবে তাহার নিমিত্ত এই আয়োজন হইতেছে। রাজকন্যা কহিল ওরে নির্ব্বোধ দৈবজ্ঞ, আমার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয় নাই, তুই পাগল হইয়াছিস্, আমি যাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করি যদি তাহাকে তোর বিদ্যার দ্বারা আনিতে পারিস্ তবে যাহা ইচ্ছা কর, নতুবা চলিয়া যা, তোর মন্ত্র তন্ত্রে আবশ্যক নাই। দৈবজ্ঞ কহিল হে নৃপনন্দিনী যদি এপ্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে তবে আপনার পিতা রাজা, তিনিই তাহার প্রতীকার করিবেন,

আমি ক্লান্ত হইলাম। ইহা বলিয়া সমুদয় পাত্রাদি পুনর্ব্বার ঝুলিতে পুরিয়া সহসা অনুমান চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবায় খেদ করিতে২ ভূপতি সন্নিধানে গিয়া কহিল হে নরনাথ আপনি যে প্রকার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান হইয়াছিল যে আপনকার কন্যাকে প্রেতে পাইয়াছে, অতএব মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা তাহা দূর করিব এই সাহস করিয়া আসিয়াছিলাম, অধুনা দেখিলাম রাজকন্যা প্রেম জ্বরে পীড়িতা, অতএব তাহাতে আমার কোন গুণ জ্ঞান খাটিবে না। রাজা দৈবজ্ঞের মিথ্যা দম্ভে অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন একারণ ঐ স্থানেই তাহার মস্তক চ্ছেদাজ্ঞা করিলেন। এই প্রকারে দেড় শত বৈদ্য ও গুণজ্ঞ আসিয়া রাজকন্যার রোগ মোচনে পরাঙ্মুখ হওয়াতে ভূপাল ক্রমে সকলেরি মস্তক ছেদন করিয়া নগরের দ্বারে সেই সকল ছিন্ন মুণ্ড লট্‌কাইয়া দিলেন।

মারজমানের কথা এবং কামারল জমানের কথার পরিশেষ।

শাহর জাদী বলিল মহারাজ, চীন রাজকন্যার ধাত্রীর মার-জমান নামে এক পুত্র ছিল। সে বাল্যকালাবধি রাজকন্যার সহিত একত্র বাস করিত, তাহাতে পরস্পরের অত্যন্ত প্রণয় হই-য়াছিল এবং উভয়ের সহোদরবৎ ব্যবহার ছিল, ক্রমে তাহা-দের বয়ো বৃদ্ধি প্রযুক্ত পার্থক্য হইলেও সেই স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই।

মারজমান বাল্যকালাবধি জ্যোতিষ ও গণনা বিদ্যার আ-লোচনা করিত, কিন্তু স্বদেশে ঐ বিদ্যার উত্তম রূপ শিক্ষা না হওয়াতে অধিক ব্যুৎপত্তির প্রত্যাশায় দেশান্তরে গমন করিয়া-ছিল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রচুর জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় জন্ম স্থান চীনদেশে প্রত্যাগমন করিল কিন্তু নগর প্রবেশ কালেই অনেক মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক পুরদ্বারে দোলায়মান দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় চিত্তে স্বাবাসে আসিয়া আপন জননীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা সজল নয়নে চীনেশ্বর দুহিতা বেদোরার দুরবস্থার কথা বলিল।

তেছি তাহার কারণ এই যে ঐ রাজকন্যার যে রূপ বিবরণ শুনিয়াছি আপনারও সেই প্রকার বৃত্তান্ত শুনিলাম এবং আপনাদের উভয়ের অভেদাকার। তদনন্তর চীনেশ্বরকন্যার তাবদ্বৃত্তান্ত এবং তাহার রোগ মোচন করণাভিলাষে আগত চিকিৎসক গণের নিধন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ কহিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিল যে আপনি চীন দেশে গমন করুন তাহাতে উভয়ত মঙ্গল কেননা আপনার দর্শনে নৃপনন্দিনী নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবেন, এবং আপনারও ক্লেশের শেষ হইবে, কিন্তু গমনের পূর্ব্বে আপনি সুস্থ হইবার চেষ্টা করুন, পরে প্রস্থানের উপায় করা যাইবে। মারজমানের এই কথা রাজপুত্রের পক্ষে মহৌষধির ন্যায় হইল। মনস্কামনার অবিলম্বিত সিদ্ধির আশায় বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর বলোদয় হইল তিনি তখনি স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা আসিয়া পুত্রকে বলবান ও সুস্থ দেখিলেন তাহাতে অত্যন্তানন্দে নগর বাসি গণকে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন ও দীন দরিদ্র খঞ্জ কুব্জ অন্ধ ব্যক্তি দিগকে অনেক ধন বিতরণ করিলেন।

অনন্তর রাজনন্দন উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়া চীন দেশ গমন নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু পিতার নিকট কি প্রকারে বিদায় লইবেন এই চিন্তা দারুণ হইল। মারজমান জানিত যে তদ্বিষয়ে নৃপতির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওন দুঃসাধ্য হইবে, এজন্য মৃগয়া চ্ছলে দুই তিন দিবসের বিদায় লইতে পরামর্শ দিল। রাজকুমার মারজমানের পরামর্শ ক্রমে রাজসাক্ষাতে মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন যে হেতু অধিক শ্রমে পুনরায় পীড়ার বৃদ্ধি সম্ভাবনা, এবং তাহাতে তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইবেক। তৎপরে রাজা অশ্বশালা হইতে উত্তম ঘোটক এবং মৃগয়া যাত্রার আর২ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া এবং পুত্রের তত্ত্ব লইতে মারজমানকে নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বিদায় দিলেন।

চীনেশ্বরের কন্যার কথা আর শুনিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল যে কামারুল জমান রাজপুত্রের নাম সকলেই কহে এবং তাহার যে পীড়ার কথা শুনিল তাহা অবিকল রাজকন্যার পীড়ার বিবরণের ন্যায়, ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদাভিষিক্ত হইল। পরে ঐ রাজকুমারের বাসস্থান ও যে স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহার সন্ধান লইয়া সমুদ্র পথে গমন সহজ বিবেচনা করিয়া এক মহাজনের জাহাজারোহণ পূর্ব্বক দুই মাস মধ্যে শাহজমান রাজার রাজধানীতে গিয়া পৌছিল, কিন্তু জাহাজ লাগাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জাহাজ জলমধ্যস্থ এক পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মারজমান সন্তরণ পারগ প্রযুক্ত বাহুতরণ দ্বারা জলরাশি পার হইয়া যুবরাজ কামারল জমানের দুর্গ সম্মুখে গিয়া উঠিলেন। তৎকালে শাহজমান ভূপতি ও তন্মন্ত্রী তথায় ছিলেন। মন্ত্রী দূর হইতে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দাস গণকে ইঙ্গিত করাতে তাহারা তাহার আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ ও উত্তম বসন পরিধান করাইয়া তাহাকে মন্ত্রির নিকটে লইয়া গেল। মন্ত্রী মারজমানের সুন্দর রূপ দর্শনে যথোচিত সমাদর করিল, এবং তাহাকে যেং প্রশ্ন করিল তাহার সদুত্তর পাওয়াতে তাহার প্রতি মন্ত্রির অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিল। পরে বিবিধ বিষয়ের আলাপ হইতেং মন্ত্রী তাহাকে কামারল জমানের পীড়ার কথা বলিলে মারজমান রাজকিশোরের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিল। মন্ত্রী রাজপুত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিয়া দিল। মারজমান রাজনন্দনের আকৃতি চীন রাজকন্যার অবয়বের অনুরূপ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মনেং করিল যে এই যুবক নায়কের প্রতিই বেদৌরা প্রেমার্ত্তা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর মারজমান রাজতনয়ের সম্মুখে পাতিতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে বলিল হে রাজনন্দন আপনি পরিতাপ পরিত্যাগ করুন, যে কামিনীর কামনায় দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়াছেন তাহার নাম বেদৌরা, তিনি চীনাধিপতি গায়ুর মহারাজের দুহিতা, আমি যে সহসা এমত কথা বলি-

তেছি তাহার কারণ এই যে ঐ রাজকন্যার যে রূপ বিবরণ শুনিয়াছি আপনারও সেই প্রকার বৃত্তান্ত শুনিলাম এবং আপনাদের উভয়ের অভেদাকার। তদনন্তর চীনেশ্বরকন্যার তাবদ্বৃত্তান্ত এবং তাহার রোগ মোচন করণাভিলাষে আগত চিকিৎসক গণের নিধন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ কহিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিল যে আপনি চীন দেশে গমন করুন তাহাতে উভয়ত মঙ্গল কেননা আপনার দর্শনে নৃপনন্দিনী নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবেন, এবং আপনারও ক্লেশের শেষ হইবে, কিন্তু গমনের পূর্ব্বে আপনি সুস্থ হইবার চেষ্টা করুন, পরে প্রস্থানের উপায় করা যাইবে। মারজমানের এই কথা রাজপুত্রের পক্ষে মহৌষধির ন্যায় হইল। মনস্কামনার অবিলম্বিত সিদ্ধির আশায় বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রচুর বলোদয় হইল তিনি তখনি স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা আসিয়া পুত্রকে বলবান ও সুস্থ দেখিলেন তাহাতে অত্যন্তানন্দে নগর বাসি গণকে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন ও দীন দরিদ্র খঞ্জ কুব্জ অন্ধ ব্যক্তি দিগকে অনেক ধন বিতরণ করিলেন।

অনন্তর রাজনন্দন উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়া চীন দেশ গমন নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু পিতার নিকট কি প্রকারে বিদায় লইবেন এই চিন্তা দারুণ হইল। মারজমান জানিত যে তদ্বিষয়ে নৃপতির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওন দুঃসাধ্য হইবে, এজন্য মৃগয়া চ্ছলে দুই তিন দিবসের বিদায় লইতে পরামর্শ দিল। রাজকুমার মারজমানের পরামর্শ ক্রমে রাজসাক্ষাতে মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন যে হেতু অধিক শ্রমে পুনরায় পীড়ার বৃদ্ধি সম্ভাবনা, এবং তাহাতে তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইবেক। তৎপরে রাজা অশ্বশালা হইতে উত্তম ঘোটক এবং মৃগয়া যাত্রার আর২ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া এবং পুত্রের তত্ত্ব লইতে মারজমানকে নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বিদায় দিলেন।

কামারল জমান এবং মারজমান অশ্বারোহণ করিয়া সঙ্গিগণের প্রত্যয়ার্থ প্রথমত এই ভাবে চলিলেন যেন মৃগয়াতেই যাইতেছেন, কিন্তু নগর ত্যাগ করিয়া রাজপথে গমন না করিয়া অন্য পথে চলিতে লাগিলেন এবং সমস্ত দিবসের মধ্যে এক বারও বিশ্রাম করিলেন না, দিবাবসানে এক সরাইতে উত্তরিয়া ভোজনাদি করিয়া নিদ্রা গেলেন। অর্দ্ধরাত্রির সময়ে যখন সঙ্গীগণ নিদ্রায় অচেতন তখন মারজমান ধীরে ধীরে রাজকুমারকে জাগাইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করাইল এবং ছাড়া বস্ত্র পুটলি করিয়া সঙ্গে লইল, তৎপরে উভয়ে এক অশ্বে আরোহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি দ্রুত বেগে গমন করিল। প্রভাতে এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মারজমান ঘোটককে সংহার করিল এবং তৎ শোণিতে রাজপুত্রের বস্ত্র আরক্ত করিয়া তাহা পথি মধ্যে ফেলাইয়া দিল তদভিপ্রায় এই যে যখন রাজা তাহারদিগের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিবেন তখন রাজপ্রেরিতেরা ঐ বস্ত্র দৃষ্টে রাজাকে সংবাদ কহিবে যে রাজকিশোর বন্য পশু দ্বারা নষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং রাজা আর তাহার তত্ত্ব করিবেন না এবং তাহারা স্বচ্ছন্দে যথা বাঞ্ছা তথা গমন করিতে পারিবেন। এই কাণ্ডের পর তাহারা পদ ব্রজে কখন জল কখন স্থল পথ দিয়া ভ্রমণ করিতেং অনেক দিবসের পর চীন রাজ্যের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মারজমান হঠাৎ আপন আবাসে না গিয়া যুবরাজকে লইয়া তিন দিবস গুপ্ত ভাবে এক দোকানে থাকিয়া রাজপুত্রের নিমিত্ত এক প্রস্থ দৈবজ্ঞের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইল। তৎপরে আপন বাটীতে গেল এবং যাইবার কালে রাজপুত্রকে বলিয়া গেল যে তিনি তৎপর দিবস দৈবজ্ঞ বেশে রাজবাটীর সম্মুখে যান এবং আর যাহাং বলিতে ও করিতে হইবে তাহাও বলিয়া গেল।

পর দিবস প্রাতে রাজকুমার মারজমানের উপদেশানুসারে দৈবজ্ঞের বেশে রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারী প্রহরী গণের সম্মুখে অত্যুচ্চস্বরে বলিলেন যে আমি জ্যোতি-

র্বিদ্যাজ্ঞ, মহারাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপান্বিত গায়ুব চীনাধিপতির পরম সুন্দরী তনয়ার পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি, যদ্যপি তাঁহার রোগ শান্তি করিতে পারি তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব, নতুবা অনর্থক ও সাহঙ্কার বাগাড়ম্বরীর নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড দিব। কামারল জমানের পরম সুন্দর রূপ ও গঠন এবং নবীন বয়স দেখিয়া প্রহরিগণের অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল অতএব সকলেই তাঁহাকে ঐ দুশ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল, কিন্তু নৃপসুত তাহারদের বাক্য না শুনিয়া ঐ কথা বারত্রয় বলিলেন তাহাতে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেল।

যুবরাজ ভূপালের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন। চীনেশ্বর কহিলেন ওহে বিদেশী তোমাকে নব কিশোর দেখিতেছি. তুমি এই নবীন বয়সে আমার কন্যার রোগ মুক্ত করণ ক্ষম হইবা ইহা আমার মনে লয় না, অথচ তুমি কৃতকার্য্য হও ইহা আমার প্রার্থনা বটে কিন্তু তুমি ইহাও জানিও যে যদ্যপিও তুমি সুন্দর সুপুরুষ তথাপি রোগ মোচনে অক্ষম হইলে তোমার মস্তক ছেদন হইবে। রাজপুত্র কহিলেন যদিস্যাৎ রাজনন্দিনীকে আরোগ্য করিতে না পারি তবে আমার মরণই মঙ্গল। এই কথা শ্রবণে চীনাধিপতি খোজাকে ডাকিয়া কামারল জমানকে রাজকন্যার নিকটে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুত্র দাস সমভিব্যাহারে রাজকন্যার সমীপে গেলেন। কিন্তু দ্বারে থাকিয়া দাসকে বলিলেন যদি নৃপতি বালাকে না দেখিয়াই, মন্ত্র বলে সুস্থ করিতে পারি তবে বিদ্যার অধিক গৌরব, অতএব যদিও নিরুপমা সুন্দরীর অপরূপ রূপ দর্শনে আমার মন ধাবমান হইতেছে তথাপি কিয়ৎ কাল তাঁহার দর্শন সুখে বঞ্চিত থাকিলাম। ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া রাজপুত্র রাজনন্দিনীকে এক পত্র লিখিলেন তাহা এই রূপ।

হে পূজনীয় রাজকন্যে, যুবরাজ কামারল জমান তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া সেই রাত্রি হইতে একেবারে

তোমার বশীভূত এবং জন্মের মত আত্ম স্বাধীনতা তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, ঐ রাজপুত্র তোমার জন্য আপনাকে যে২ ক্লেশ দিয়াছেন এই ক্ষণে তাহা বর্ণন নিরর্থক, সম্প্রতি তিনি তোমাকে এই মাত্র জানাইতেছেন যে তোমার নিদ্রাবস্থায় তিনি তোমাকে আত্ম মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং তদবস্থায় তোমার চক্ষুরুন্মীলনের জন্য বিবিধ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল নিদ্রাতে তজ্জ্যোতি দর্শনের সুখে বঞ্চিত করিয়াছিল তাহাতে তিনি স্বীয় প্রেম জ্ঞাপনার্থ তোমার অঙ্গুলী হইতে যে অঙ্গুরী লইয়াছিলেন তাহা এই পত্র মধ্যে প্রেরণ করিলেন, যদি তুমি সম্মত হইয়া পরস্পর প্রেম প্রবাহের প্রতিভূ স্বরূপ এই অঙ্গুরী পুনঃ প্রেরণ কর তবে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবেন, নতুবা প্রাণ দণ্ডের নির্দ্ধারিত যে আজ্ঞা আছে তাহাই স্বীকার করিবেন, যেহেতু তোমার প্রেম বিনা তাঁহার তনু ধারণ বৃথা। তিনি এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রাপণের অপেক্ষায় সাপেক্ষ থাকিলেন ইতি।

লিপি সমাপন হইলে যুবরাজ তন্মধ্যে রাজকন্যার অঙ্গুরী দিয়া পত্র বন্ধ করত খোজার হস্তে দিয়া বলিলেন তুমি এই পত্র লইয়া রাজকন্যাকে দেও, ইহাতে যদ্যপি তাঁহার পীড়া শান্তি না হয় তবে সকল লোককে কহিও যে আমার তুল্য মূর্খ ও নির্ব্বোধ ও অবিবেচক দৈবজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই। খোজা চমৎকৃত হইয়া পত্র গ্রহণ করত ত্বরায় গিয়া রাজকন্যাকে দিল। বেদৌরা প্রথমত হতশ্রদ্ধা হইয়া তাহা খুলিল, কিন্তু তন্মধ্যে আপনার অঙ্গুরী দেখিবা মাত্র পত্র না পড়িয়াই প্রেম পুলকে পুলকিতা হইয়া তড়িতের ন্যায় উঠিয়া বন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করত যুবরাজকে দেখিবার জন্য দ্বারে আইল; এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া জানিল যে তিনিই তাঁহার শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজনন্দনও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিলেন তাহাতে উভয়ে একেবারে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আহ্লাদে কথন শক্তি রহিত হইয়া কেবল পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ধাত্রী রাজ-

কন্যার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে যখন উভয়কে আনন্দে অত্যন্ত উন্মত্ত দেখিল তখন তাহারদিগকে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া উত্তম পর্য্যঙ্কে বসাইল। রাজকুমরী অঙ্গুরী দিয়া রাজকুমারকে বলিলেন তুমি ইহা ফিরিয়া লও কেননা তোমার অঙ্গুরী ভিন্ন অন্যাঙ্গুরী আমার করের শোভাকর হইবে না এবং আমারও অঙ্গুরী তোমার হস্তেই উত্তম শোভা পাইবে। রাজপুত্র এবং রাজকন্যার এই রূপ কথোপকথন শ্রবণে খোজা চীনাধিপতির নিকট গমন করিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহাতে রাজা তনয়ার রোগ মুক্তির সম্বাদে আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কারাগারে আসিলেন, এবং আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার হস্তে কুমারের হস্ত সমর্পণ করত রাজপুত্রকে বলিলেন হে বৈদেশীয় তুমি ধন্য, তুমি যে হও আমি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিলাম, কিন্তু তোমার মনোহর রূপ সন্দর্শনে তোমার বর্ত্তমান বেশকে ছদ্ম বেশ অনুভব হইতেছে অতএব তুমি কে আমাকে যথার্থ করিয়া বল। যুবরাজ রাজাকে প্রণাম করিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, হে ধরণীশ্বর আপনি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা সত্য, আমি দৈবজ্ঞ নহি, কেবল মহারাজের কৃপাকাঙ্ক্ষায় এই বেশ ধারণ করিয়াছি, রাজার ঔরসে ও রাজমহিষীর গর্ব্ভে আমার জন্ম, আমার পিতার নাম শাহ জমান, তিনি খালেদান উপদ্বীপাধিপতি, আমার নাম কামারল জমান। এবম্প্রকারে রাজকুমার আত্ম পরিচয় দিয়া রাজকন্যার প্রেমে যে প্রকারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত কহিলে ভূপতি অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া যুবরাজকে কহিলেন. এমত অদ্ভুত উপাখ্যান চির স্মরণের যোগ্য, অতএব আমি ইহা স্বর্ণাক্ষরে লেখাইয়া মূলগ্রন্থ আপন রাজ্যের পুস্তাকাগারে রাখিব এবং ইহার প্রতি লিপি আপন রাজ্যের ও চতুর্দ্দিকস্থ অন্য২ রাজ্যের লোকদিগকে বিতরণ করিব। অনন্তর ঐ দিবসেই বিবাহ নির্ব্বাহ হইল এবং তদুপলক্ষে চীন রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজার গৃহে আনন্দোৎসব হইল। আর চীনাধিপ মারজম্যানের পুরস্কারার্থ

তাহাকে সম্ভ্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে তাহার পদ বৃদ্ধির আশ্বাস দিলেন।

তদনন্তর যুবরাজ কামারল জমান অসীম আনন্দে কাল ক্ষেপণ করত এক দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা শাহজমান যেন অত্যুৎকট মরণসংশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণ কালে অমাত্য গণকে কহিতেছেন হায় আমি যে পুত্রকে জন্ম দিয়াছিলাম ও যাহাকে এত স্নেহ করিতাম ও যাহাকে এত যত্নে সুশিক্ষিত করিলাম সেই তনয়ই আমার মৃত্যুর হেতু হইল। রাজপুত্র সুপ্তোত্থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহাতে নরেন্দ্রসুতারও নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি স্বামিকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি নন্দন কহিলেন হে প্রিয়ে আমি বোধ করি এক্ষণে আমার পিতা জীবদ্দশায় নাই, তদনন্তর দুঃস্বপ্নের বিবরণ তাহাকে জানাইলেন। রাজবালা তাঁহার চিন্তা দূর করণার্থ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য কহিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে চিন্তা দূর না হওয়াতে স্বামির নিকট স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া পরদিন পিতার সমীপে গিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক পতির সহিত শ্বশুরালয় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি দুহিতার এবম্বিধ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন কন্যা তোমার এত দূর গমনে যদিও তোমাকে না দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত থাকিব তথাচ ইহাতে কোন মতে অন্য মত করিতে পারি না, তুমি পতি সঙ্গভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে যাও, কিন্তু এক বৎসর তথায় থাকিয়া পুনর্ব্বার এখানে আসিও, ইহাতে উভয়েরই সন্তোষ হইবে, শাহজমান ভূপতি আপন পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবেন এবং আমিও কন্যা জামাতাকে দেখিব। রাজকন্যা পিতার এই সকল কথা স্বামিকে জ্ঞাপন করিলে যুবরাজ পত্নীর আচরণে অতিশয় তুষ্ট হইলেন। পরে চীনাধিপতি তাহারদিগের গমনের সজ্জা করাইতে লাগিলেন এবং সমুদয় আয়োজন হইলে রাজা স্বয়ং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহারদের সঙ্গে গিয়া কন্যা জামাতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আসিলেন।

কামারল জমান জায়া সমভিব্যাহারে অতি আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাসের পর এক দিবস এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তথায় শাখা পল্লবযুক্ত বহু বৃক্ষের মনোহর ছায়া দেখিয়া গ্রীষ্ম বোধে বিশ্রামেচ্ছা করিলেন, রাজকন্যাও সেই মানসে বৃক্ষ মূলে বসিলেন। তৎপরে বস্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ হইলে রাজকন্যা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ অমাত্য ভৃত্যগণের অবস্থিতির নিমিত্ত স্বয়ং দাঁড়াইয়া শিবির নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজকুমারী তাম্বুর মধ্যে গিয়া পরিচারিণীগণকে তাঁহার কটি বন্ধ খুলিতে বলিলেন, দাসীগণ তাহা খুলিয়া শয্যার উপর রাখিল, পরে রাজকন্যার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তাহারা তথা হইতে স্থানান্তরে গেল। কিয়ৎ কাল পরে যুবরাজ শয়ন ইচ্ছায় তাম্বুর মধ্যে গিয়া পর্য্যঙ্কোপরি নৃপনন্দিনীর কটি বন্ধ দেখিয়া তৎসংলগ্ন হীরা ও মাণিক্য সকল মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতে২ তন্মধ্যে উত্তম রূপ শিলাই করা ও ফিতায় মুখবান্ধা এক ক্ষুদ্র থলিয়া দেখিয়া টিপিলেন এবং তাহা দৃঢ় বোধ হইবাতে তন্মধ্যস্থিত বস্তু দর্শনে অতিশয় ইচ্ছা হইল অতএব থলিয়া খুলিয়া দেখিলেন যে মণির উপর অজ্ঞেয় অক্ষর ও অঙ্ক লিখিত আছে, তাহাতে বিবেচনা করিলেন যে এই মণি বহু মূল্য হইবে নতুবা প্রিয়া এত যত্ন পূর্ব্বক সংগোপনে কেন আনিবেন ফলতঃ তাহা বেদোরার কবচ, চীন রাণী কন্যাকে তাহা এই বলিয়া দিয়াছিলেন যে যত দিন তাহা তাঁহার নিকটে থাকিবে তত দিন তাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না। রাজপুত্র শিবির মধ্যে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে না পাইয়া বাহিরে লইয়া আলোকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে হঠাৎ একটা পক্ষী আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঐ মণি লইয়া কতক দূরে গিয়া বসিল। যুবরাজ তখনি বিহঙ্গমের পশ্চাৎ২ দৌড়িলেন, কিন্তু নিকটে যাইবা মাত্র পক্ষী পুনর্ব্বায় উড়িয়া আরো দূরে গেল, তাহাতে কামারল জমানও তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন। এই রূপে পীড়াপীড়ি করাতে পক্ষী কবচ গিলিয়া অনেক দূরে উড়িয়া গেল, রাজনন্দন মহা

ক্রোধে প্রস্তরাঘাতে তাহাকে নষ্ট করিয়া কবচ লইবেন এই প্রতিজ্ঞায় তদনুসরণ ক্রমে যত যাইতে লাগিলেন পক্ষীও পলায়ন ইচ্ছায় ততোধিক বেগগামী হইতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার কএক দিনের পথ ঐ বিহঙ্গমের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া এক নগরের নিকট উপনীত হইলে পক্ষী নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল রাজনন্দন তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং বেদোরার কবচ পুনঃ প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় শোকাকুলমনে নগরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কোথায় আসিলেন এবং কোথায় থাকিবেন তদ্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপ ভ্রমণ করিতে২ একটা নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে এক উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে তন্মধ্যে এক জন বৃদ্ধ মালী কর্ম্ম করিতেছে। সেই উদ্যানপাল রাজপুত্রকে বিশিষ্ট মুসলমানের ন্যায় দেখিয়া উদ্যান মধ্যে ডাকিয়া শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিতে কহিল। কামারল জমান বাগানে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সাবধানতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উদ্যানপাল কহিল এই নগর বাসি প্রায় তাবৎ লোকই পৌত্তলিক, মুসলমানের প্রতি ইহারদের আত্যন্তিক দ্বেষ এবং আমরা যে কএক জন মুসলমান এখানে বাস করি আমারদিগের প্রতি তাহারা অত্যন্ত উপদ্রব ও অত্যাচার করিয়া থাকে, সুতরাং সাবধানে থাকিতে হয় এই জন্য দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিলাম।

কামারল জমান উদ্যান পালের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। উদ্যানপাল কহিল শিষ্টালাপে প্রয়োজন নাই, তুমি পথ শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বিশ্রাম কর। ইহা বলিয়া তাহাকে আপন কুঠরীতে লইয়া গেল, এবং সেখানে আপনার যে খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল তাহা আহার করিতে দিল। যুবরাজ তাহার সৌজন্যে অতি আহ্লাদ যুক্ত হইয়া আহার করিলেন। আহারান্তে উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি রূপে এখানে আসিলে আমাকে বল দেখি। কামারল জমান অকপটে সকল

বিবরণ কহিলেন, পরে তথা হইতে স্বদেশ গমনের কোন সুগম পথ আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্যানপাল কহিল যে, স্থল পথ অতি দুর্গম এবং তাহাতে দীর্ঘ কালের অপেক্ষা, বিশেষতঃ তাহাতে অর্থের প্রয়োজন করে এবং অনেক অসভ্য লোকের দেশ দিয়া যাইতে হয় সুতরাং বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ন্যূন সংখ্যায় এক বৎসর গমন করিলে মুসলমানের রাজ্য পাওয়া যায়, কিন্তু যদি এই স্থান হইতে নৌকা যোগে এবলি উপদ্বীপে গিয়া তথা হইতে খালেদান উপদ্বীপে গমন কর তবে শীঘ্র যাওয়া সম্ভব। উদ্যানপাল আরো কহিল যে এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর এক২ জাহাজ ঐ উপদ্বীপে গিয়া থাকে, সম্প্রতিও এক খানা জাহাজ তথায় গমন করিয়াছে, যদ্যপি তুমি কিছু দিন পূর্ব্বে আসিতে তবে তাহাতেই যাইতে পারিতে, কিন্তু যদি আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পার তবে আগামি বৎসরে সেই জাহাজ ফিরিয়া আসিলে তাহাতে গমন করিতে পারিবা, সেই কাল পর্য্যন্ত আমার এই স্থানে বাস কর আমি যেমন এক মুষ্টি আহার করিব তোমাকেও সেই মত দিব।

যুবরাজ অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অন্য উপায় না দেখিয়া জাহাজ আগমনের অপেক্ষায় উদ্যানপালের বাটীতেই থাকিলেন, দিবসে উদ্যান পালের বাগানের কর্ম্ম করিতেন, রাত্রিতে প্রিয়তমা বেদৌরার বিরহে রোদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক নিশা যাপন করিতেন। শাহরজাদী বলিল মহারাজ ইহার বিবরণ এই স্থানে এই পর্য্যন্ত থাকুক, রাজকুমারী নিদ্রা ভঙ্গের পর যাহা করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

কামারল জমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর
বেদৌরা রাজকুমারীর বিবরণ।

নরেন্দ্রবালা অনেক ক্ষণ নিদ্রান্তে জাগ্রৎ হইয়া কামারল জমানকে নিকটে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পরিচারিণী গণকে জিজ্ঞাসা করিল যে যুবরাজ কোথায়, কিন্তু তাহারা কোন তত্ত্ব বলিতে পারিল না কহিল যে আমরা তাঁহাকে

তাম্বু প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু কখন বা কো- থায় বহির্গমন করিয়াছেন তাহা কিছুই জানি না। তদনন্তর রাজকন্যা কটী বন্ধ উত্তোলন করিয়া দেখিল যে তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিয়ার মুখ খোলা ও তন্মধ্যে তাহার যে কবচ ছিল তাহা নাই, তাহাতে এই অনুমান করিল যে কামারল জমান তাহা লইয়া গিয়া থাকিবেন, তিনি আসিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিল তিনি আসিলেন না, এবং তাহার অনাগমনের হেতুও কিছু স্থির করিতে পারিল না। তখন এই বৃত্তান্ত কেবল রাজনন্দিনী ও তাহার পরি- চারিণী গণ জানিত, সঙ্গী পুরুষেরা কেহ কিছু জানিত না, অত- এব তাহারা এতদ্বিষয় শুনিলে কি অচিন্তনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইবে এই ভয়ে ভূপতি তনয়া তাহা কাহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করিয়া মনোদুঃখ মনেতেই রাখিল, এবং পরিচারিণীগণকে নি- ষেধ করিল যে রাজপুত্রের অনুদ্দেশ বিষয়ক কোন কথা কাহার সাক্ষাতে না কহে। তৎপরে আপনি স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামারল জমানের বেশ ধারণ করিল এবং ঐ বেশে তাম্বু হইতে পর দিন প্রাতে বাহিরে আসিল। রাজকন্যা ও রাজপুত্র উভ- য়ের অভেদাকার ছিল এ প্রযুক্ত আমাত্য ভৃত্য কেহ তাহাকে ঠাহরাইতে না পারিয়া রাজপুত্রই বোধ করিল। তৎপরে বে- দোরা তাহারদিগকে তাম্বু ভাঙ্গিয়া গমন করিতে আজ্ঞা দিল, এবং আপনার এক জন পরিচারিণীকে আপন শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যেমত যুবরাজ তাহার শিবিকার পার্শ্বে২ গমন করিতেন সেই রূপে পাল- কির পার্শ্বে২ চলিল। এই প্রকারে কএক মাস জল ও স্থল পথে গমন করিয়া এবনি উপদ্বীপের রাজধানীতে গিয়া উপ- স্থিত হইল। ঐ স্থানে আম্মানোস নামা রাজা রাজ্য করিতেন। সমভিব্যাহারী লোক ঐ রাজ্যে এই কথা প্রচার করিল যে যুবরাজ কামারল জমান অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ গমন করিতেছিলেন অকস্মাৎ প্রবল বায়ু প্রযুক্ত তথায় জাহাজ লাগান হইল। এই কথা ক্রমে আম্মানোস রাজার কর্ণ গোচর

হওয়াতে রাজা সভাসদগণ সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশি যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নরেন্দ্রসুতা তৎকালে নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া বাসের নিমিত্ত অবধারিত স্থানে গমন করিতে ছিলেন পথি মধ্যে আম্মানোস রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই রাজা কোন আত্মীয় রাজার প্রতি যে রূপ সদ্ভাব ও সম্মান করিতে হয় ছদ্মবেশি রাজকন্যাকে সেই রূপে অভ্যর্থনা করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র অট্টালিকা দিয়া নানা প্রকার যত্ন করিলেন, আর তিন দিবস অতিশয় আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। তদনন্তর কামারল জমান রূপে বিখ্যাত রাজকন্যা স্বরাজ্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন ইহা শুনিয়া সেই রাজা তাহার রূপ লাবণ্য ও গুণে অত্যন্ত মোহিত প্রযুক্ত এক সময়ে তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন হে রাজকুমার তুমি দেখ আমি প্রাচীন হইয়াছি, অধিক দিন আমার জীবন আশা নাই, এবং আরও খেদের বিষয় এই যে আমার পুত্র নাই যে তাহাকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিব। পরমেশ্বর আমাকে এক কন্যা দিয়াছেন এস রূপে তোমার ন্যায় রূপবান সুকুমার রাজকুমারের অযোগ্যা নহে, অতএব কেন আর দেশে গমন করিবা, আমি তোমাকে কন্যা ও রাজ্য সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে এই স্থানেই বাস কর।

এবলী উপদ্বীপাধিপতির এই কথায় নৃপনন্দিনী মহা ভাবনায় পড়িলেন, যেহেতু আপনি নারী, কিরূপে অন্য নারী বিবাহ করিবেন, এবং পুরুষ বলিয়া অগ্রে পরিচয় দিয়াছেন এই ক্ষণেই বা তাহার অন্যথা কি রূপে কহিবেন। পক্ষান্তরে বিবেচনা করিলেন যে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেই যে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তাহাও সন্দেহ স্থল, যদিস্যাৎ তাঁহার সঙ্গে কখন পুনর্দর্শন হয়, তিনিই এই রাজ্য পালক হইবেন, এই বিবেচনায় রাজ্য আশা পরিত্যাগ না করিয়া আম্মানোস ভূপের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ সম্মতি প্রকাশ না

করিয়া কিয়ৎ কাল মৌনা থাকিলেন, পরে রাজাকে কহিলেন মহারাজ আমাকে যে রূপ মর্য্যাদা প্রদানোদ্যত হইয়াছেন আমি তাহাতে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম, কিন্তু আমি ঐ মর্য্যাদার যোগ্য এমত বলিতে পারি না, তবে আপনকার আজ্ঞা পালন করা মাত্র অতএব এই নিয়মে আপনার সম্বন্ধ গ্রহণে সম্মত হইলাম যে আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন। এ কথায় রাজা অত্যন্তাহ্লাদিত হইলেন, তৎপরে সম্বন্ধ স্থির হইলে আগামি দিবস পর্য্যন্ত বিবাহ নির্ব্বাহ স্থগিত থাকিল। ইতি মধ্যে রাজকন্যা বেদৌরা আপন কর্ম্মচারিগণকে উপস্থিত বিষয় জানাইয়া তাহাতে সঙ্কুচিত হইতে নিষেধ করিলেন এবং পরিচারিণী গণকেও ঐ সম্বাদ জ্ঞাপন করিয়া গুপ্ত কথা গোপনে রাখিতে বলিলেন।

পর দিবস এবনী উপদ্বীপাধিপতি ছদ্মবেশি জামাতাকে সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইয়া সভাস্থগণের সাক্ষাতে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওনের মানস ব্যক্ত করিয়া তাহারদিগকে তাঁহার পরিচয় দিলেন। পরে রাজ মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া মান্যতা ও তন্নিকটে অধীনতা স্বীকার করণার্থ সভাস্থগণকে আদেশ করিয়া আপনি সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিলেন এবং রাজকুমারী বেদৌরা তদনুজ্ঞানুসারে সিংহাসনারূঢ়া হইলেন। তৎপরে নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সম্বাদ নগরে প্রচার হইল, এবং তদুপলক্ষে কিয়ৎ দিবসাবধি রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র নৃত্য গীত ও উৎসবের আজ্ঞা হইল, ও সকলে আনন্দোৎসবে মগ্ন কি না তদনুসন্ধানার্থে স্থানে২ দূত প্রেরিত হইল। আর রাত্রিতে রাজবাটীতে মহা ভোজের মহা সমারোহ হইল। অপর রাজকুমারী বেদৌরা বরের বেশ ধারণ করিলেন এবং রাজনন্দিনী হয়াতল নিকাস তন্নিকটে আনীত হইলে শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইল। তৎপরে বর কন্যা একত্র শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা আর্ম্মানোস স্বীয় তনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে বিমর্ষ যুক্তা দৃষ্টে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ

হইলেন, কিন্তু বিবেচনা করিলেন যে যুবরাজ কামারল জমান পিতৃ গৃহ ছাড়িয়া বহু দিবস বিদেশে থাকায় নিরানন্দে আ-ছেন কিছুকাল পরেই যুবরাজ যুবতী ভার্য্যাকে সন্তোষ দিবেন, ইহা ভাবিয়া কিছু না বলিয়া রাজসভায় জামাতার নিকটে গেলেন, তথায় সভাসদ এবং রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত আলাপাদিতে দিবাবসান হইল। সন্ধ্যাকালে বেদোরা অন্তঃ-পুরে গিয়া ভার্য্যার সহিত শয়ন করিল, কিন্তু হায়তল নিকাশের নিদ্রা ভঙ্গ না হইতেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রাজসভায় আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিল, পরে রজনী যোগে অন্তঃপুরে যাইয়া রাজনন্দিনীকে অতিশয় খিদ্যমানা দেখিল তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণেও অতিশয় দুঃখোদয় হইল, যাহা হউক, সে রাত্রিও উভয়ে একত্র শয়ন করিল, এবং পূর্ব্ব রীত্যনু-সারে প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া রাজসভায় গমন করিল। তাঁহার গমনান্তে রাজা আন্মানোস স্বীয় দুহিতাকে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো খিদ্যমানা দেখিয়া রাজকুমার কামারল জমান তাঁহার নন্দিনীর অপমান করিয়া-ছেন এই বোধে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করি-লেন। বেদোরা এই সম্বাদ প্রাপ্তে বিবেচনা করিলেন যে এবনী অধিপতির দুহিতার নিকট গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করিলে প্রাণ রক্ষার অন্যোপায় নাই, এ নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া তাহার পদানত হইয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন, এবং তৎ প্রমাণার্থ বক্ষোদেশ খুলিয়া দেখাইলেন। রাজকন্যা হায়তল নিকাস তদৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন, এবং তদবধি তাহার মনের সকল সন্দেহ দূর হইয়া বেদোরার প্রতি দয়া জন্মিল। বেদোরা এই প্রার্থনা করিল যে পর্য্যন্ত কামারল জমানের কোন সম্বাদ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত এই কাণ্ড সংগোপনে থাকে। হায়াতল নিকাস তাহাতে সম্মতা হইল, এবং যথা সাধ্য তাহার উপকার করিতে অঙ্গীকার করিল। এইপ্রকারে দুই রাজকন্যা এক বাক্য হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিল এবং দেশের রীত্য-নুসারে বিবাহান্তে বর কন্যার সহবাসের যে চিহ্ন প্রকাশ্য

রূপে সকলকে দেখাইতে হয় তাহাতেও এমন কৌশলে উত্তীর্ণ হইল যে রাজা ও রাণী ও পরিচারিণী ও সভাস্থ সকলেই প্রতারিত হইল, কেহ কিছু জানিতে পারিল না। তদবধি বেদৌরা রাজাআম্মানোসের প্রিয় পাত্র হইয়া নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

যৎকালে এবলী উপদ্বীপে এই ব্যাপার হইতে লাগিল তৎকালে যুবরাজ কামারল জমান পৌত্তুলিকদিগের দেশে উদ্যানপালের নিকট জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় বাস করিতেছিলেন। এক দিবস যুবরাজ প্রত্যূষে উঠিয়া নিত্য যে রূপ উদ্যানের কর্ম্মে যাইতেন সেই রূপ যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে উদ্যানপাল তাঁহাকে বলিল যে অদ্য পৌত্তুলিকদিগের মহা পর্ব্বের দিবস, এই দিনে তাহারা কোন কর্ম্ম করে না, কেবল আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে এবং মুসলমানদিগকেও কোন কর্ম্ম করিতে দেয় না, সুতরাং আমরা তাহারদের আমোদে আহ্লাদ করিয়া থাকি। অতএব আমি ঐ তামাসা দেখিতে চলিলাম, তুমি এখানে কোন কর্ম্ম করিও না। এই কথা বলিয়া উদ্যানপাল উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

কামারল জমান একাকী কালক্ষেপণোপায় রহিত হইয়া ভার্য্যাদি বিরহে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও পরিতাপ করত উদ্যানের ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন ইতি মধ্যে উদ্যানের এক বৃক্ষোপরি দুইটা পক্ষিতে মহা কলরবারম্ভ করিল তাহাতে রাজনন্দন তথায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহারদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। ঐ পক্ষিদ্বয় চঞ্চুর ও পক্ষের দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিল এবং ক্ষণকাল পরে একটা পক্ষী মরিয়া মহীরুহ মূলে পতিত হইল, ইহাতে জয়যুক্ত সংহার কারী পক্ষী বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল, কিঞ্চিৎ কাল পরে আর দুইটা বৃহৎ পক্ষী ঐ উদ্যানে আসিয়া একটা ঐ মৃত বিহঙ্গমের মস্তকের দিগে ও আর একটা তাহার পুচ্ছের দিগে বসিয়া কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে অবলোকন করত মস্তক নাড়িয়া শোক প্রকাশ করিল,

তৎপরে পদ ও নখ দ্বারা গোর খনন করিয়া তাহাতে মৃত পক্ষিকে পুঁতিয়া রাখিয়া তথা হইতে উড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ঐ পক্ষি দ্বয়ের মধ্যে একটা ঐ অপঘাতুক পক্ষির পাখা ও আর একটা তাহার পা ঠোঁটে ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। ঐ অপরাধী পক্ষী পলাইবার জন্য নানা চেষ্টা ও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে দয়া না করিয়া তাহাকে গোরের উপর আনিয়া মৃত পক্ষির যথার্থ প্রতিহিংসায় তাহাকে বধ করিল, এবং তাহার পেট ফাড়িয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া তদ্দেহ মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিয়া উড়িয়া গেল।

যুবরাজ এতাবৎ চমৎকার ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময় চিত্ত হইয়া মৃত পক্ষির নিকটে গিয়া তাহার নাড়ী ভুঁড়ী নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিলেন যে তন্মধ্যে লাল রঙ্গের এক বস্তু রহিয়াছে, অতএব তাহা হস্তে করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয়া বেদৌরার যে পরশ মণি তাঁহার হস্ত হইতে পক্ষী লইয়া গ্রাস করিয়াছিল ও যাহার অন্বেষণে তিনি অশেষ ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা সেই প্রস্তর। তৎপ্রাপ্তে যুবরাজ যে প্রকার আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। নৃপনন্দন ঐ প্রস্তর পুনঃ২ চুম্বন করিয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক ফিতায় জড়াইয়া স্বীয় ভুজে বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং এ পর্য্যন্ত দুর্ভাবনা বশতঃ নিদ্রাতে বঞ্চিত থাকিয়া ঐ রাত্রি উত্তম রূপে নিদ্রা গেলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে উদ্যানে গমন করিলে উদ্যানপাল তাহাকে একটা পুরাতন নিষ্ফল বৃক্ষ সমূলোন্মূলন করিতে বলিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। কামারুল জমান কুঠার লইয়া বৃক্ষ ছেদন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বৃক্ষ মূল কাটিতে২ কুঠার খান কোন শক্ত বস্তুতে লাগিয়া ঠিকরিয়া পড়িল, তাহাতে রাজকুমার মৃত্তিকা তুলিয়া দেখিলেন যে এক খান পিত্তলের পাত্র আছে তাহা উত্তোলন করাতে তন্নিম্নে দশটা ধাপ যুক্ত এক সোপান দৃষ্ট হইল, যুবরাজ ঐ সোপান দ্বারা এক সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহা দীর্ঘ প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশটা পিত্তলের কলস দৃষ্ট হইল তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পরি-

পূর্ণ। রাজতনয় এতদবলোকনে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া শিঁড়ির দ্বার সেই রূপ আচ্ছাদিত করিয়া উদ্যানপাল আসিবার পূর্ব্বে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রাখিলেন।

উদ্যানপাল পূর্ব্ব দিবস শুনিয়াছিল যে এবনী উপদ্বীপে ত্বরায় এক জাহাজ গমন করিবে এবং তাহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে কহিয়াছিল যে জাহাজ গমনের দিবস ধার্য্য হইলে তাহাকে সমাচার দিবে এ নিমিত্ত সে তদ্দিবস প্রাতে যুবরাজকে বৃক্ষ উৎপাটন করিতে বলিয়া জাহাজ গমনের সম্বাদ জানিতে গিয়াছিল। যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল তখন কামারল জমান তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিলেন। উদ্যানপাল কহিল বাপু হে অদ্য বড় সুসম্বাদ আনিয়াছি তিন দিবসের মধ্যে এখান হইতে এক খান জাহাজ খুলিয়া যাইবে, আমি ঐ জাহাজাধ্যক্ষের সহিত তোমার গমনের কথা স্থির করিয়া আসিলাম। যুবরাজ কহিলেন আমার এ অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ জনক সংবাদ আর কি হইতে পারে কিন্তু আমিও তোমাকে কোন সুসংবাদ কহিতেছি তুমি আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিয়া উদ্যানের যে স্থানে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন তথায় উদ্যানপালকে লইয়া গিয়া সোপান দিয়া নামিয়া শুড়ঙ্গ মধ্যে যে প্রচুর ধন পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া বলিলেন এত দিন পরমেশ্বর তোমার পরিশ্রমের ফল ও সততার পুরস্কার করিলেন। উদ্যানপাল কহিল তুমি কি কথা বলিতেছ, তুমি কি এমন বোধ করিয়াছ আমি এই ধন গ্রহণ করিব, কদাচ নহে, এ ধন তুমি পাইয়াছ, তোমারি, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই, তোমার স্বদেশ গমন কালে পরমেশ্বর তোমাকে এই ধন দিয়াছেন, তুমি ইহা দেশে লইয়া গিয়া সদ্ব্যয় কর। কামারল জমান উদ্যানপালের সততায় পরাভূত না হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু উদ্যানপাল কোন মতে গ্রহণে সম্মত না হইবায় রাজপুত্র শপথ পূর্ব্বক কহিলেন তুমি ইহার অন্যূন অর্দ্ধাংশ গ্রহণ না করিলে আমি কিছুই লইব না, কি করে উদ্যানপাল রাজপুত্রের

তুষ্টির নিমিত্ত অৰ্দ্ধেক গ্রহণ করিল ইহাতে প্রত্যেকে পঞ্চ বিংশতি কলস করিয়া পাইলেন।

এই রূপে স্বর্ণকলস বণ্টিত হইলে পর উদ্যানপাল যুবরাজকে কহিল যে তুমি যে ধন পাইয়াছ তাহা সাবধান পূর্ব্বক সংগোপনে জাহাজে লইয়া যাইতে হইবে কেহ যেন কিছু সন্ধান না পায়, নতুবা সমূলে বিনাশ সম্ভব, কিন্তু আমি ইহার এক উপায় বলিতেছি, এবলী উপদ্বীপে জলপাই জন্মে না, এজন্য ব্যবসায়ি লোকেরা এখান হইতে ঐ ফল লইয়া গিয়া কথায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। আমার উদ্যানে ঐ ফল যথেষ্ট আছে, অতএব তুমি পঞ্চাশটা কলস আনিয়া প্রত্যেক কলসের প্রথম অৰ্দ্ধ ভাগে স্বর্ণ পরিপূর্ণ কর ও অবশিষ্ট অৰ্দ্ধ ভাগে অর্থাৎ উপরে জলপাই সাজাইয়া রাখ, পশ্চে যখন তুমি জাহাজ আরোহণ করিবা তখন জলাপাইর কলস বলিয়া আমি ঐ সকল কলস জাহাজে উঠাইয়া দিব, তাহাতে নাবিক ইত্যাদি লোকে কেহ কিছু জানিতে পারিবে না এবং তোমার ধন তোমার সঙ্গে যাইবে। কামারল জমান ঐ সদুপদেশানুসারে ৫০ টা কলস আনিয়া তাহাতে কথিত প্রকারে স্বর্ণ ও জলপাই পূর্ণ করিলেন, আর তাহার ভুজ বন্ধ কবচ পুনর্ব্বার না হারায় এজন্য তাহা একটা কলসের মধ্যে রাখিয়া ঐ কলস অনায়াসে চিনিবার নিমিত্ত তাহাতে একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়া রাখিলেন।

পরন্তু বয়ঃক্রমের স্বধর্ম্মেই হউক কিম্বা ঐ দিন অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তজ্জন্যই হউক, সেই দিবস রাত্রিতে উদ্যানপাল পীড়িত হইল, এবং পরদিন অবধি তাহার পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল তৃতীয় দিবস অর্থাৎ যে দিবসে যুবরাজ যাত্রা করিবেন সে দিবস সে এমত কাতর হইল যে সেই রাত্রি রক্ষা পাওয়া কঠিন বোধ হইল। এ দিকে রজনী প্রভাত হইলে জাহাজাধ্যক্ষ এক জন নাবিক সমভিব্যাহারে উদ্যানপালের বহির্দ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিতে লাগিল, যুবরাজ দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে জাহাজাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল আমার জাহাজে

এই বাটীর কোন্ ব্যক্তি গমন করিবে তাহাকে আসিতে বল। কামারল জমান বলিলেন আমিই তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার লোকদিগকে আমার দ্রব্যাদি ও জলপাইর কলস সকল জাহাজে লইয়া যাইতে বল পরে আমি উদ্যানপালের নিকট বিদায় হইয়া জাহাজে আসিতেছি। এই কথায় দাঁড়িরা তাঁহার দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল, এবং নাবিক যুবরাজকে এই কথা বলিয়া গেল তুমি শীঘ্র আইস, সুবাতাস উঠিয়াছে, আমরা এখনি জাহাজ খুলিয়া দিব, কেবল তোমার নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছি। পরে কামারল জমান উদ্যানপালের নিকট বিদায় হইতে গিয়া দেখিলেন যে তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা মরণের প্রাক্‌কালে ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা২ বলে তখন তাহার তাহাও বলিবার ক্ষমতা নাই, তথাচ কষ্ট সৃষ্টে তাহা কহিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিল। যুবরাজের শীঘ্র জাহাজ আরোহণ করিবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু ঐ বৃদ্ধের আত্মীয় কুটুম্ব তথায় ছিল না তাহাতে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে না পারিয়া সত্বরতা পূর্ব্বক তাহার মৃত দেহ ধৌত করিয়া ঐ উদ্যানে গোর দিলেন, কিন্তু একাকী সকল আনা লেওয়া করাতে প্রায় দিবাবসান হইল, তখন নদী তটে গিয়া শুনিলেন যে জাহাজ তাঁহার নিমিত্ত তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অনেক ক্ষণ হইল খুলিয়া গিয়াছে, সুবাতাস পাওয়াতে অধিক বিলম্ব করিতে পারে নাই।

রাজকুমার কামারল জমান এই অবকাশে গমন করিতে না পারিয়া সেই বন্ধুহীন স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে হইবে এই দুঃখে যে রূপ ব্যাকুল হইলেন তাহা সহজেই অনুভব হইতে পারে। অধিকন্তু রাজকুমারী বেদৌরার কবচ জল পাইর কলসের সঙ্গে জাহাজে চলিয়া গেল তজ্জন্য আরও শোকাকুল হইলেন, সেই কবচ পুনঃ প্রাপণের আশায় এই বার এক কালীন নিরাশ হইলেন। কি করেন অন্যোপায় অভাবে উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন, এবং ভূম্যধিকারির নিকট স্বনামে পাট্টা

লইয়া একটী বালক চাকর রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রাচীন উদ্যানপাল নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করাতে তিনিই তাহার পঞ্চ বিংশতি স্বর্ণ কলসের অধিকারী হইলেন; এবং তাহাতে বঞ্চিত না হন ও সময়ান্তরে তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন এজন্য পঞ্চাশ কলসে ঐ স্বর্ণ বিভাগ করিয়া রাখিয়া তদুপরি জলপাই সাজাইয়া রাখিলেন।

যুবরাজ কামারল জমানের যখন এইরূপ অশেষ ক্লেশ ও শ্রম এবং অসহিষ্ণুতার আর এক বৎসরারম্ভ হইল তখন ঐ জাহাজ সুবাতাস পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে এবলী উপদ্বীপের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল, ঐ দ্বীপের নূতন রাজা অর্থাৎ রাজকিশোরী বেদোরা তখন অট্টালিকার উপরে ছিলেন, জাহাজ আগমন দৃষ্টে ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ জাহাজ কোথা হইতে আইল। ভৃত্যগণ কহিল এ জাহাজ প্রতি বৎসর পৌত্তলিকদিগের নগরে গিয়া তথাকার উত্তমং দ্রব্যাদি আনিয়া থাকে।

রাজকন্যা নানা সুখে সুখী হইলেও তাঁহার মনে যুবরাজের বিরহ দুঃখ দেদীপ্যমান ছিল, ইহাতে জাহাজ দর্শন মাত্রে মনে করিলেন এই তরণীতে যদি যুবরাজ থাকেন এবং এই আশ্বাসে তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক জাহাজস্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ছলে স্বামির অনুসন্ধানার্থ নদী তটে গিয়া নাবিককে ডাকিয়া, কোথা হইতে ও কত দিনে জাহাজ আইল এবং পথে কি মঙ্গল অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছিল ও জাহাজে কোনং লোক এবং কিং দ্রব্য আছে এইসমস্ত বিষয়ের বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নাবিক তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিল এবং জাহাজে যেং দ্রব্যাদি ছিল তাহারও বিবরণ কহিল। রাজকন্যা স্বভাবতঃ জলপাইতে অতিশয় প্রিয় ছিলেন, ঐ ফলের কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সকল জলপাই রাজবাটীতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পরে বাটীতে আসিয়া তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নাবিক কহিল এ দ্রব্য এক ব্যাপারির, তাহার এই জাহাজে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার গহ বশতঃ আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে ব্যক্তি অতি

দুঃখী, যদি আপনি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন তবে তাহার যথেষ্ট লভ্য দ্বারা মনঃক্ষোভ ও দুঃখ দূর হইবে। রাজকিশোরী তৎক্ষণাৎ নাবিককে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। পরে কলস হইতে জলপাই বাহির করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং তাহা দেখিতে লাগিলেন। জলপাই বাহির কালে কলসের প্রথমার্দ্ধে জলপাই পরার্দ্ধে স্বর্ণ পরিপূর্ণ দেখাতে তাঁহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল তাহাতে ক্রমে সকল কলস শূন্য করিতে কহিলেন তাহার মধ্যে একটা কলস হইতে হঠাৎ কবচ খানা বাহির হইয়া পড়িল, রাজকুমারী ঐ কবচ লইয়া দৃষ্টি করা মাত্র একেবারে মূর্চ্ছিতা হইলেন। অমাত্য ও ভৃত্যবর্গ তাঁহার বদনে বারি প্রদান করাতে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল তখন নৃপতিসুতা পুনঃ২ ঐ কবচ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয় স্বামী কামারল জমানকে শীঘ্রই পাইবেন এমত আশ্বাস পাইয়া রাজনন্দিনী হায়তল নিকাসকে তাহা দেখাইলেন, তিনিও ঐ অমূল্য নিধি দেখিয়া রাজপুত্রের শীঘ্র আসার আশাতে পরমাহ্লাদিতা হইলেন।

বেদৌরা পর দিন প্রত্যূষে নাবিককে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন যে সে সেই দণ্ডেই জাহাজ খুলিয়া গিয়া যে ব্যক্তির জলপাই, তাহাকে লইয়া আইসে, নতুবা তাহার সকল দ্রব্যাদি ও জাহাজ ক্রোক হইবে। নাবিক রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে অক্ষম হইয়া পুনর্ব্বার পৌত্তলিকদের দেশে যাত্রা করিল এবং রাত্রি কালে যেমন তথায় পঁহুছিল তেমনি ছয় জন লোক সমভিব্যাহারে কামারল জমানের উদ্যানে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। কামারল জমান তখন পর্য্যন্ত জাগ্রৎ ছিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দলেন। কাণ্ডারিগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বল পূর্ব্বক ধরিয়া ডিঙ্গিতে তুলিয়া জাহাজে লইয়া গেল, কোন কথা বলিল না, তাহার পর পাইল উড়াইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল। কামারল জমান তাহারদের অভিপ্রায় বুঝিতে অশক্ত হইয়া মহা উদ্বেগে থাকিলেন। গমন কালে পথে আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই হইল না। কিয়দ্দিবস পরে

এবলী উপদ্বীপে জাহাজ উপনীত হইলে ছদ্মবেশী রাজকন্যা বেদোরা তৎসংবাদ প্রাপ্তে কামারল জমানকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভূপতি তনয় যদিও উদ্যানপালের বেশে ছিলেন, তথাচ বেদোরা দর্শনমাত্র তাঁহাকে চিনিলেন, এবং যদিও প্রকাশ হইয়া তাঁহার সহিত তখনি আলিঙ্গন করেন এমন ইচ্ছা হইল তথাপি ধৈর্য্য বারি দ্বারা সে প্রবল ইচ্ছা রূপ অনলকে নির্ব্বাণ করিয়া আরো কিঞ্চিৎ কাল আপনার ভূপতি বেশে থাকা কর্ত্তব্য এমত বিবেচনা করত তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর নাবিকের শ্রমের পুরস্কারার্থ তাহাকে ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া যথেষ্ট ধন দিলেন তাহাতে সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রস্থান করিল।

তৎপরে বেদোরা এবলী উপদ্বীপাধিপতির কন্যা হায়তল নিফাসের নিকট আত্ম আনন্দের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে রাজকিশোরকে এই ক্ষণেই রাজসিংহাসনে আরোপিত করা বিচার সঙ্গত কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ দুরবস্থা হইতে একেকালে এমত অত্যুচ্চ পদাভিষেক দুর্ঘট অর্থাৎ উদ্যানপালকে রাজা করিলে লোকে যুক্তি সিদ্ধ বোধ করিবে না, পরন্তু আপনি আর ছদ্মবেশে না থাকিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট প্রকাশ হইবেন তাহাও বলিলেন। অতএব পর দিন প্রত্যূষে রাজকুমারী দাসগণকে আজ্ঞা করিলেন যে উদ্যানপালকে অঙ্গ মার্জ্জনাদি পূর্ব্বক স্নান করাইয়া এবং বস্ত্র ভূষণ পরিধান করাইয়া রাজসভাতে উপস্থিত কর। দাসগণ আজ্ঞানুসারে যখন তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া রাজ সভায় আনয়ন করিল তখন সভাসদ সকলে তাঁহাকে পরম সুন্দর ও রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। পরে তাঁহার বাসার নিমিত্ত যে অট্টালিকা সুসজ্জিত হইয়াছিল তথায় তাঁহাকে লইয়া গেলে রাজকুমার দেখিলেন সেখানে বিবিধ প্রকার কর্ম্মকারী ও দাস দাসী তদাজ্ঞা পালনার্থ উপস্থিত আছে এবং উত্তম২ অশ্ব পূর্ণ অশ্বশালা এবং সম্ভ্রান্ত সভ্য লোকের উপযুক্ত তাবৎ দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তিনি তথায় আগমন করিলে

পরেই সেই বাটীর দেওয়ান তাঁহার ব্যয়ার্থ স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক বাক্স আনিয়া দিল। রাজপুত্র এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু একবারও তাঁহার মনে এমত উদয় হইল না যে এ সমুদয় ব্যাপার তাঁহার প্রিয়া বেদোরা কর্ত্তৃক কৃত হইতেছে।

বেদোরার নিতান্ত বাসনা ছিল যে তাঁহাকে কোন উচ্চ কর্ম্ম দিয়া সর্ব্বদা আপন নিকট রাখেন, অতএব দৈবাৎ রাজ-কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করি-লেন। রাজকুমার তৎপদাভিষিক্ত হইয়া সদ্বিবেচনা ও বিচ-ক্ষণতা পূর্ব্বক কর্ম্ম করাতে প্রধান২ পদস্থ সকল ব্যক্তি ও তাবৎ প্রজা তাঁহার বশীভূত হইল, ইহাতে কামারল জমান আপনাকে অত্যন্ত সুখী জ্ঞান করিলেন, কিন্তু এমত ঐশ্বর্য্য পাইয়াও তাঁহার প্রিয়াকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, বরঞ্চ সর্ব্বদা তাঁহার নিমিত্ত খেদ করিতেন এবং মনে২ ভাবিতেন বুঝি প্রিয়া এই পথ দিয়া পিতৃদেশে গিয়া থাকিবেন, পরন্তু তাহার কিছু সন্ধান পাইলেন না। ছদ্মবেশী রাজকন্যা যখন তাঁহাকে কর্ম্ম কার্য্য বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তখন রাজপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিতেন, সে দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহারই জন্য, এবং রাজকন্যাও আপনার মনের যন্ত্রণা আপনি বিলক্ষণ বুঝি-তে পারিয়া বিবেচনা করিতেন যে শীঘ্র তাঁহার নিকট প্রকাশ হওয়া উচিত, তাহা হইলে উভয়ের বিরহ যন্ত্রণার শেষ হইবে। অনন্তর বেদোরা হায়তল নিফোসের সহিত পরামর্শ করিয়া এক দিবস কামারল জমানকে নির্জ্জনে বলিলেন তোমার সহিত আমার কোন পরামর্শ আছে, অতএব অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি আমার নিকটে আসিও, এবং বাসায় বলিয়া আসিও যে রাত্রিতে আসিতে পারিব না, আমি তোমার শয়নার্থ এই স্থানে শয্যা দেওয়াইব।

কামারল জমান নিরূপিত সময়ে রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশী বেদোরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তাহাতে প্রহরী খোজাও তাঁহার সঙ্গে২ যাইতে

উদ্যত হইল কিন্তু রাজকন্যা তাহাকে দ্বারে থাকিতে কহিয়া রাজপুত্রকেই অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পরে যে গৃহে আপনি শয়ন করিতেন সেই গৃহে তাঁহাকে বসাইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করত সিন্দুক হইতে সেই পরসমণি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন যে কিছু কাল হইল এক দৈবজ্ঞ আমাকে এই প্রস্তর দিয়াছে, তুমি সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ, ইহার কি গুণ বলিতে পার।

কামারল জমান ঐ প্রস্তর দীপের আলোকে দৃষ্টি করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন, রাজকিশোরী বেদোরা তাহাতে মনেং মহাহ্লাদিতা হইলেন। পরে কামারল জমান বলিলেন মহারাজ আপনি আমাকে ইহার গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু হায়২ ইহার গুণ কি কহিব, জগন্মোহিনী রাজনন্দিনীর এই মণি, যদি আমি তাঁহার অন্বেষণ শীঘ্র না পাই তবে তাঁহার শোক ও বিরহে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে এই ইহার গুণ। আমি ঐ প্রাণাধিকাকে হারাইয়া যে২ দুঃখ ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি যদি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আকর্ণন করেন তবে অবশ্য আমার প্রতি আপনার দয়া হইবে। নরেন্দ্রসুতা উত্তর করিলেন আমি তাহা কিছু২ জ্ঞাত আছি. কিন্তু তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ কাল থাক, আমি আসিয়া তাহার বিস্তারিত শুনিতেছি। বেদোরা ইহা বলিয়া আর এক কুঠরীতে গেলেন, সেখানে রাজ বেশ ত্যাগ পূর্ব্বক রমণীর রমণীয় বস্ত্র ভূষণ পরিধান করিয়া এবং পরস্পর পৃথক্ হওনের দিবস যে কটি বন্ধন কটিতে ছিল তাহা কটিতে বন্ধন করিয়া কামারল জমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামারল জমান দৃষ্টি মাত্র সধর্ম্মচারিণীস্বরূপে চিনিয়া হর্ষ প্রফুল্ল নয়নে স্বপ্রেয়সীকে বাহু মধ্যে ধারণ পূর্ব্বক অকূল কাণ্ডারি পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করত বলিলেন, হে প্রিয়ে আমি রাজার গুণে কি পর্য্যন্ত বাধিত তাহা বলিতে আমার জিহ্বা অশক্তা। রাজকন্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূরিত নয়নে কহিলেন আর সে রাজাকে দেখিবেন এমত আশা করিবেন না, আমি সেই রাজা, বৈস, আমি তো

মাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতেছি। পরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া রাজকন্যা শেষে যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন অর্থাৎ যে স্থান হইতে যুবরাজ গিয়াছিলেন তথায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাঁহাকে না দেখিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া আইলেন না তখন তাঁহার আসার আশায় নিরাশ হইয়া ছদ্মবেশে সেই স্থান হইতে যে রূপে এবনী উপদ্বীপে আসিয়াছিলেন, ও যে অভিপ্রায়ে আম্মানোস রাজার কন্যা হায়তল নিকাসকে বিবাহ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজকন্যার নিকট আপনি স্ত্রীজাতি ইহা প্রকাশ করিলে তিনি যে প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং পরে জলপাই ক্রয় করিয়া কলস মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা ও পরশ মণি পাইয়া তাঁহাকে যে কৌশলে আনয়ন করান তাহা তাবৎ একে২ বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন, এবং হায়তল নিকাশের রূপ গুণের নানা প্রকার প্রশংসা করিলেন। তৎপরে কামারল জমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নাথ তুমি তদবধি কোন২ আপদে পড়িয়াছিলে তাহা আমাকে বল। যুবরাজও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত প্রিয়াকে কহিলেন আর বলিলেন হে প্রাণাধিকে এত দিন তুমি আমার নিকট এখানে অপ্রকাশ থাকিয়া কেন অনর্থক ক্লেশ দিয়াছ। এই কথায় রাজকুমারী লজ্জিতা হইয়া তাহার অনেক কারণ দর্শাইলেন। এই সকল কথোপকথনে অনেক রাত্রি হইল, তৎপরে উভয়ে উত্তম পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন।

পরদিন গাত্রোত্থানানন্তর বেদোরা রাজার বেশ ভূষা না পরিয়া স্ত্রী বেশে থাকিয়া প্রধান খোজা দ্বারা আম্মানোস রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া তথায় অজ্ঞাত কুলশীলা অপরিচিতা পরমা সুন্দরী এক যুবতী ও রাজকোষাধ্যক্ষকে একত্র দেখিয়া অন্তঃক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজা কোথায়। রাজকন্যা উত্তর করিলেন মহারাজ কল্য আমি রাজা ছিলাম, কিন্তু অদ্য চীনাধিপতির কন্যা বেদোরা ও শাহজমান রাজার পুত্র প্রকৃত কামারল জমানের

বনিতা হইয়াছি। আমি আপনাকে পূর্ব্বে প্রতারণা করিয়াছিলাম কিন্তু আমারদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। তৎপরে ঐ কাহিনী সমুদায় রাজাকে কহিলেন, রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। পরে বেদোরা কহিলেন মহারাজ যদিও আমারদের ধর্ম্মানুসারে পুরুষে এক স্ত্রী সত্ত্বে ভার্য্যার অনুমতি বিনা অন্য দার পরিগ্রহ করিতে পারেন না কিন্তু আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কহিতেছি যে আপনি কামারল জমানের সহিত আপনকার কন্যার বিবাহ দেউন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বরং তাহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইব, এবং তিনিই রাণী হইবেন, আমি তাঁহার অধীনা হইয়া থাকিব। আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি ইহাঁতে তিনিও সম্মতা আছেন মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। রাজা আম্মানোস এই কথা শুনিয়া কামারল জমানের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ কহিলেন যদ্যপিও আমি আমার পিতাকে বহু দিন না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল আছি কিন্তু আপনি ও আপনার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে কোন মতে আপনার মতের বিপরীত করণেচ্ছু নহি। রাজা রাজপুত্রের এই অভিপ্রায় পাইয়া সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং বহু সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিলেন, ঐ যুবতীর সৌন্দর্য্য ও বিচক্ষণতা এবং প্রেমেতে রাজকুমার অতিশয় মোহিত হইলেন। অপর দুই রাজকন্যা পূর্ব্বমত অত্যন্ত প্রণয়ে থাকিয়া উভয়ে কামারল জমানের পরম প্রেয়সী হইলেন; এবং উভয়ে সমান শয্যা ভোগি হইয়া মহা সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পরে উভয়েই সম কালে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পর বৎসরে এক২ রাজপুত্র প্রসব করিলেন, তাহাতে নব কুমারদ্বয়ের জাত কর্ম্মাদি মহা সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল। বেদোরার গর্ব্ভে যে প্রথম পুত্র জন্মিয়াছিল কামারল জমান তাহার নাম আমজিয়াদ অর্থাৎ মহানন্দিত্ব ও হায়াতল নিকাশের গর্ব্ভে যে দ্বিতীয়

পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম আসাদ অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী, রাখিলেন।

যুবরাজ আমজিয়াদ এবং আসাদের কথা।

বাল্যকালাবধি উক্ত রাজকুমারদিগের লালনপালন যত্ন পূর্ব্বক হইল এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে উভয়েরি এক জন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইল, আর রাজা কামারুল জমান তাহা দিগকে যে২ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার মানস করিয়াছিলেন সেই সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য তত্তৎ বিদ্যা ব্যবসায়ি এক২ জন উপদেশক উভয়েরি জন্য নিয়োজিত করিলেন এই প্রকারে এক প্রকার শিক্ষা ও সহবাসে তাহারদের বাল্য কালের প্রণয় ক্রমে২ অধিক বয় ক্রমে আরো দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

রাজকুমার দ্বয়ের অবয়ব ও সৌন্দর্য্য বাল্যাবস্থা হইতেই সমান ছিল এজন্য উভয় রাণীই তাহাদিগকে অসম্ভব স্নেহ করিতেন, বিশেষত বেদোরা আত্মপুত্র অপেক্ষা হায়তল নিকাসের নন্দন আসাদকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এবং হায়তল নিকাসও আপন সন্তান অপেক্ষা বেদোরার পুত্র আমজিয়াদকে অধিক স্নেহ করিতেন।

প্রথমে দুই রাণী বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগের পরস্পর প্রণয়ের আতিশয্যে এই অসম্ভব স্নেহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কালপ্রভাবে তাঁহারদিগের ঐ স্নেহ দোষের কারণ হইয়া উঠিল, এবং কুমারদ্বয়ের রূপ লাবণ্যের তাঁহাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিল।

দুই রাণী আপনাদের মধ্যে এই প্রেম গোপনে রাখে নাই, কিন্তু কুমারদ্বয়কে সহসা তাহা বলিতে সাহস না পাইয়া পত্রের দ্বারা জানাইবার মানস করিল। অনন্তর রাজা কামারুল জমান এক সময় ২।৩ দিবসের নিমিত্ত মৃগয়ায় গমন করিলে যুবরাজ আমজিয়াদ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে অন্তঃপুরে আসিতেছিল এমত সময়ে এক খোজা তাহাকে নিভৃতে হায়াতল নিকাস রাজ্ঞীর প্রেমাভিলাষের পত্র প্রদান করিল। যুবরাজ এই ঘৃণিত পত্র পাঠ করিয়া খোজাকে

বলিলেন অরে বিশ্বাসঘাতক তোর প্রভুর প্রতি এই কি বিশ্বস্ততা, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ করবাল দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তদনন্তর আপন মাতা বেদৌরার নিকট গিয়া ঐ পত্র দেখাইলেন এবং ঐ পত্র কে লিখিয়াছিল ও তাহাতে কি লেখা ছিল তাহাও কহিলেন, কিন্তু রাণী ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন ওরে পুত্র এ সমুদায় কৃত্রিম ও অপবাদ মাত্র, আমি জানি হায়তল নিকাশ অতি সদ্বিবেচিকা, তুমি কি বুদ্ধিতে তাহার গ্লানি করিতেছ।

বেদৌরা আপন পুত্র আমজিয়াদের ব্যবহারে মনে জানিল যে যুবরাজ আসাদও তত্তুল্য ধার্ম্মিক এবং তিনিও এমত দুষ্কর্ম্মে কদাচ সম্মত হইবেন না, তথাপি কুকর্ম্মের চেষ্টাতে নিবৃত্ত থাকিতে না পারিয়া পর দিন এক পত্র লিখিয়া তাহা আসাদের হস্তে অর্পণার্থ এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিযুক্ত করিল। ঐ প্রাচীনা পত্র প্রদানের সময়ানুসন্ধান করিতে লাগিল, পরে যুবরাজ আসাদ যখন রাজকর্ম্ম করণানন্তর রাজসভা হইতে গৃহে আসিতেছিলেন সেই সময়ে বৃদ্ধা ঐ পত্র তাঁহার হস্তে দিল। রাজপুত্র পত্রের কিঞ্চিৎ অংশ পাঠ করিয়াই মহা ক্রোধে তখনি সে প্রাচীনার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহার উচিত দণ্ড করিলেন। পরে ঐ পত্র হস্তে করিয়া আপনার মাতা হায়তল নিকাসকে দেখাইতে গেলেন, কিন্তু রাণী তাহাকে কোন কথা বলিবার সাবকাশ না দিয়া কহিলেন ওরে আমি তোর মনস্থ জানিলাম, তুইও তোর ভ্রাতা আমজিয়াদের তুল্য নির্লজ্জ, দূর হ, আমার সম্মুখে আর কখন আসিস্ না।

পরে রাণী দ্বয় কুমার দ্বয়কে এরূপ ধর্ম্ম নিষ্ঠ দেখিয়া প্রেমের আশায় নিরাশ হইয়া প্রকৃতি সিদ্ধ মাতৃ স্নেহও পরিত্যাগ করত উভয়কে নষ্ট করিবার মনস্থ করিল, এবং আপন২ পরিচারিণীগণকে জানাইল যে কুমার দ্বয় তাহারদের ধর্ম্ম নষ্ট করণের চেষ্টা করিয়াছিল। অনন্তর রাজা কামারল জমান মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে দুই রাজ্ঞী কপট দুঃখে মগ্না ও নেত্র নীরে আচ্ছন্না হইয়া একত্রে শয়ন করিয়া থাকিল। রাজা তাহার-

দিগকে এই রূপ রোরুদ্যমানা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধূর্ত্তা রমণীরা রাজার কথায় উত্তর না করিয়া আরো রোদন করিতে লাগিল। পরে রাজা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করাতে বেদৌরা ক্রন্দন করিতে২ কহিল মহারাজ তোমার পুত্র রাজকুমার দ্বয়ের অশিষ্ট ব্যবহারে আমারদের মনে অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছে, আমাদের আর এক দিনও প্রাণ ধারণের অভিলাষ নাই। তাহারা অতি কুৎসিত মানসে তোমার অনুপস্থিতে সাহস পাইয়া আমারদিগকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাজা এ কথায় অগ্নিপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ কুমার দ্বয়কে রাজসভায় আনয়ন করাইয়া স্বহস্তে উভয়েরই শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু প্রাচীন ভূপতি আর্ম্মানোস তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকাতে তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন হে পুত্র তুমি কি করিতেছ, তুমি আত্মজের শোণিতে কেন আপন হস্ত ও রাজবাটী অপবিত্র করিবে, যদি তাহারা অপরাধী হয় তবে দণ্ডের অন্য পন্থা আছে। শ্বশুরের বাক্যে রাজা কামারল জমান স্বহস্তে আত্মজ হত্যায় ক্ষান্ত হইয়া তখন তাহারদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে জিয়ান্দর নামে এক জন আমীরকে আজ্ঞা করিলেন যে এই পাপিষ্ঠ দ্বয়কে নগর হইতে অন্তরে লইয়া গিয়া ইহারদিগকে বধ করিয়া তৎ চিহ্ন স্বরূপ ইহারদের শোণিতাক্ত বস্ত্র আনিয়া আমাকে দেখাও, নতুবা আমি তোমারও মুখাবলোকন করিব না।

রাজার এই আজ্ঞানুসারে জিয়ান্দর কুমার দ্বয়কে অশ্বারোহণ করাইয়া রজনীযোগে নগর হইতে লইয়া চলিল, সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া প্রত্যূষে তাহাদিগকে অশ্ব হইতে অবরোহণ করাইয়া সজল নয়নে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, হে রাজকুমারেরা আপনাদের পিতা আমাকে এই সঙ্কটে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, দোহাই পরমেশ্বরের, এই আজ্ঞা পালনে আমার একান্ত ইচ্ছা নাই। রাজ পুত্রেরা কহিলেন আমরা জানি তুমি আজ্ঞা বাহক, অতএব তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, তাহাতে তোমার

দোষ কি। অনন্তর জিয়ান্দর বিটপি মূলে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক কুমারদ্বয়কে বন্ধন করিয়া যেমন আঘাতের নিমিত্ত তলওয়ার খুলিল তেমনি তচ্চাকচক্যে তাহার ঘোটক ভয় পাইয়া বন্ধন মুক্ত হওত, বনে পলায়ন করিল, তাহাতে জিয়ান্দর তলওয়ার ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাতে গমন করিল। কিঞ্চিৎ কালানন্তর বন মধ্যে সিংহের ঘোরতর গর্জ্জন শ্রবণে ভূপাল নন্দনেরা অনুমান করিলেন যে জিয়ান্দরকে নিঃসন্দেহ সিংহে আক্রমণ করিয়াছে অতএব যুবরাজ আমজিয়াদ বল পূর্ব্বক আপনার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঐ তলওয়ার লইয়া জিয়ান্দরের রক্ষার্থ দৌড়িয়া গিয়া সিংহ যে সময়ে তাহাকে ধরিবে সেই কালে সিংহকে বিনাশ করিলেন। এই আচরণে জিয়ান্দর মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের বধের চিন্তা পরিত্যাগ করিল, এবং তখনি তাঁহারদিগকে আপন বস্ত্র দিয়া তাঁহারদের পরিধেয় চাহিল। রাজপুত্রেরা ইহাতে প্রথমত আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে সম্মত হইলেন।

তদনন্তর জিয়ান্দর যুবরাজ দ্বয়কে নানা প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারদের পরিধেয় বস্ত্র মৃত সিংহের শোণিতে আরক্ত করিয়া তৎসহ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক এবনী উপদ্বীপের রাজধানীতে গমন করিল। সে রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা কামারল জমান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার আজ্ঞা পালন হইয়াছে কি না? জিয়ান্দর রাজকিশোরদিগের শোণিতাক্ত বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, মহারাজ আমি আজ্ঞা পালন করিয়াছি কি না তাহার এই চিহ্ন দেখুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কি রূপে ঐ দণ্ড গ্রহণ করিল। জিয়ান্দর কহিল চমৎকার ধৈর্য্যের সহিত ঈশ্বরে আত্মা সমর্পণ করিয়া শিরোদান করিলেন, মহারাজ তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং মরণ কালে কহিলেন যে নিরপরাধে আমারদিগের প্রাণ দণ্ড হইল, সাধ্য কি, ঈশ্বরেচ্ছায় সকলই হয়, ইহাতে পিতার কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি যথার্থ বিষয় শুনেন নাই। রাজা জিয়ান্দরের নিকট এই বিবরণ শুনিয়া অতিশয় দুঃখার্ত্ত চিত্তে রাজকুমারদের

বস্ত্রান্বেষণ করিতে২ প্রথমে যুবরাজ আমজিয়াদের জেব মধ্যে একখানা পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করিলেন। রাণী হায়তল নিফাস সেই পত্র স্বহস্তে লিখিয়াছিল এবং প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ তন্মধ্যে তাহার বেণী ছিল। ভূপতি এতদবলোকনে কম্পান্বিত কলেবর হইলেন, তৎপরে আসাদের জেবে হস্ত দিয়া বেদৌরার স্বহস্ত লিখিত ঐ রূপ এক লিপি পাইয়া এমত বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে ক্ষণেক কাল তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য হইলে রাজা অতিশয় শোকাকুল হইয়া বলিলেন হায় আমি কি নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিলাম, আমি নির্দোষ পুত্রদিগকে দুষ্টা ভার্য্যাদের কথায় নষ্ট করিলাম।

যখন এবনী উপদ্বীপাধিপতি পুত্র শোকে এই রূপ কাতর তখন কুমারদ্বয় লোক ভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে২ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দিবসে বন্য ফল মূলাদি আহার ও পর্ব্বতের নির্ঝরোদক পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, রাত্রিতে বন্য জন্তুর ভয়ে এক জন শয়ন করিতেন আর এক জন জাগিয়া থাকিতেন। এই রূপে কএক সপ্তাহ ভ্রমণ করিতে২ এক দিন এক বৃহৎ পর্ব্বতের নীচে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু কষ্টে গিরি আরোহণ করিয়া এক স্থানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল ক্লান্তি দূর করিলেন, তদনন্তর পুনরায় গমন করিলেন, এই রূপে এক বৃহৎ নগর দেখিয়া তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারদিগের মধ্যে কে নগরে গিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবে, ও কে সেই স্থানে থাকিবে এতদ্বিষয়ের পরামর্শ হইলে আসাদ নগরে গমন করিলেন। নগরে যাইতে২ পথি মধ্যে এক বৃদ্ধের সহিত আসাদের সাক্ষাৎ হইল, সেই প্রাচীন তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং বলিল যে ত্বরায় যাইয়া তাঁহাকে উত্তম২ খাদ্য দ্রব্যাদি দিবেক।

রাজকুমার আসাদ ঐ বৃদ্ধের বাটীতে আসিলে পর প্রাচীন তাঁহাকে এক ঘরে লইয়া গেল। তথায় রাজনন্দন দেখিলেন যে তত্তুল্য আর চল্লিশ জন প্রাচীন পুরুষ প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দ্দিগে বসিয়া অগ্নি পূজা করিতেছে। রাজতনয় ইহা দেখিয়া

হতজ্ঞানতা পূর্ব্বক এত লোকের ভ্রমার্চ্চনা বিবেচনায় যত ঘৃণা না হউক আপনাকে প্রতারিত ও এই অপকৃষ্ট স্থানে আনীত দেখিয়া ততোধিক ঘৃণাযুক্ত ও কম্পান্বিত হইলেন। বৃদ্ধ বঞ্চক ঐ চল্লিশ্ জন প্রাচীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে অগ্নি পূজা-নিষ্ঠ মহাশয় গণ অদ্য আমারদের শুভ দিন, গজবান কোথায়, তাহাকে ডাকুন। এই কথা উচ্চস্বরে বলিলে সেই ঘরের বাহিরে এক কাফ্রি, দণ্ডায়মান ছিল সে দৌড়িয়া আসিল। সেই কাফ্রির নাম গজবান, সে আসাদের বিমর্ষতা দেখিয়া তিনি যে নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন তাহা বোধ করিল, এবং তখনি তাঁহাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিল। তদনন্তর সেই বৃদ্ধ বলিল ইহাকে নীচে লইয়া গিয়া আমার কন্যা বেস্তোমা ও কাবামাকে বল যে প্রতিদিন লগুড়াঘাত করে এবং ইাহার প্রাণ ধারণার্থ প্রাতঃকালে ও রাত্রে এক২ খান রোটি দেয়, তাহাতে যে পর্য্যন্ত নীল সমুদ্রে ও আগ্নেয় পর্ব্বতে জাহাজ না যাইবে তাবৎ পর্য্যন্ত এ জীবিত থাকিবে, পরে ইহাকে আমারদের দেবতার নিকট বলি দেওয়া যাইবে। প্রাচীন এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিলে গজবান রাজকুমার আসাদকে টানিয়া লইয়া পাতালস্থ এক ঘরে গেল এবং অত্যন্ত ভারি ও মোটা লৌহ শৃঙ্খল তাঁহার পায়ে দিল। তাহার পর বৃদ্ধের কন্যারদের নিকট সম্বাদ দিতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ ইতিপূর্ব্বে তাহারদিগকে ডাকাইয়া উচিত উপদেশ দিয়াছিল। দুহিতাদ্বয় নিকটে আসিলে বৃদ্ধ তাহারদিগকে বলিয়াছিল আমি যে মুসলমানকে আনিয়াছি তাহাকে গিয়া বিলক্ষণ প্রহার কর দেখিও যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয়; ইহাতে অগ্নি পূজায় তোমারদের যথার্থ ভক্তি প্রকাশ হইবে।

বেস্তোমা এবং কাবামা জন্মাবধি মুসলমানদিগের প্রতি দ্বেষ করিত, তাহাতে পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া প্রফুল্ল-চিত্তে তৎক্ষণাৎ পাতাল পুরীতে গিয়া আসাদকে বিবস্ত্র করিয়া এমন নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক প্রহার করিল যে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, ও তিনি মৃত প্রায়

হইয়া ধূলায় পড়িয়া থাকিলেন, তৎপরে ঐ দুই নিষ্ঠুরা যুবতী এক রোটিকা ও এক ভাণ্ডজল তাঁহার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল। আসাদ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানোদয় হইলে আত্ম দুর্ভাগ্যে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা আমজিয়াদের এরূপ দুর্ঘটনা হয় নাই।

এদিগে যুবরাজ আমজিয়াদ অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া মহাকষ্টে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন, কিন্তু যখন তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না তখন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঘটিকা গণনা করত রাত্রি যাপন করিলেন। নিশাবসানে নগরে গমন করিয়া দেখিলেন যে তথায় অত্যল্প মুসলমান বাস করে, তাহাতে তাঁহার আরো উদ্বেগ জন্মিল, পরে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঐ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল এ স্থানকে মায়াময় নগর কহে কেননা এখানে অগ্নি পূজক মায়া বিদ্যাজ্ঞ লোকই অনেক আছে, মুসলমান অত্যল্প। আমজিয়াদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ স্থান এবলী উপদ্বীপ হইতে কত দূর হইবে। সে কহিল সমুদ্র পথে ছয় মাস কিন্তু পদব্রজে এক বৎসর লাগে। সে ব্যক্তি আমজিয়াদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিয়া গেল।

আমজিয়াদ এবলিউপদ্বীপ হইতে ঐস্থানে ছয় সপ্তাহে আসিয়াছিলেন অতএব এক বৎসরের পথ এত শীঘ্র কিরূপে আসিলেন তাহা বিবেচনা করিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে মায়াতে আনীত হইয়া থাকিবেন অথবা পর্ব্বতের যে দুর্গম পথে মনুষ্যের গমনাগমন নাই তাহা দিয়া শীঘ্র আসিয়াছেন। তদনন্তর নগরের মধ্যে যাইতে২ মুসলমান বেশী এক দরজিকে দেখিয়া তাহার দোকানের সম্মুখে দাণ্ডাইলেন, পরে তাহাকে নমস্কার করিয়া তাহার নিকট বসিয়া আত্ম দুঃখের সকল বিবরণ কহিলেন। দরজি রাজপুত্রের কথা শুনিয়া বলিল যদি তোমার ভ্রাতা কোন মায়াবির হস্তে পড়িয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আর পাইবা না তিনি একেবারে গিয়াছেন অত-

এব তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়া আপনি যাহাতে ঐ মনুষ্য হিংস্রকদিগের হস্তে পতিত না হও তাহার পন্থা দেখ, বরঞ্চ যদি আমার পরামর্শ শুন তবে আমার বাটীতে থাক আমি মায়াবিদিগের সমস্ত বিবরণ তোমাকে বলিব কিন্তু যখন তুমি বহির্গমন করিবে তখন সাবধান হইয়া যাইও। আমজিয়াদ ভ্রাতৃ শোকে কাতর থাকাতে দরজির অনুগ্রহে বাধিত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিলেন।

আমজিয়াদ ও মায়াময় নগরের এক স্ত্রীর কথা।

আমজিয়াদ দরজির বাটীতে থাকিয়া মাসাবধি তাহার সঙ্গ ব্যতীত বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন না। কিন্তু এক দিবস একাকী স্নানে গিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথে এক সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ পাইলেন, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় যাইতেছ। রাজপুত্র উত্তর করিলেন আমি বাটী যাইতেছি, যদি প্রয়োজন হয় বল আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার বাটী রাখিয়া আসি। আমজিয়াদের রূপ লাবণ্যে ঐ রমণী মোহিত হইয়াছিল সে আর কোন কথা না বলিয়া তিনি যে পথে চলিলেন সেই পথে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজপুত্র তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলেন না, অবশেষে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া দাণ্ডাইলে সে রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল এই কি তোমার বাটী। আমজিয়াদ ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না ইহাতে যুবতী ভাবিল সে বাটী তাঁহারই হইবে এই অনুমানে তাঁহাকে তন্মধ্যে যাইতে বলিল, কিন্তু আমজিয়াদ বলিলেন যে দ্বার বদ্ধ এবং আমার নিকট চাবি নাই অতএব কিরূপে প্রবেশ করিব। এই কথায় রমণী এক খান প্রস্তর লইয়া তালা ভাঙ্গিতে লাগিল। আমজিয়াদ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কথা না শুনিয়া তালা ভাঙ্গিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে এক মেজ সজ্জিত হইয়া আছে, তাহাতে সেই যুবতী আমজিয়াদকে

লইয়া একত্র আহারারম্ভ করিল এবং পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থে পান করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে আমজিয়াদ দেখিলেন যে এক ব্যক্তি দ্বারে দাণ্ডাইয়া উকি মারিতেছে ঐ ব্যক্তি ইঙ্গিত পূর্ব্বক তাঁহাকে ডাকিল, রাজপুত্র কোন ছলে তাহার নিকট উঠিয়া গেলেন।

ঐ ব্যক্তির নাম বাহাদুর, সে তন্নগরাধিপের অশ্বাধ্যক্ষ, তাহারই ঐ বাটী, সে ব্যক্তি অপর এক বাটীতে বাস করিত কিন্তু যখন বন্ধু বান্ধবগণকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইত তখন ঐ বাটীতে ভোজের আয়োজন হইত, ঐ দিবসও সেই রূপ হইয়াছিল, কিন্তু বাটীতে আসিয়া দুই জন অপরিচিত মনুষ্যকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্বারে দাণ্ডাইয়াছিল। আমজিয়াদ তাহার নিকটে আসিলে পর বাহাদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই সব কি হইতেছে, তোমরা কে। রাজকুমার অশ্বাধ্যক্ষকে অকপটে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া আপনার উৎপত্তি ও যে কারণে দেশত্যাগ তাহার সংক্ষেপ বিবরণ কহিলেন। বাহাদুর তাঁহার পরিচয়ে বড়ই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে রমণীর নিকট যাইতে বলিল আর কহিল আমি বন্ধুগণকে অদ্য ভোজন করিতে আসিতে নিষেধ করিয়া দাসের বেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি, আপনি আমার বিলম্ব অপরাধে আমাকে তিরস্কার এবং প্রহার করিবেন। তদনন্তর যুবরাজ সুন্দরীর নিকট গেলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে বাহাদুর পরিচারকের বেশে আসিল। রাজকুমার বিলম্বের জন্য তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, এবং ছল ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আস্তে২ তাহার স্কন্ধে দুই তিন চপেটাঘাত করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ স্ত্রীর সন্তোষ হইল না, সে এক গাছা বেত লইয়া এমন নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে প্রহার করিল যে তাহাতে বাহাদুরের চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ হইল। আমজিয়াদ বাহাদুরের এই দুরবস্থা দৃষ্টে অতিশয় খেদিত হইয়া ঐ ক্রূরার হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইলেন। অনন্তর রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আহার আহ্লাদ করিলেন, বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিল।

পরে আমজিয়াদ তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন। বাহাদুর আজ্ঞা প্রাপ্তে এক কুঠরীতে গিয়া নিদ্রায় এমত বিহ্বল হইল যে ঐ ঘর হইতে তাহার নাসিকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। বাহাদুরের প্রস্থানানন্তর ঐ রমণী ও যুবরাজ কতক ক্ষণ একত্র থাকিলেন, পরে ঐ ঘরে এক খান তলওয়ার ঝুলিতে ছিল রমণী তাহা দেখিয়া আমজিয়াদকে বলিল যে এই অস্ত্র খান লইয়া দাসের শিরশ্ছেদ কর। যুবরাজ এই ইচ্ছা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করণার্থ অনেক বুঝাইলেন কিন্তু ঐ দুশ্চারিণী কোন মতে নিরস্ত না হইয়া বলিল যদি তুমি তাহার শিরশ্ছেদন না কর তবে আমি স্বয়ং করিতেছি ইহা বলিয়া ত্বরায় খড়্গ লইয়া যথায় দাস শয়ন করিয়াছিল তথায় চলিল। আমজিয়াদ তাহার হস্ত হইতে তলওয়ার কাড়িয়া লইয়া বলিলেন যদ্যপি কিঙ্করকে নষ্ট করা নিতান্তই শ্রেয় হইয়াছে তবে অস্ত্র আমাকে দেও আমিই করিতেছি। তদনন্তর তিনি দাসের ঘরে গেলেন, কিন্তু ভৃত্যের মস্তক ছিন্ন না করিয়া সত্বরতা পূর্ব্বক রমণীর মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। ঐ মুণ্ড বাহাদুরের অঙ্কে পড়াতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল বাহাদুর ঐ নারীকে ছিন্ন মস্তা ও যুবরাজের হস্তে খড়্গ ও আরক্ত বস্ত্র দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। যুবরাজ তাহাকে সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণ কহিলেন তাহাতে বাহাদুর আত্ম পরিত্রাণ কর্ত্তার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। পরে ঐ নারীর মৃত দেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য বাহাদুর তাহা এক থলিয়াতে পুরিয়া বারিনিধি তটে চলিল, কিন্তু পথি মধ্যে এক বিচারপতির সম্মুখে পড়াতে বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার থলির মধ্যে কি। বাহাদুর হঠাৎ সন্তোষ জনক উত্তর করিতে না পারাতে বিচারক তাহার থলি খুলিয়া তন্মধ্যে শব দেখিয়া তাহাকে ধৃত করত হত্যাপরাধের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ আজ্ঞা প্রচারার্থ নগরে ঘোষণা হইল।

আমজিয়াদ বাহাদুরের গমনাবধি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন পরে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যুর ঘোষণা

শ্রবণে অতিশয় বিষাদিত হইয়া মনেং কহিলেন যে যদি ঐ দুশ্চারিণীর হত্যাপরাধে কাহার প্রাণ দণ্ড হয় তবে সে দণ্ড আমারই হওয়া কর্ত্তব্য, বাহাদুরের প্রাণ দণ্ড উচিত নয়, ইহা মনেং স্থির করিয়া আপনি হত্যার স্থানে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে তথায় নানা দিক্ হইতে লোকের সমাগম হইতেছে ও বিচারক অশ্বাধ্যক্ষকে ফাঁসি দিবার জন্য তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকটে আনাইতেছেন। রাজনন্দন তদ্দৃষ্টে বিচারপতির নিকট গিয়া বলিলেন হে ধর্ম্মাবতার বাহাদুর নির্দোষী এই দুষ্টা নারীর বধ জন্য যদি কাহাকেও অপরাধী হইতে হয় তবে আমি তদাপরাধে অপরাধী। তদনন্তর পূর্ব্বের বিবরণ সমুদয় তাহাকে বলিলেন। বিচারক তাহা শুনিয়া হত্যা স্থগিত রাখিয়া আমজিয়াদকে রাজার স্থানে লইয়া গেল। ভূপতি আমজিয়াদকে এবং অশ্বাধ্যক্ষকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আমজিয়াদ আত্ম পরিচয় দেওনের অবকাশ পাইয়া আপনার ও অশ্বাধ্যক্ষের নির্দোষিতা প্রকাশ করিয়া আপনি যে বংশোদ্ভব ও যে কারণে তিনি ও তৎসহোদর দেশত্যাগী হইয়া তদ্দেশে আসিয়াছিলেন ও তাঁহাদের যেং আপদ ঘটিয়াছিল তাহা সমুদয় বলিলেন।

যুবরাজের কথা সমাপন হইলে ভূপাল তাঁহাকে কহিলেন তোমার পরিচয় প্রাপ্তে আমি পরমানন্দিত হইলাম। অপর আমি কেবল তোমার ও অশ্বাধ্যক্ষের জীবন দান করিলাম এমত নহে অশ্বাধ্যক্ষের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় তাহার কর্ম্ম প্রদান করিব, এবং তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রির পদে স্থাপন করিব, তুমি তৎপদাভিষিক্ত হইয়া আপন ভ্রাতা আসাদের অন্বেষণার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিও। আমজিয়াদ মহারাজকে ধন্যবাদ করিয়া প্রধান মন্ত্রির কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তৎপরে সহোদরের অন্বেষণার্থ নগরে ঘোষণা করিলেন যে যে ব্যক্তি যুবরাজ আসাদকে আনিয়া দিবে অথবা তাহার কোন সম্বাদ দিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন কিন্তু কোন মতে তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন না।

আসাদের সংক্ষেপ বিবরণ।

আসাদ এতাবৎ কাল সেই রূপ কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিলেন এবং ঐ প্রাচীন প্রতারকের কন্যা বেস্তোমা ও কাবামা প্রথম দিবসে তাহার প্রতি যে রূপ নিষ্ঠুরতা ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়াছিল প্রত্যহ তদ্রূপ করিতে লাগিল। তৎপরে অগ্নিহোত্রিগণের মহা পর্ব্বের দিবস নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা আগ্নেয় পর্ব্বতে গমনার্থ এক জাহাজ প্রস্তুত করিল এবং অবৈধ ধর্ম্মে অতিশয় রত বাহরাম নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষতা দিল। বাহরাম ঐ জাহাজে যথাযোগ্য বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া গমন কালে অন্যান্য দ্রব্যে অর্দ্ধ পূরিত একটা সিন্দুক মধ্যে প্রশ্বাস ত্যাগ জন্য ছিদ্র করিয়া তাহাতে আসাদকে লইল।

আসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমজিয়াদ যিনি রাজ মন্ত্রী, তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে অগ্নি পূজকেরা প্রতি বৎসর এক২ জন মুসলমানকে আগ্নেয় পর্ব্বতে লইয়া বলিদান করে, অতএব কি জানি তাঁহার ভ্রাতাই যদি ঐ অবৈধ ধর্ম্মাক্রান্ত লোকেরদের হস্তে পতিত হইয়া থাকেন মনে২ এই সন্দেহ করিয়া জাহাজ খুলিবার পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং জাহাজ অন্বেষণ করিতে গেলেন, এবং জাহাজ হইতে নাবিক ও অন্য২ লোকদিগকে উপরে উঠাইয়া দিয়া আপন ভৃত্যগণকে জাহাজে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, কিন্তু অগ্নি পূজকেরা আসাদকে এমত গোপন ভাবে লুক্কাইয়া রাখিয়াছিল যে কোন মতে তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

অনন্তর বাহরাম জাহাজ খুলিয়া কতক দূরে গিয়া নাবিক গণকে বলিল যে আসাদকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখ কেননা বলিদান করিতে লইয়া যাইতেছে ইহা জানিয়া এব্যক্তি যেন জীবনাশায় নিরাশ হইয়া সমুদ্রে না পড়ে। তদনন্তর সুবায়ু পাইয়া দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত জাহাজ উত্তম রূপে চলিল, পরে বিরুদ্ধ বায়ুর আরম্ভ হওয়াতে তুফান উঠিল তাহাতে জাহাজকে বিরুদ্ধ পথে লইয়া

চলিল এবং নাবিকেরা স্থান বা দিগনিরূপণ করিতে পারিল না, ইতিমধ্যে এক ভয়ানক তট দর্শনে সকলেরই আশঙ্কা হইল। বাহরাম দেখিল জাহাজ মার্জ্জিনা নাম্নী রাজ্ঞীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে অতিশয় খেদিত হইল কেননা ঐ রাণী মহম্মদীয় ধর্ম্মে অতিশয় নিষ্ঠা প্রযুক্ত অগ্নি পূজকগণের পরম শত্রু। অধিকন্তু তিনি স্বরাজ্য হইতে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোক-দিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ মতাবলম্বি কাহাকেও আপন রাজ্যে জাহাজ লাগাইতে দিতেন না, কিন্তু ঐ রাজধা-নীর বন্দরে জাহাজ না লাগাইয়া অন্যত্র যাইবার উপায় ছিল না বরং দৃশ্যমান ভয়ানক শৈলে জাহাজ লাগিয়া ভগ্ন হইবার আত্যন্তিক আশঙ্কা হইল। এই বিপদ কালে বাহরাম আপন নাবিকগণকে কহিল ওহে বাপু সকল তোমরা বিবেচনা কর আমরা কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছি, এই ক্ষণে হয় আমারদিগকে সমুদ্রে মরণ স্বীকার করিতে হইবে নতুবা মার্জ্জিনা রাণীর নগরে জাহাজ লাগাইতে হইবে, কিন্তু অস্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি-দিগের প্রতি ঐ রাণীর যেপ্রকার দ্বেষ তাহাও তোমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ। তথায় জাহাজ লাগান করিলে ঐ রাণী বল পূর্ব্বক আমারদের জাহাজ লইবেন এবং নিষ্ঠুরতা পুরঃসর আমারদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। এ বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ কহ, আমি এই বিবেচনা করিতেছি যে আমারদের পোতে যে এক মুসলমান আছে তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে দাসের পোষাক পরাইয়া রাখি, পরে জাহাজ বন্দরে লাগিলে যখন ঐ রাণী আমাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি ব্যবসায় কর, তখন কহিব যে আমি দাস দাসী বিক্রয় করিয়া থাকি, সকল দাস বিক্রয় হইয়াছে কেবল এক জন দাস লিখন পঠনে নিপুণ ছিল এ জন্য তাহাকে জাহাজের মহুরর করিয়া রাখি-য়াছি। এই কথা শুনিয়া রাণী অবশ্যই তাহাকে দেখিতে চাহিবেন, পরে তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া ও স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত জানিয়া তাহাকে আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে চাহিবেন। বোধ হয় এই উপলক্ষে যে পর্য্যন্ত সুবাতাস না হয় সে পর্য্যন্ত

এই স্থানে থাকিতে পাইব। তোমরা কি বিবেচনা কর। নাবিক এবং জাহাজি লোক সকল তাহার বিবেচনায় প্রশংসা করিল এবং তাহাতে সম্মত হইয়া তম্মত করিতে প্রস্তুত হইল।

পরে বাহরাম আজ্ঞা করিল যে যুবরাজ আসাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে এমত বস্ত্রাদি পরাইয়া রাখ যেন রাণী তাহাকে দেখিয়া মহরর বোধ করিতে পারেন। অনন্তর রাজপুত্রকে পোশাক পরাইতে২ জাহাজ বন্দরে লাগিল।

মার্জ্জিনা রাণীর বাটী সমুদ্রের এত নিকটবর্ত্তী যে তাঁহার উদ্যান সাগর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাণী জাহাজ দেখিবা মাত্র তাহার প্রধান নাবিককে ডাকিতে কহিলেন। বাহরাম অগ্রেই বুঝিয়াছিল যে রাণী তাহাকে ডাকাইবে অতএব তৎক্ষণাৎ আসাদকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে চলিল এবং দাস বেশি রাজপুত্রকে যে২ কথা বলিতে হইবে তাহা শিক্ষাইয়া রাখিল। অনন্তর বাহরাম রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক রাণীকে বলিল সে দাস ব্যবসায় করে যে সকল দাস আনিয়াছিল তাহা সকল বিক্রয় হইয়াছে কেবল এই এক জন মাত্র অবশিষ্ট আছে কিন্তু এ দাস লেখা পড়া জানে একারণ ইহাকে মহরর করিয়া রাখিয়াছে। রাণী আসাদের রূপ আকৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন অতএব সে দাস ইহা শুনিয়া আহ্লাদিতা হইলেন এবং তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাহরাম ছল করিয়া কহিল আমার এক জন দাসের আবশ্যক আছে অতএব ইহাকে আমি রাখিব বিক্রয় কিম্বা দান করিব না। মহারাণী তাহার এই সাহঙ্কার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু আসাদকে বল পূর্ব্বক রাখিয়া জাহাজাধ্যক্ষকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন আর বলিলেন যদি রাত্রে তথায় জাহাজ লাগাইয়া থাকে তবে তাবৎ দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া জাহাজ পোড়াইয়া দিবেন। অতএব যদিও ঝড় নিবৃত্তি হয় নাই তথাচ বাহরামকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া যাইতে হইল। রাজপুরী হইতে বাহ-

রাম গমন করিলে মহারাণী নানা বিধ খাদ্য দ্রব্যাদি আনাইয়া আসাদকে আহার করিতে বলিলেন। রাজনন্দন কহিলেন যে আমি দাস, দাসের উচিত নয় যে এই সম্মানাকাঙক্ষা করে। রাণী উত্তর করিলেন দাসের উচিত নয়, যথার্থ, কিন্তু তোমার দাসত্ব মোচন হইয়াছে এই ক্ষণাবধি তুমি দাস নহ অতএব আমার নিকট আসিয়া বৈস এবং আপনার বিবরণ আমাকে বল, তোমার আকৃতি দর্শনে এবং দাস বিক্রেতার অহঙ্কারে আমার অনুমান হইতেছে যে ইহার মধ্যে কোন চমৎকার ব্যাপার আছে। আসাদ রাণীর আজ্ঞা মান্য করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন এবং কিয়ৎ কালাবধি যে২ ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে রাণী অগ্নি পূজকদিগের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া কহিলেন অনেক দিবসাবধি দুরন্ত হুতাশনার্চ্চকদিগের উপর আমার দ্বেষ ছিল, কিয়ৎকাল হইল সেই দ্বেষের হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু ইদানী তোমার প্রতি তাহাদের এই অত্যাচারের কথা শুনাতে আমার ক্রোধ পুনরুদিত হইল, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এই অবধি তাহাদিগকে আর দয়া করিব না। এবিষয়ে রাণীর আরো অধিক বক্তব্য ছিল, কিন্তু তৎকালে ভোজন দ্রব্যাদি তাবৎ প্রস্তুত এবং আসাদের বাক্পটুতায় ও রূপে মুগ্ধা ও প্রেমার্ত্তা হইয়াছিলেন তৎপ্রমাণ দর্শাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন।

আহারান্তে আসাদ বহির্গমনের ইচ্ছায় রাণীর অন্য মনস্কতার কালে রাজগৃহ হইতে নাবিয়া নীচে বেড়াইতে২ উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্যানে ভ্রমণ করিতে২ অতি সুন্দর ও নির্ম্মল জল বিশিষ্ট এক সরোবর দেখিয়া শ্রান্তি দূরকরণার্থ তাহার জলে মুখ প্রক্ষালন করিয়া তত্তীরস্থ তৃণের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। তখন প্রায় রাত্রি হইয়াছিল। এ দিকে বাহরাম মহারাণীর ভয়ে জাহাজ খুলিয়া দিল এবং বন্দর হইতে নাবিকেরা ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া জাহাজ

টানিয়া লইয়া চলিল কতক দূর গিয়া নাবিকেরা জাহাজে উঠিবে এমত সময়ে বাহরাম তাহারদিগকে বলিল ওহে তোমরা এখন জাহাজে উঠিও না, আমি তোমারদিগকে কতকগুলি পিপা দিতেছি তাহা লইয়া রাজবাটীর উদ্যানের নিকট নৌকা লাগাইয়া তত্রস্থ সরোবর হইতে জল আনয়ন কর, উদ্যানের প্রাচীর বক্ষস্থল সমান উচ্চ, অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে নাবিকেরা উদ্যানের নিকটে নৌকা লাগাইয়া পিপা স্কন্ধে করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সরোবরের নিকট গিয়া দেখিল যে তাহার তটে এক জন লোক শয়ন করিয়া আছে, সে আসাদ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে তাঁহাকে চিনিয়া কএক লোক নিঃশব্দে পিপাতে জল পুরিতে লাগিল এবং কএক লোক আসাদের পলায়ন নিবারণার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিগে দাণ্ডাইয়া থাকিল, রাজকুমার নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে পিপাতে জল পূর্ণ হইলে নাবিকগণ বারি পূর্ণ পিপা সকল প্রাচীরের বহির্দ্দিগস্থ সঙ্গিদিগের হস্তে দিল, অনন্তর আসাদকে হাতাহাতি প্রাচীর পার করিয়া নৌকায় তুলিয়া জাহাজে লইয়া গেল। বাহরাম প্রথমে আসাদকে দেখিতে পায় নাই, পরে তাঁহাকে দেখিয়া এমত আনন্দিত হইল যে তাহার শরীরে আনন্দ ধরিল না। অতএব তখনি তাঁহাকে পুনরায় বন্ধন করাইল এবং তাঁহাকে কিরূপে নাবিকেরা পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা না করিয়া নৌকা জাহাজে বান্ধিয়া তৎক্ষণাৎ পাইল উড়াইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতে যাত্রা করিল।

মার্জ্জিনা রাণী পুরীমধ্যে আসাদকে না দেখিয়া এমত ব্যস্ত হইলেন যে স্বয়ং আলোক হস্তে লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং উদ্যানের দ্বার মুক্ত দেখিয়া পরিচারিণীগণ সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে গিয়া অন্বেষণ করিতেং সরোবরের তটে তাঁহার পাদুকা দেখিতে পাইলেন, আরো দেখিলেন যে পুষ্করিণীর জলে ঘাট আর্দ্র হইয়া আছে, তদ্দৃষ্টে রাণী অনুমান করিলেন যে বাহরাম তাঁহাকে পুনর্ব্বার লইয়া গিয়াছে। অতএব

তখনি জানিতে পাঠাইলেন সে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কি না। ক্ষণেক পরে দূত আসিয়া কহিল যে বাহারাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্দর হইতে জাহাজ খুলিয়া সরোবর হইতে জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে ইহাতে রাণীর মনে আর সন্দেহ থাকিল না। রাণীর দশ খান যুদ্ধ জাহাজ সর্ব্বদা ঘাটে প্রস্তুত থাকিত অতএব তৎক্ষণাৎ জাহাজাধ্যক্ষকে ডাকিয়া জাহাজ সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বলিলেন কল্য প্রত্যূষে তিনি জাহাজে আরোহণ করিবেন। জাহাজাধ্যক্ষ ত্বরায় তাবৎ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। প্রত্যূষে রাণী অর্ণবযানে আরূঢ়া হইয়া প্রধান নাবিককে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে কল্য সন্ধ্যার সময় যে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে সেই জাহাজ ধরিতে হইবে, আর বলিলেন যদ্যপি ঐ জাহাজ ধরিতে পার তবে তাহাতে যে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে তাহা তোমাকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু যদ্যপি জাহাজ ধরিতে না পার তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

জাহাজাধ্যক্ষ ঐ সকল জাহাজে পাইল উড়াইয়া প্রাণ পণে চলিল, কিন্তু দুই দিন পর্য্যন্ত বাহরামের পোতের কোন সম্বাদ পাইল না, তৃতীয় দিবস প্রাতে তাহার জাহাজ দৃষ্ট হইল এবং মধ্যাহ্ণের সময় ঐ দশ জাহাজে তাহাকে এমত বেষ্টন করিল যে তাহার পলায়নের আর কোন পথ থাকিল না। নিষ্ঠুর বাহরাম দূর হইতে ঐ দশ জাহাজ দেখিয়া নিশ্চয় বোধ করিয়াছিল যে মার্জ্জিনা রাণীর জাহাজ তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। ঐ সকল জাহাজ নিকটবর্ত্তী হইলে সে ভাবনান্বিত হইল, তখন আসাদকে জাহাজে রাখিলে অপরাধী হইতে হইবে আর যদ্যপিও তাহাকে বিনাশ করে তথাপি বিনাশের কোন না কোন চিহ্ন থাকিবে, অতএব উভয়ই সঙ্কট বোধ করিল, একারণ আসাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে জাহাজের উপরে আনিতে বলিল, রাজকুমার তাহার সম্মুখে আসিলে বাহরাম কহিল ওরে পাপিষ্ঠ তুই আমার বিপদের মূল হইয়াছিস্, ইহা বলিয়া তাহাকে সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

যুবরাজ সন্তরণ জানিতেন একারণ হস্ত পদের বলে নির্ব্বিঘ্নে কূলে আসিয়া উঠিলেন এবং তরঙ্গেও তাঁহার সাহসি চেষ্টার সাহায্য করিল। রাজনন্দন তটে উঠিয়া প্রথমতঃ পরমেশ্বর যিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐ আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে আর এক বার অগ্নি পূজকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন। পরে এক পথ পাইয়া দশ দিন যাবৎ ফলমূলাদি আহার করত মনুষ্য হীন দেশ দিয়া গমন করিলেন, তদনন্তর এক ক্ষুদ্র নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মায়াবিদিগের যে নগরে তিনি অনেক যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন ও যেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার প্রধান মন্ত্রী সেই নগরে আসিয়াছেন, অতএব আহ্লাদিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অগ্নিসেবকদিগের নিকট যাইবেন না, কেবল মুসলমানগণের সহিত আলাপ করিবেন, কিন্তু তখন অধিক রাত্রি হওয়াতে দোকানাদি বন্ধ হইয়াছিল এবং রাত্রিকালে পথে অধিক লোক চলে না, এই সকল জানিয়া তৎকালে নগর প্রবেশ না করিয়া তন্নিকটস্থ মসজিদাকার এক গোরস্থানে সেই রাত্রি অবস্থিতি করিলেন।

এ দিকে বাহরাম যুবরাজ আসাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে পর রাণীর জাহাজ সকল তাহার জাহাজের চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিল। তখন বাহরাম পরিত্রাণের পন্থা না দেখিয়া পাইল নামাইয়া অধীনতার চিহ্ন দেখাইল। পরে রাণী স্বয়ং তাহার জাহাজে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা সেই নহরর যাহাকে বল পূর্ব্বক আমার উদ্যান হইতে আনিয়াছ কোথায়। বাহরাম কহিল হে রাজ্ঞি আমি তোমারি শপথ করিয়া বলিতেছি সে আমার জাহাজে নাই, আপনি আমার তরি অন্বেষণ করাউন, তাহা হইলে আমার নির্দ্দোষিতা জানিবেন। মার্জ্জিনা রাণী এই কথায় তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে জাহাজ অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ সত্তা কিম্বা প্রেম প্রভাবে যাহাকে পুনশ্চ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার এত যত্ন, তাহাকে কোন

মতে পাইলেন না, অতএব মহা ক্রোধে স্বহস্তেই বাহরামের মস্তক চ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল তাহার জাহাজ ও দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ও তৎসঙ্গিদিগকে ক্ষুদ্র তরিযোগে কূলে যাইতে দিলেন।

বাহরাম ও তাহার নাবিকগণ কূল পাইয়া স্থল পথ দিয়া স্বদেশে গমন করিল, এবং যে রাত্রে যুবরাজ মায়াময় নগরে আসিয়া গোরস্থানে ছিলেন ঐ রাত্রে তাহারাও তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং অধিক রাত্রি প্রযুক্ত নগরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ঐ গোরস্থানেই রজনী যাপন করিবার মানসে আসাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে গোরস্থানে ছিলেন সেই গোরের নিকট গোলমাল করিতে লাগিল। আসাদ মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারদিগের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? বাহরাম তাহার স্বর পরিচয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং চীৎকার করিতে না পারে এ জন্য তাহার মুখে রুমাল দিয়া চাপিয়া রহিল, পরে আর২ নাবিকগণ গিয়া তাহাকে বন্ধন করিল। নিশাবসানে নগরের দ্বার মুক্ত হইলে সকল লোক নিদ্রা হইতে না উঠিতে২ তাহারা যুবরাজকে লইয়া বৃদ্ধ মায়াবির বাটীতে গেল। আসাদ ঐ প্রাচীনকে দেখিয়া অত্যন্ত চকৎকৃত হইলেন, এবং আপনাকে যে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে পুনঃক্ষিপ্ত হইলেন। রাজপুত্র খেদে নানা আর্ত্তনাদ করিতেছেন এমত সময়ে বেস্তোমা লগুড় ও এক রোটিকা ও এক ভাণ্ড জল হস্তে লইয়া আইল। তাহাকে দেখিয়া ভূপাল তনয় মৃত প্রায় হইলেন। কিন্তু বেস্তোমা পূর্ব্বে রাজকুমারকে যে রূপ নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক প্রহার করিত তাহা না করিয়া কহিল হে প্রভু ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাকে যে সকল যন্ত্রণা দিয়াছি তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করুন, তখন পিতার আজ্ঞা অবহেলনে আমার শঙ্কা ছিল, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দয়তা ও দুষ্টাচারে সম্প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি স্থির হউন, আপনার দুর্দ্দিন গত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আপনি আমাকে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-

চারিণী জানিতেন, কিন্তু অদ্য অবধি এ দাসীকে স্বধর্ম্ম বিলম্বিনী বোধ করুন, আমি মুসলমান এক দাস কর্ত্তৃক মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, এবং আপনার সদুপদেশে আমার শরীর পবিত্র হইবে এমত ভরসা করি। আমি আপনাকে যে সকল যন্ত্রণা দিয়াছি তজ্জন্য সত্য পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং ভরসা করি যে তৎপ্রসাদাৎ আপনার মুক্তির উপায় করিতে পারিব। রাজকুমার তাহার এরূপ বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তৎ স্বভাব পরিবর্ত্ত হেতু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং তাহার সৎস্বভাব নিমিত্ত তাহাকে সাধুবাদ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে তাহার দৃঢ়তা জন্য নানা উপদেশ দিয়া আপনার সকল বিবরণ কহিলেন।

অনন্তর এক দিন বেস্তোমা পিতৃ গৃহের দ্বারে দাণ্ডাইয়া আছে এমত সময়ে দেখিল ঘোষণাকারিএক ব্যক্তি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু সে কি বলিতেছিল তাহা দূরতা প্রযুক্ত স্পষ্ট শুনিতে পাইল না, পরে যখন ঐ ব্যক্তি বাটীর নিকটে আইল তখন বেস্তোমা দ্বার অর্দ্ধ মুক্ত রাখিয়া ঘরের ভিতর হইতে দেখিল যে আসাদের ভ্রাতা আমজিয়াদ প্রধান মন্ত্রী পারিষদ্গণ সহ গমন করিতেছেন এবং ঘোষণাকারি ব্যক্তি তাহারদের অগ্রে যাইতেছে। ঐ ঘোষণাকারি ব্যক্তি বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে এক বৎসরাবধি যশস্বী ও মহিমান্বিত প্রধান মন্ত্রির ভ্রাতা নিরুদ্দেশ হওয়াতে মন্ত্রী স্বয়ং তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছেন, রাজপুত্র যুবক পুরুষ ও তাঁহার আকার এই২ প্রকার; যদি কেহ তাঁহাকে রাখিয়া থাক অথবা জান তবে বল, তিনি কোথায় আছেন, তাহা হইলে প্রচুর পুরস্কার পাইবা। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে রাখিয়া থাক ও ইহার পরে তাহা প্রকাশ পায় তবে তাহার পুত্র পৌত্র কলত্রাদি সপরিবার বধ ও তাহার গৃহাদি সমভূমি হইবে। বেস্তোমা এই কথা শুনিবামাত্র অস্তব্যস্তে কারাগারে গিয়া আসাদকে কহিল হে রাজকুমার তোমার ক্লেশের শেষ হইয়াছে শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। এই কথায় রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহার অনু-

গমন করিলেন এবং বোস্তোমা পথে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল এই মন্ত্রির ভ্রাতা, এই মন্ত্রির ভ্রাতা।

মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া সেই বাটীর নিকটে আসিলে আসাদ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আহ্লাদে দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন আমজিয়াদও অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক ভ্রাতাকে ধরিয়া থাকিলেন। অনন্তর আমজিয়াদের এক কর্ম্মকারী আপন অশ্ব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, মন্ত্রী তদারোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতাকে রাজবাটীতে আনিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। ভূপতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও এক মন্ত্রির পদে নিয়োজিত করিলেন।

বোস্তামা পিতৃগৃহে পুনর্গমন না করিয়া যুবরাজ আসাদের সঙ্গে রাজবাটীতে গিয়াছিল ইহাতে রাজা তাহাকে রাণীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

পরদিন ঐ মায়াবির গৃহ সমভূমি হইল এবং তাহাকে ও বাহরামকে সপরিবারে আনাইয়া রাজা তাহারদের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। তাহারা সকলে রাজার পদানত হইয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল. কিন্তু রাজা কহিলেন যদি তোমরা অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর তবে তোমারদের জীবন দান করিতে পারি নতুবা তোমারদের প্রতি কোনমতে দয়া হইবে না। কি করে প্রাণের জন্য তাহারা সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং যুবরাজ আসাদের সহিত বোস্তোমার মৈত্রতার জন্য কাবামা প্রভৃতি অন্যান্য সকলেরও প্রাণ রক্ষা হইল।

বাহরাম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমজিয়াদ তাহার পূর্ব্বকার ক্ষতি বিবেচনা করিয়া তাহাকে আপনার প্রধান কর্ম্মচারি করিয়া পরে আপন বাটীতে রাখিলেন। কিয়ৎদিন পরে বাহরাম যুবরাজ দ্বয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া পোত সুসজ্জ করিয়া তাঁহারদিগের পিতা কামারল জমানের নিকট লইয়া যাওনের প্রস্তাব করিল। সে বলিল রাজা আপনারদিগকে নির্দ্দোষ জানিয়া অবশ্যই দেখিবার নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়া আছেন, আর যদিস্যাৎ তিনি যথার্থ বৃত্তান্ত না

শুনিয়াই থাকেন তবে অগ্রে তাঁহাকে বিস্তারিত জানান যাইবে, তাহাতেও যদি তাঁহার মনের ভ্রম দূর না হয় তবে এখানে ফিরিয়া আসিবেন। এই প্রস্তাবে দুই ভ্রাতা সম্মত হইয়া রাজাকে স্ববিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভূপাল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জাহাজ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বাহরাম আহ্লাদ পূর্ব্বক পোতাধ্যক্ষ হইয়া যাত্রার আয়োজন করিল। পরে রাজকুমারদ্বয় ভূপতির নিকট বিদায় হইতে গিয়া যে সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, সে কালে নগর মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল বৃহৎ এক দল সৈন্য নগরে আসিতেছে কিন্তু তাহারা কে এবং কোথা হইতে আইল তাহা কেহ বলিতে পারে না এই সম্বাদে রাজা অত্যন্ত ভীত হওয়াতে আমজিয়াদ তাঁহাকে কহিলেন মহারাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি যদিও তৎকর্ম্ম এক্ষণে ত্যাগ করিয়াছি তথাপি এখনও আপনকার কর্ম্মে আমার প্রাণপণ, কিন্তু প্রথমে যুদ্ধ উদ্যম না করিয়া আমাকে আজ্ঞা করুন এ শত্রু কে যে অগ্রে সংগ্রামাভিপ্রায় জ্ঞাপন না করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে আইল আমি দেখিয়া আসি। ইহাতে রাজা রাজকুমারকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। আমজিয়াদ উপযুক্ত সঙ্গিগণ লইয়া ঐ বিপক্ষ কে ও কি অভিপ্রায়ে আগমন করিতেছে তাহা জানিতে গেলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই সৈন্য দল দৃষ্ট হইল এবং বোধ হইল অসংখ্য সেনা, তাহারা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। রাজপুত্র সেনাগণের নিকটস্থ হইলে অগ্রবর্ত্তি প্রহরিগণ তাঁহাকে রাণীর নিকটে লইয়া গেল, রাণী তখন গমনে ক্লান্ত হইয়া রাজপুত্রের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রাণীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি শত্রু কি মিত্র, কি ভাবে আসিয়াছেন, যদি শত্রু ভাবে আসিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ কি, মৎপ্রতিপালক রাজার আপনি কি অপরাধ পাইয়াছেন। রাজ্ঞী উত্তর করিলেন আমি মৈত্র ভাবে আসিয়াছি, তোমার রাজার এবং

আমার রাজ্য যে প্রকার অসংলগ্ন তাহাতে বিবাদ বিষম্বাদের কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল আসাদ নামে এক দাসকে লওনার্থ আমার আগমন জানিবা, ঐ দাসকে এই নগরবাসী বাহরাম নামা অত্যন্ত অহঙ্কারী এক নাবিক আমার রাজ্য হইতে লইয়া আসিয়াছে, আমি বোধ করি তোমার রাজা আমার নাম মার্জ্জনা জানিলে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। আমজিয়াদ বলিলেন হে প্রতাপান্বিতে আপনি এত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক যে কিঙ্করের অন্বেষণে আসিয়াছেন তিনি আমার ভ্রাতা, আমি তাঁহাকে হারাইয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি আসুন আমি তাঁহাকে স্বয়ং আপনার নিকট সমর্পণ করিব এবং আমার রাজাও আপনাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন।

অনন্তর রাণী ঐ স্থানে সৈন্যগণকে শিবির সংস্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়া রাজকুমার আমজিয়াদের সঙ্গে রাজবাটীতে গেলেন। রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। আসাদ তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনিও তাঁহাকে চিনিয়া অভিবাদন করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা এইরূপ আনন্দে মগ্ন তখন সম্বাদ হইল পূর্ব্বাগত সেনা অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত আর এক দল সৈন্য নগরের অন্য দিক্ দিয়া আসিতেছে।

মায়াবি নগরীয় মহীপাল মনুষ্যের কলরব শুনিয়া এবং পদধূলি সমূহে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন দেখিয়া অতিশয় ভয় যুক্ত হওত আমজিয়াদকে কহিলেন ওহে আমজিয়াদ এইক্ষণে কি করিব, দেখ, আর এক দল সৈন্য আমার রাজ্য নষ্ট করিতে আসিতেছে। আমজিয়াদ রাজার মনোগত ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্য দলাভিমুখে গমন করিলেন। পরে সৈন্য গণের নিকট আসিয়া অগ্রবর্ত্তি প্রহরিদিগকে কহিলেন যে তিনি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ইহাতে প্রহরিগণ তাঁহাকে আপনাদের অধ্যক্ষের সমীপে লইয়া গেল। রাজনন্দন দেখিলেন ঐ ব্যক্তি রাজা কেননা তাঁহার মস্তকে মুকুট শোভিত ছিল। ভূপাল তনয় তদ্দৃষ্টে ঘোটক হইতে অবরোহণ

করত অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরেন্দ্র আমার প্রভু রাজার নিকট আপনি কি চাহেন। রাজা উত্তর করিলেন আমি চীনাধিপতি আমার নাম গায়ুর, আমি বেদোরা নাম্নী নিজ কন্যাকে খালেদান উপদ্বীপাধিপতি শাহজমান রাজার পুত্র কামারল জমানের সহিত বিবাহ দিয়াছি, পরে জামাতা আত্মজা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন; বলিয়াছিলেন এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তদবধি তাঁহারদিগের কোন সমাচার পাই নাই, এই জন্য স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারদের অন্বেষণ করিতেছি, যদি তোমার রাজা তাঁহারদিগের কোন সংবাদ বলিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইব।

যুবরাজ আমজিয়াদ আলাপাদির দ্বারা ঐ রাজাকে আপনার মাতামহ জানিয়া অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ মাতামহের নিকট দৌহিত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকাশার্থ আমি যে ধৃষ্টতা গ্রহণ করিলাম আপনি কৃপাবলোকন করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমি এবলী উপদ্বীপাধিপতি কামরল জমানের পুত্র এবং যে বেদোরার নিমিত্ত আপনি দেশত্যাগী তাঁহার গর্ভে আমার জন্ম। তাঁহারা স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরে আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চীনাধিপ দৌহিত্রকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হঠাৎ সন্দর্শনে উভয়েরই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। পরে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি নিমিত্ত তুমি এই বিদেশে আসিয়াছ। এই কথায় যুবরাজ আপনার ও আপন ভ্রাতা আসাদের সমুদয় বিবরণ কহিলেন। চীনাধিপ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন হে বৎস তোমারদের ন্যায় নির্দ্দোষ রাজকুমারদের এমন ক্লেশ ভোগ আর উচিত হয়না, আমি তোমারদের উভয়কে লইয়া গিয়া তোমারদের পিতার সঙ্গে মিলন করিয়া দিব, যাও, আমার আগমন সম্বাদ তোমার রাজাকে গিয়া জানাও। পরে চীনাধিপতি ঐ স্থানে ছাউনি করিয়া থাকিলেন, এবং আমজিয়াদ আপন রাজার

নিকট গিয়া তাবৎ সংবাদ কহিলেন। চীন রাজ্যেশ্বর কন্যার অন্বেষণার্থ নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া এত দূরে তাঁহার রাজধানীর নিকট আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া ঐ ভূপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উচিত আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

এই ব্যাপার কালে নগরের অন্য দিকে উড্ডীন ধূলি দৃষ্ট হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সম্বাদ আইল যে তৃতীয় এক দল সৈন্য আসিতেছে, ইহাতে রাজা গমনে ক্ষান্ত হইয়া, যুবরাজ আমজিয়াদকে তাহারদিগের পরিচয়াদি জানিতে প্রেরণ করিলেন। আমজিয়াদ নিজ ভ্রাতা আসাদকে সঙ্গে লইয়া তদনুসন্ধানে গমন করিলেন, এবং গিয়া দেখিলেন যে তাঁহারদিগের পিতা রাজা কামারল জমান সসৈন্যে তাঁহারদের অন্বেষণে আসিয়াছেন। তিনি পুত্র শোকে এমত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে অবশেষে আমির জয়ান্দর তাঁহাকে বলিয়াছিল যে রাজকুমারেরা জীবদ্দশায় আছেন তাঁহারদিগকে নষ্ট করে নাই তাহা শুনিয়া স্বয়ং পুত্রদিগের অন্বেষণে যাত্রা করেন। শোকার্ত্ত রাজা স্বীয় পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মহাহ্লাদে আলিঙ্গন করিলেন এবং এত দিন যে চক্ষে অহর্নিশ শোক বারি বহিয়াছিল তাহা আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইল।

চীনাধিপ জামাতার আগমন সংবাদ শ্রবণে কুমার দ্বয় সমভিব্যাহারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়াই দেখিলেন যে চতুর্থ এক দল সৈন্য অদূরে আসিতেছে এবং বোধ হইল যেন তাহারা পারশ্য দেশ হইতে আসিয়াছে। কামারল জমান কুমার দ্বয়কে কহিলেন যে তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস এই সৈন্য কাহার এবং কোথা হইতে, কি জন্যে আসিতেছে। কুমারদ্বয় তৎক্ষণাৎ সৈন্য দলের নিকট গেলেন, এবং রাজার নিকট উপনীত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ কি অভিপ্রায়ে এই রাজধানীতে আগমন হইল। এই কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী বলিল আপনারা যে রাজার সহিত আলাপ করিতেছেন

ইহাঁর নাম শাহজমান, ইনি খালেদান উপদ্বীপের অধিপতি, ইহাঁর পুত্র যুবরাজ কামারল জমান বহুকাল হইল রাজ্য ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন তাঁহার অন্বেষণার্থ রাজা এইরূপে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, যদি আপনারা তাঁহার কোন সম্বাদ বলিতে পারেন তবে রাজার যথেষ্ট উপকার হয়। মন্ত্রির প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দনেরা কহিলেন আমরা কিঞ্চিৎকাল পরে আসিয়া এই কথার উত্তর প্রদান করিতেছি। ইহা বলিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অতিবেগে আসিয়া আপনাদের পিতা কামারল জমানকে বলিলেন যে আপনার জনক স্বয়ং দলবল সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন। শাহজমান রাজার হঠাৎ আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কামারল জমানের মনে এমত ভয় ও আশ্চর্য্য ও আনন্দের উদয় হইল যে তাহাতে তিনি ক্ষণকাল নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। অনন্তর যুবরাজ আমজিয়াদ ও আসাদের যত্নে তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি পিতার শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। পিতা পুত্রের পরস্পর সন্দর্শন হইবা মাত্র উভয়ে মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন, পরে সাহজমান ভূপতি বিনা অনুমতিতে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আগমন নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন, তাহাতে কামারল জমান লজ্জায় অত্যন্ত অধোবদন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিন রাজা অর্থাৎ চিনাধিপতি গায়ুর খালেদান উপদ্বীপাধিপতি রাজা সাহজমান ও মার্জ্জিনা রাণী মায়াবি দেশস্থ রাজার রাজধানীতে তিন দিন মহানন্দে থাকিলেন। এবং মায়াবি নগরের রাজা তাঁহারদিগকে অতিশয় সম্মান করিলেন আর ঐ তিন দিবস মধ্যে মার্জ্জিনা রাণীর সহিত আসাদের বিবাহ হইল এবং আসাদের প্রীতি বোস্তমির কৃতজ্ঞতার জন্য আমজিযাদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন এই উপলক্ষে ঐ রাজধানী মধ্যে মহামহোৎসব হইল।

অনন্তর চীনাধিপ ও শাহমান রাজা এবং কামারল জমান স্ব২ রাজ্যে গমন করিলেন ও মার্জ্জিনা রাণী স্বীয় স্বামি আস-

দকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। আমজিয়াদের গুণে মায়াবি নগরীর রাজা এমত বশীভূত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাকে কোনমতে যাইতে না দিয়া স্বীয় বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত তাঁহাকে স্ব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আমজিয়াদ রাজ্য ভার প্রাপ্ত হইয়া নানা যত্ন দ্বারা তদ্দেশে অগ্নি পূজার উন্মূলন করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার করিলেন।

এই মনোহর উপন্যাস সমাপন করিয়া সাহরজাদি রাজার অনুমতি ক্রমে আগামি রাত্রে শেষোক্ত গল্প আরম্ভ করিলেন ইতি।